Contents

সপ্তম বর্ষ

৪-৫
জমঈয়ত সংখ্যা
৪।৫

তর্জুমানুল-হাদীছ

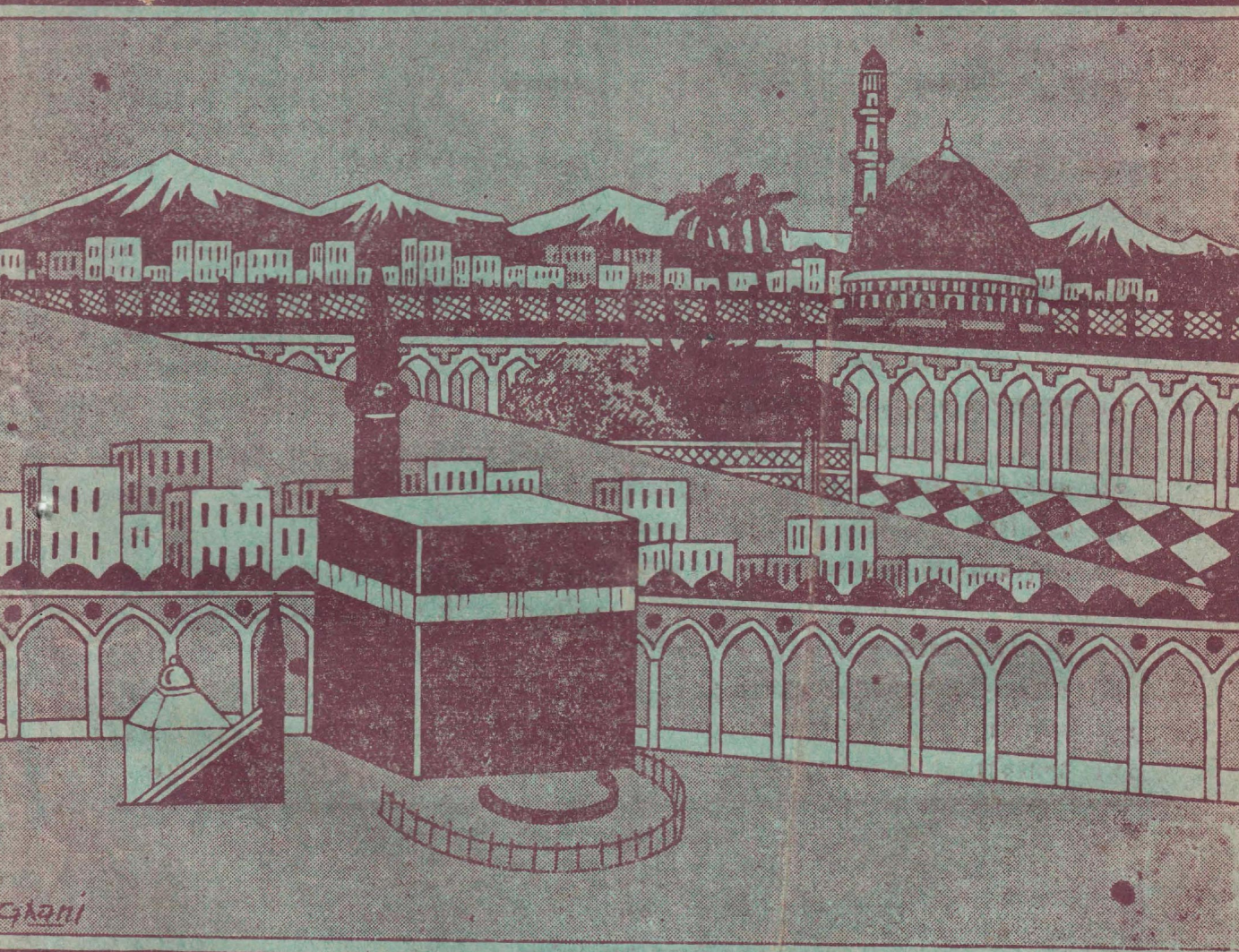

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই
সংখ্যার মূল্য
১

বার্ষিক
মূল্য সডাক
৬৷৽

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

৭ম বর্ষ—৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা

চৈত্র-বৈশাখ ১৩৬৩-৬৪ —— মার্চ-এপ্রিল ১৯৫৭

বিষয়সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের প্রাপ্তি স্বীকার		মুনৃতাছির আহমদ রহমানী	১৫৭
২।	রামাযান উপলক্ষে পূর্বপাক জমঈয়তে-আহ্‌লেহাদীছের পয়গাম		প্রেসিডেণ্ট	১৫৯
৩।	তফছীর-ছুরত-আলফাতিহা		মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল্ কাফী আল্‌কোরায়শী	১৬১
৪।	হাদীছ ও ফিক্‌হের বৈপরীত্য (তুলনামূলক তত্ত্ব		... ...	১৬৯
৫।	আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের সাংগঠনিক ও তবলিগী তৎপরতা		... ...	১৭৪
৬।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী	(ইতিহাস)	আহমদ আলী	১৭৭
৭।	স্পেন বিজয়	(নাটক)	মোহাম্মদ আছাদুজ্জামান	১৮৭
৮।	আল্‌ইছ্‌লাম বনাম কম্যুনিজম	(ভাষণ)	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী অনুলিখন : মোহাঃ আবদুর রহমান বি,এ-বি,টি,	১৯৩
৯।	পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ কর্মীসম্মেলনের কার্যবিবরণী এবং জমঈয়তের আয়ব্যয়ের রিপোর্ট			২০২
১০।	কষ্টিপাথর		নক্কাদ	২১৯
১১।	সম্পাদকীয়		সম্পাদক	২২০

আল্‌-হাদীছ প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

ইংরাজী, বাঙলা, আরাবী ও উর্দ্দু

সবরকম ছাপার কাজ সুন্দর ও সুলভ ভাবে সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা।

TO LET

www.ahlehadeethbd.org

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার

১৯৫৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ

(পাবনা) অফিসে হাতে হাতে প্রাপ্ত :

১৪৮। মোঃ আনছার আলী প্রামাণিক গয়াসপুর, কোরবাণী ৩৲ ১৪৯। মোঃ ইব্রাহিম মিয়া চরঘোষপুর, কোরবানী ৮৲। ১৫০। আহমদ আলী মিয়া, রাঘবপুর জামাতের পক্ষে কুরবানী ৪১৲। ১৫১। মোঃ আইয়ুব আলী মলিথা খয়েরসুতী ফিৎরা ১।০। ১৫২। টুকরাচর জামাআত হইতে মাং মৌঃ আবুজাফর ছাহেব শালগাড়িয়া কুরবানী ৪৲।

আদায় মারফত মাওলানা আবদুল হক হক্কানী ছাহেব (মুবাল্লেগ)

১৫৩। মোঃ হোছেন আলী প্রামাণিক, সাং মুকুন্দপুর, দোগাছী যাকাত ২০৲। ১৫৪। মোঃ ইয়াছিন আলী রাঘবপুর, ফিৎরা ১৲। ১৫৫। ছফর আলী সরদার, সাং ব্রজনাথপুর, দোগাছি, ফিৎরা ৮৲। ১৫৬। মোঃ বছিরুদ্দিন প্রামাণিক, সাং ব্রজনাথপুর দোগাছি, ফিৎরা ১০৲। ১৫৭। মোঃ ইছমাঈল মালিথা, সাং চরকুলুনিয়া দোগাছি ফিৎরা ১৮৲। ১৫৮। মুন্সি মোহাম্মদ আলী সাং কুলুনিয়া, দোগাছি ফিৎরা ৫৫৲। ১৫৯। মুন্সী মোঃ উছমান গণি c/o চান্দ আলী প্রামাণিক দোগাছি ফিৎরা ১৫৲। ১৬১। শাহেদ আলী প্রামাণিক সাং খয়েরসুতী, দোগাছি ফিৎরা ২৮৲। ১৬১। মোঃ হারাণ আলী খাঁ সাং খয়েরসুতী দোগাছি ফিৎরা ১৫৲। ১৬২। মোঃ বশির উদ্দিন প্রামাণিক সাং খয়েরসুতী দোগাছি, ফিৎরা ১০৲। ১৬৩। মোঃ কফিল উদ্দিন খান সাং ব্রজনাথপুর দোগাছি ফিৎরা ১৫৲। ১৬৪। মংগল প্রামাণিক সাং খয়েরসুতী দোগাছি ফিৎরা ১৫৲। ১৬৫ আবদুল মিন্নাত মোল্লা সাং খয়েরসুতী দোগাছি কুরবানী ৩৲। ১৬৬। চান্দ আলী প্রামাণিক মাঃ মুন্সি মোঃ উছমান গণি দোগাছি কুরবানী ৫৲। ১৬৭। আলহাজ আবদুর রহমান সাং খয়েরসুতী দোগাছি কুরবানী ৩৸ ১৬৮। মৌঃ খবিরউদ্দিন আহমদ সাং কৃষ্ণপুর কুরবানী ১৫৲। ১৬৯। দিদার বখশ কুলুনিয়া জামাআত দোগাছি কুরবানী ১১৲। ১৭০। মোঃ আজিমুদ্দিন ফকির সাং খয়েরসুতী দোগাছী কুরবানী ২৲। ১৭১। মৌঃ আকবর আলী খাঁ ছাহেবের জমাআত হইতে মাঃ সাহাদাত আলী প্রামাণিক দোগাছী কুরবানী ১০৲। ১৭২। মোঃ নওয়াব আলী খাঁ দোগাছী কুরবানী ২৲। ১৭৩। মোঃ চান্দ আলী মালিথা সাং মুকুন্দপুর দোগাছী কুরবানী ১৸০। ১৭৪। মোঃ গাধল প্রামাণিক সাং ব্রজনাথপুর, দোগাছী কুরবানী ১/০। ১৭৫। মুন্সি মোঃ মোছলেম আলী মিয়া সাং ব্রজনাথপুর, দোগাছী কুরবানী ৪৲। ১৭৬। মুঃ মোঃ কফিল উদ্দিন খান ব্রজনাথপুর দোগাছী কুরবানী ৯৲। ১৭৭। মোঃ ঈমান আলী প্রামাণিক সাং মুকুন্দপুর দোগাছী কুরবানী ৪৲। ১৭৮। মোঃ মংগল প্রামাণিকের সমাজ হইতে মাং মোঃ নাছের আলী প্রামাণিক সাং খয়ের সুতী দোগাছী কুরবানী ১২৷৷০।

আদায় মারফৎ দারোগ আলী সরকার

১৭৯। হাজী মোঃ ইছহাক, সাং ধুলাউড়ী পোঃ চাটমোহর ফিৎরা ১০৲। ১৮০। মোঃ একব্বর মোল্লা সাং এনায়েতপুর এককালীন ১৲। ১৮১। মোঃ আহছানউল্লা ব্যাপারী সাং ইসাপাশা ফিৎরা ২৭৲। ১৮২। মোঃ আঃ লতিফ সরকার বোয়ালকান্দিরচর পোঃ স্থল ফিৎরা ৬১।০। ১৮৩। মোঃ মিজানুর রহমান সাং সন্তোশ পোঃ ঐ ফিৎরা ৫৲। ১৮৪। মোঃ আছিরুদ্দিন ব্যাপারী সাং চরমোশা পোঃ চৌহালী ফিৎরা ২৸০। ১৮৫। মোঃ বায়াজউদ্দিন প্রামাণিক সাং খাস উমরপুর ফিৎরা ১২৸০। ১৮৬। মোঃ আবদুস সবুর মণ্ডল সাং খাস ওমরপুর ফিৎরা ৭।০। ১৮৭। মোঃ আবদুল গণি সাং পূর্ব নরসিংহপুর ফিৎরা ৫৲। ১৮৭ (ক) নওশের আলী সাং চর মুসা ফিতরা ৬৲

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৮৮। মোঃ জালালুদ্দিন সরকার c/o ডাঃ আঃ লতিফ সেক্রেটারী, ফিংরা ৮৲। ১৮৯। মোঃ জহিম মুন্সী সাং স্থলচর, ফিংরা ১২৷৷০। ১৯০। আনিছুর রহমান, আটবরুহার চর, ফিংরা ১০৷৷০। ১৯১। আবদুল হামীদ ব্যাপারী, ফিংরা ২৲।

আদায় মারফত মওঃ আবদুল হাকিম মিঞা ছাহেব

১৯২। মোঃ আবদুল জব্বার ঠেঙ্গামারা, চালুহারা, যাকাত ২৲। ১৯৩। মোঃ আবুল হুছাইন মোল্লা ঠেঙ্গামারা, চালুহারা, যাকাৎ ১৲। ১৯৪। নোওয়াই বেপারী বর্শাইল চালুহারা যাকাৎ ২৲। ১৯৫। মোঃ ঈমান আলী মোল্লা সাং স্থলচর পোঃ স্থল, যাকাৎ ৫৲। ১৯৬। মোঃ আবদুল বারী সাং বোয়ালকান্দি, স্থল, যাকাৎ ৫৲। ১৯৭। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ মোল্লা সাতলাঠি পোঃ ধুকুরিয়া বেড়া এককালিন ১৲। ১৯৮। মোঃ ওছমান গণি সাং সাতলাঠি পোঃ ধুকুরিয়া বেড়া এককালিন ১৲। ১৯৯। মোঃ ওয়াছিম উদ্দিন সরকার সাং সাতলাঠি পোঃ ধুকুরিয়াবেড়া এককালিন ১৲। ২০০। বিভিন্ন স্থানের আদায় এককালীন ১০০৲।

যিলা রাজশাহী

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত :

২০১। মোঃ আইয়ুব আলী মিঞা সাং বুরুজ পোঃ তানোর, উশর ১০৲। ২০২। মোঃ নায়েবুল্লা মণ্ডল সাং কোনা পোঃ বীরকুৎসা যাকাৎ ৩৲। ২০৩। মোঃ মোঃ আবদুল কুদ্দুছ সাং টিকরামপুর চাপাই-নবাবগঞ্জ যাকাৎ ৫৲। ২০৪। হাজী মোঃ ঈমান আলী সাং খিদিরাকালিকাপুর পোঃ কাছিমপুর,যাকাৎ ৩৭৲ ২০৫। মওলানা তমিজউদ্দিন আহমদ সাং নয়নগুথা,পোঃ রাজারামপুর, যাকাৎ ১০৲। ২০৬। মোঃ আইয়ুব আলী মিয়া সাং বুরুজ পোঃ তানোর যাকাৎ ১০৲। ২০৭। মোঃ দাউদহোছাইন সাং চরকুশাবড়ী পোঃ কাছিকাটা ফিংরা ৩৫৲। ২০৮। খোন্দকার শমশের আলী সাং চরবুলাকী পোঃ রাণীনগর ফিংরা ২৲। ২০৯। হাজী মোল্লাজান মোহাম্মদ সাং হাট মাধনগর এককালীন ৩৲। ২১০। খলিলুর রহমান সাং নামো রাজারামপুর পোঃ রাজারামপুর ফিংরা ৫৲। ২১১। মোঃ মোঃ আবদুল হাফিয রাজশাহী ডি, বি, অফিস, ফিংরা ৫৲। ১১২। হাজী আবদুল ওয়াহেদ সাং উলশামারী পোঃ দেবীনগর, ফিংরা ১৬৲। ২১৩। মোঃ তমিজ উদ্দীন বিশ্বাস সাং নামো রাজারামপুর পোঃ রাজারামপুর ফিংরা ১৫৲। ১১৪। মোঃ আছিরুদ্দিন মোল্লা সাং কলিয়াঘাটা পোঃ চৌহাদ্দিটোলা ফিংরা ১০৲। ২১৫। মোঃ আবদুল আযিয মাষ্টার সাং এবং পোঃ গমস্তাপুর, ফিংরা ১৫৲। ২১৬। ইসহাকআলী সাং মসিন্দা মাঝপাড়া, পোঃ কাছিকাটা ফিংরা ৫৲। ১১৭। মওলানা আব্বাছ আলী সাহেব সাং হাঁসমারী পোঃ কাছিকাটা ফিংরা ৩২৲। ২১৮। মোঃ আছমাতুল্লাহ মিয়া সাঃ মসিন্দা শিকারপাড়া জামুয়াত হইতে পোঃ চাঁচকৈড় ফিংরা ৭৪৲। ২১৯। মোঃ মফিজউদ্দিন চৌধুরী সাং মসিন্দা শিকারপাড়া নাদীপাড় পোঃ চাঁচকৈড় ফিংরা ৩৪৷০। ২২০। সেক্রেটারী ইসলামাবাদ নাজিমুদ্দিন ওলডস্কিম মাদ্রাসা ফিংরা ১০৲। ২২১। মোঃ ইব্রাহিম সরকার সাং ঝাড়গ্রাম পোঃ বাগমারা যাকাত ২৸৵০। ২২২। মোঃ ছাবের আলী মৃধা সাং সাঁকোয়া পোঃ হাটরা ফিংরা ২৬৲। ২২৩। মৌঃ বাহার উদ্দীন ছাহেব আন্ধারিয়া জামাআত হইতে পোঃ পঁজরভাঙ্গা ফিংরা ২২৲। ২২৪। মোঃ আয়ুব আলী সাং বুরুজ পোঃ তানোর ফিংরা ১০৲। ২২৫। মৌঃ আবদুর রহমান সাং এবং পোঃ মুণ্ডমালা ফিংরা ৫৲। ২২৬। মওলানা মুজাউদ্দিন সাং এবং পোষ্ট বাসুদেবপুর ফিংরা ৪৲। ২১৭। হাজী আবদুল গফুর সাং আখিরা পাড়া পোঃ খাজুর যাকাত ২৫৲। ২২৮। মোঃ এমরান হোসেন সাং চর চাটাইড়বি পোঃ চর আলাতুলী ফিংরা ৩৲। ২২৯। হাজী দানেশ মোহাম্মদ সাং নয়ানপুর পোঃ হাটরা ফিংরা ৫৲। ২৩০ মোঃ বরকতুল্লা মণ্ডল সাং বরিঠা পোঃ হাটরা ফিংরা ১৫৲।

ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রামাযানুল মুবারক উপলক্ষে—

পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের

পয়গাম

آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ! فالذين آمنوا منكم
و انفقوا لهم اجر كبير *

ওহে মানব সমাজ,

আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আর তোমাদিগকে যেসকল বস্তুতে পূর্ববর্তী-গণের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে, তন্মধ্য হইতে আল্লাহর পথে দান কর! বস্তুতঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস পোষণ করিয়াছে এবং আল্লাহর পথে দানের ব্রত অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের জন্য বিরাট পারি-তোষিক রহিয়াছে—আল্‌কোরআনুল আযীম, ৫৭ : ৭।

বেরাদরানে মিল্লত,

আছ্‌ছালামো আলায়কুম ওয়া রাহ্‌মতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু—

রামাযান শরীফ এবং আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিত্‌র উপলক্ষে আপনারা প্রথমে পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লেছাদীছের অভিনন্দন ও মুবারকবাদ গ্রহণ করুন।

ইছ্‌লামের নীতি, তাহার মতবাদ, তাহার রূহানী নাজাতের পয়গাম, তাহার আখলাক ও তমদ্দু-নের বিশ্ববিমোহন রূপ, তাহার বিধিব্যবস্থা, শাসনতন্ত্র ও অর্থনীতির সূত্র পৃথিবীর রুগ্ন ও অত্যাচারিত, লক্ষ-ভ্রষ্ট ও দিশাহারা মানব সমাজে বিঘোষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সক্রিয় করার জন্যই পবিত্র রামাযানের সাধনাকে সার্থকতা দান করিয়া মহিমান্বিত আল্‌কোরআনুল আযীম ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিল—

شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن، هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان !

দেখ, রামাযান এরূপ মাস, যাহাতে কোরআন অবতীর্ণ করা হইয়াছে, মানুষের জীবন দিশারি রূপে, হিদায়তের নিদর্শন সমূহের পূর্ণ প্রতীক!—আল্ বাকারা : ১৮৫।

কোরআনের জীবন-সঞ্জীবন ও পরমায়ু-বর্ধক বিশুদ্ধ ও উন্নত আদর্শের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের অভাব এবং উহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে অবহেলা ও ঔদাসিন্যের ফলে জনতার হৃদয় ফলকে এবং সমাজ-দেহের প্রতি রন্ধ্রে অশান্তির প্রলয় শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দিকে দিকে ফাছাদ, বিদ্রোহ, শ্রেণী সংগ্রাম, আত্মকলহ, হত্যাকাণ্ড, পাশবিকতা, ও পৈশাচিকতা, শোষণ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও মৃত্যুর উৎসবে শয়তান এবং তার শিষ্যশাগেরদরা মাতিয়া উঠিয়াছে। যাহারা ঈমানদার বলিয়া দাবী করিতেছেন, তাঁহাদেরও অধিকাংশ স্বীয় আচরণ ও উক্তি দ্বারা কোরআন ও ইছলামের যে বিকৃত, বিক্ষিপ্ত ও মনগড়া ব্যাখ্যা শুনাইতেছেন, তাহাতে জগদ্বাসীর দুর্ভাগ্য ও বুভুক্ষার যেরূপ অবসান ঘটিতেছেনা, তেমনি "নানা মুণির

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নানা মত" অনুসরণ করিতে গিয়া মুছ্‌লিম সমাজ দৈনন্দিন অধিকতর দিশাহারা হইয়া বিচ্ছিন্নতা ও বিধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের প্রধান স্তম্ভ তিনটি : প্রথম, চিন্তার স্বাধীনতা, দ্বিতীয়, জীবনের সকল স্তরে কোরআন ও হাদীছের সার্বভৌম প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা, তৃতীয়, জাতিভেদ ও শ্রেণী সংগ্রামের নির্বাসন। কিন্তু এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে প্রচণ্ড শক্তিক্ষয়ী সংগ্রাম ও জদ্দও জিহাদের উপর। রামাযানের কঠোর আত্মশুদ্ধির সাধনা উক্ত সংগ্রামের প্রস্তুতি ও সূচনা মাত্র! রামাযান যে বেহেশ্‌তী ছওগাত বহন করিয়া আনিয়াছে, সেই কোরআন ও তাহার সক্রিয় প্রতীক রছুলুল্লাহর (দঃ) জীবনালেখ্য হাদীছের প্রকৃত ও অবিমিশ্র শিক্ষাকে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে প্রচারিত এবং মুছলিম-জীবনে উহা বাস্তবায়িত করাই রামাযানুল মুবারকের সাধনার প্রকৃত সফলতা!

পূর্ব পাকিস্তানে জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ বিগত ১০ বৎসর কাল ধরিয়া এই জদ্দ ও জিহাদ চালাইয়া আসিতেছে। কার্যপ্রণালীকে উন্নততর, কর্মক্ষেত্রকে প্রশস্ততর আর উহার পতাকাবাহী সৈনিকদলকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তোলার উদ্দেশ্যেই জমঈয়তের প্রধান কর্মকেন্দ্র পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই আন্দোলনের প্রচারক বাহিনীর সংখ্যা বর্ধিত এবং তবলীগ ও প্রচারণার মাধ্যমকে বলিষ্ঠতর আর সৎসাহিত্যের সংকলন, অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যাপকতর ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য আপনাদের বয়তুলমালে পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ কোরআন কর্তৃক নির্ধারিত ইছ্‌লাম প্রচারের অংশ দাবী করিতেছে।

স্মরণ রাখিবেন, তব্‌লীগে ইছ্‌লামের জন্য আপনাদের যাকাত ও ছাদাকাতুল ফিতরে জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের শিকি অংশ নির্ধারিত রহিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান বিগত ১০ বৎসরে দ্বীন ও মিল্লতের যে খিদমত আঞ্জাম দিয়াছে, জমঈয়তের মুখপত্র তর্জুমানুল হাদীছে প্রকাশিত উহার রিপোর্ট পাঠ করিলেই জানা যাইবে!

আশাকরি ঈদের আনন্দ কোলাহলের ভিতর পূর্ব পাকিস্তানের এই মহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে আপনাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্বপাক আহ্‌লেহাদীছ কর্মী সম্মেলনের সমবেত প্রতিশ্রুতির কথা আপনারা ভুলিয়া যাইবেন না। আল্লাহর কাছেই তাঁহার দ্বীন ও শরীআতের সেবার পুরস্কার আপনারা প্রাপ্ত হইবেন।

فستذكرون ما اقول لكم، و افوض امرى الى الله ان الله بصير بالعباد ::

দ্রষ্টব্য :—সমুদয় টাকা কড়ি জমঈয়তের সদর দফতরে প্রেসিডেন্টের নামে মণিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করিতে হইবে এবং জমঈয়তের নূতন শীলমোহর যুক্ত ও প্রেসিডেন্টের দস্তখত সম্বলিত রসিদ লইয়া আদায়কারীগণের হস্তেও প্রদান করা যাইতে পারে।

সদর দফ্‌তর
৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড,
পোঃ রমনা, ঢাকা।
তাং ১৫ই রামাযানুল মোবারক ১৩৭৬ হিঃ।

আদ্‌দায়ী ইলাল খায়ের
মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী
আল্-কোরায়শী
প্রেসিডেন্ট, পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

কোরআন ও ছুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের বাহক ও অকুণ্ঠ প্রচারক

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

সপ্তম বর্ষ	মার্চ-এপ্রিল ১৯৫৭ খৃস্টাব্দ ; শাবান-রামাযান ১৩৭৬ হিঃ চৈত্র-বৈশাখ ১৩৬৩-৬৪ বংগাব্দ	৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা

প্রকাশ মহল :—৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত-আল্-ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(পূর্বানুবৃত্তি)

৪৪

"ছিরাতেল মুছ্‌তকীম" সম্পর্কে রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি.

ইমাম আহমদ মুছনদে, তিরমিযি ও নছয়ী স্ব স্ব ছুননে এবং ইবনেজরীর, ইবনুল মন্‌যর, আবুশ্‌শায়েখ ও ইবনেমর্দওয়ে তাঁহাদের তফছীরে এবং বয়হকী 'শোআবুল ঈমানে' নওওয়াছ বিনে ছম্‌আনের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র এই রূপক ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, ছিরাতে'র দুই পার্শ্বে দুইটি প্রাচীর, উহাদের দ্বারগুলি মুক্ত রহিয়াছে কিন্তু দ্বারগুলিতে পর্দা ঝুলিতেছে। 'ছিরাতে'র দ্বারদেশে একজন আহ্বায়ক রহিয়াছে সে বলিতেছে: হে মানবমণ্ডলী, তোমরা সকলে মিলিয়া 'ছিরাতে'

ضرب الله مثلا صراطا مستقيما و على جنبتى الصراط سوران فيهما ابواب مفتحة، وعلى الابواب ستور مرخاة و على باب الصراط داع يقول : ياايها الناس، ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا : و داع يدعو من فوق الصراط ـ فاذا اراد الانسان ان يفتح شيئا من تلك الابواب، قال : ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه- فالصراط الاسلام، والسوران حدود الله و الابواب المفتحة محارم الله و ذلك الداعى

www.ahlehadeethbd.org

প্রবেশ কর, বিচ্ছিন্ন হইওনা! আবার ছিরাতের উপর হইতেও এই-ভাবে একজন ডাকিতেছে। কোন মানুষ পর্দাবৃত দ্বার সমূহের কোন অংশ মুক্ত করিতে চাহিলেই জনৈক ব্যক্তি বলিতেছে, সাবধান! উহা খুলিওনা, উহা মুক্ত করিলে স্খলিত হইয়া পড়িবে। 'ছিরাতে'র তাৎপর্য হইতেছে ইছলাম! প্রাচীর দুইটি আল্লাহর আদেশ আর মুক্ত দ্বারগুলি তাঁহার নিষেধ! আর ছিরাতের প্রান্তভাগ হইতে আহ্বানকারী হইতেছে আল্লাহর গ্রন্থ এবং উপরকার আহ্বানকারী হইতেছে প্রত্যেক মুছলিমের হৃদয়ে আল্লাহর পক্ষ হইতে নিয়োজিত উপদেষ্টা অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধি!

على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق : واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم

তিরমিযি এই হাদীছকে হাছান, হাকেম ছহীহ এবং ইবনেকছীর উহার ছনদকে হাছান ছহীহ বলিয়াছেন। *

ইবনে আবি শায়বা, দারেমী, তিরমিযি, ইবনেজরীর, ইবনে আবি হাতিম, আম্বারী তদীয় মছাহিফে, ইবনে-মর্দওয়ে এবং বয়হকী শোআবুল ঈমানে হযরত আলীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি তিনি বলিলেন: এই উম্মত সংকটের সম্মুখীন হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, উহা হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, 'আল্লাহর গ্রন্থ'! উহাতে রহিয়াছে—তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ইতিহাস আর তোমাদের পরবর্তী দলের সংবাদ এবং তোমাদের নিজেদের জন্য অনুশাসন। উহা অকাট্য, উহা উপহাস নয়। উহা আল্লাহর সুদৃঢ় রজ্জু! উহা প্রজ্ঞাসম্পন্ন উপদেশ! উহা 'ছিরাতে মুছতকীম'! যে তদনুসারে কথা বলিল, সে সত্যকথাই বলিল, যে তদনুসারে নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করিল, সে পুরস্কৃত হইল, যে তদনুসারে বিচার নিষ্পত্তি করিল, সে ন্যায়বিচার করিল এবং যে ব্যক্তি উহার নির্দেশিত পথে আমন্ত্রিত হইল সে 'ছিরাতেমুছতকীমে'র হিদায়ত লাভ করিল! †

ستكون فتن ! قلت : ومن المخرج منها ؟ قال : كتاب الله' فيه نبا ماقبلكم وخبر مابعدكم ! و حكم مابينكم! هو الفصل ليس بالهزل، و هو حبل الله المتين، وهو ذكره الحكيم و هوا الصراط المستقيم - من قال به صدق' و من عمل به اجر، و من حكم به عدل، و من دعى اليه هدى الى صراط مستقيم

ইবনে অবিহাতিম হযরত আলীর প্রমুখাৎ রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, হুযুর (দঃ) আদেশ করিলেন: "ছিরাতে মুছতকীমে"র তাৎপর্য হইতেছে আল্লাহর গ্রন্থ কোরআন! §

قال رسول الله صلے الله عليه و سلم : الصراط المستقيم كتاب 'الله !

বয়হকী তদীয় শোআবুল ঈমানে কয়েছ বিনে ছঅদের মাধ্যমে মুর্ছল ভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কোরআন হইতেছে— উদ্ভাসিত জ্যোতি, প্রজ্ঞাসম্পন্ন উপদেশ এবং 'ছিরাতে মুছতকীম! ‡

القرآن هو النور المبين، والذكر الحكيم و الصراط المستقيم !

(ক) "ছিরাতে মুছতকীম" কোরআনের অর্থে,

ছাহাবাগণের কেহ কেহ 'ছিরাতে মুছতকীমে'র অর্থ করিয়াছেন **কোরআন**। ছুফয়ান ছওরী, ওয়াকী, আব্দ বিনে হুমায়েদ, ইবনে জরীর, ইবনুল-মনযর, ইবনুল আম্বারী, হাকেম ও বয়হকী প্রভৃতি আবদুল্লাহ বিনে মছউদের উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, ছিরাতে মুছতকীম হইতেছে আল্লাহর গ্রন্থ।

الصراط المسيقيم هو كتاب الله !

হাকেম ইহাকে বুখারী ও মুছলিমের শর্তসম্মত বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং হাফেয যহবী হাকেমের দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ¶

ইবনুলআম্বারী ইবনে মছউদের উক্তি রেও-

* তফছীর-ইবনেকছীর (১) ৪৮ পৃঃ; ফতহুল-কদীর, শওকানী ১৩ পৃঃ; দুর্‌রেমনছুর (১) ১৩ পৃঃ;

† মুছনদে দারেমী (ফাযায়েলুল কোরআন) ৫২৫ পৃঃ; ইবনে-কছীর, ফাযায়েলুল কোরআন ৭ পৃঃ; দুর্‌রে মনছুর (১) ১২ পৃঃ।

§ তফছীর ইবনে কছীর (১) ৪৭ পৃঃ।

‡ দুররেমনছুর (১) ১৫ পৃঃ।

¶ মুছতদরক ও তলখীছ (২) ২৫৮; জামেউল বয়ান (১) ৫৭; ইবনে-কছীর (১) ৪৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ان هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين : يا عباد الله هذا الصراط، فاتبعوه والصراط المستقيم كتاب الله فتمسكوا به - রেওয়ায়ত করিয়াছেন, শয়তানের দল মানুষের মুমূর্ষু দশায় একটি পথের সন্ধান দিয়া বলে, হে আল্লাহর বান্দাগণ; তোমরা এই পথ ধরিয়া চল। বস্তুতঃ আল্লাহর গ্রন্থ কোরআনই ছিরাতে মুছ্তকীম! তোমরা উহাকেই দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। §

ইবনেজরীর হযরত আলী মুর্তযা র উক্তি স্বীয় তফছীরেউধৃত করিয়াছেন। الصراط المستقيم كتاب الله تعالى - হযরত আলী বলিয়াছেন, "ছিরাতে মুছ্তকীমের" অর্থ আল্লাহর গ্রন্থ। †

(খ) 'ছিরাতে মুছ্তকীম" ইছলামের অর্থে'

ইব্নে অবি হাতিম ইব্নে-আব্বাছের উক্তি উধৃত করিয়াছেন। اهدنا الصراط المستقيم، يقول : الهمنا دينك الحق - তিনি বলেন, ইহ্দিনাছ্-ছিরাতাল মুছ্তকীমে'র অর্থ মানুষ তাহার রব্বকে বলিয়া থাকে—আপনি আপনার সত্য দ্বীন আমাদের প্রদর্শন করুন। §

ইব্নেজরীর যহ্হাকের মাধ্যমে ইব্নে-আব্বাছের এরূপ উক্তিও রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, হযরত জিব্রীল রছুলুল্লাহকে (দঃ) বলিলেন, আপনি বলুন, 'ইহ্দিনাছ্ ছিরাতাল মুছ্তকীম,' অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাদিগকে আপনি হিদায়তকারী পথের সন্ধান দিন, ইহা হইতেছে আল্লাহর দ্বীন, যাহাতে বক্রতা নাই! † قال جبريل النبى صلى الله عليه و سلم قل : اهدنا الصراط المستقيم - يقول : الهمنا الطريق الهادى و هو دين الله الذى لا عوج له -

ইব্নেজরীর মন্মুন বিনে মিহ্রাণের বাচনিক ইব্নে-আব্বাছের উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে,' ছিরাতে-মুছ্তকীমের অর্থ হইতেছে—ইছ্লাম। † الصراط المستقيم ذلك الاسلام -

ইব্নেজরীর ও ইব্নুল মন্যর হযরত ইব্নে-আব্বাছের এই উক্তিও রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, الصراط قال : الطريق - ছিরাতের অর্থ হইতেছে পথ।

ইব্নেজরীর ইব্নে আব্বাছ, ইব্নে মছউদ এবং একদল ছাহাবার প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা সকলেই 'ছিরাতে-মুছ্তকীম' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—ইছ্লাম। * اهدنا الصراط المستقيم، قالوا هو الاسلام !

ওকী, আব্দবিনে হোমায়েদ, ইব্নেজরীর, ইব্নুল মন্যর, মহামেলী ও হাকেম প্রভৃতি জাবির বিনে আবদুল্লাহর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, "ছিরাতে-মুছ্তকীমে"র অর্থ ইছলাম, উহা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান অপেক্ষা অধিকতর বিরাট। ‡ اهدنا الصراط المستقيم : قال : هو الاسلام، و هو اوسع مما بين السماء والارض

ইবনেজরীর মোহাম্মদ বিন্নুল হানাফীয়ার উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, 'ছিরাতে মুছ্তকীম' আল্লাহর সেই দ্বীন, যাহা ব্যতীত আল্লাহ অন্যকোন দ্বীন গ্রাহ্য করিবেননা। * قال : هو دين الله الذى لا يقبل من العباد غيره !

আবদুররহমান বিনে যয়েদ বিনে আছলমও'ছিরাতে-মুছ্তকীমে'র অর্থ ইছলাম বলিয়াছেন। *

আবুলআলীয়া বলেন, ইছলাম শিক্ষা কর এবং শিক্ষালাভ করার পর উহা পরিহার করিওনা, সর্বদা 'ছিরাতে মুছতকীম'কে অবলম্বন করিয়া চল, কারণ 'ছিরাতে মুছতকীম' হইতেছে ইছলাম। দক্ষিণ বা বামে উহাকে অতিক্রম করিওনা। ¶ تعلموا الاسلام، فاذا علمتموه فلا ترغبوا عنه' وعليكم بالصراط المستقيم، فان الصراط المستقيم الاسلام، ولا تحرفوه يمينا وشمالا -

(গ) ছিরাতে মুছ্তকীম রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবুবকর ও উমরের অর্থে'

হাকেম ইবনেআব্বাছের উক্তি উধৃত করিয়াছেন

§ দুররে মনছুর (১) ১৫ পৃঃ,
† জামেউল বয়ান (১) ৫৭ পৃঃ।

* জামেউল বয়ান (১) ৫৮ পৃঃ। ‡ মুছতদরেক (২) ২৫৯ পৃঃ
¶ দুররে মনছুর (১) ১৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

যে, ছিরাতে মুছতকী- মের অর্থ হইতেছে রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার দুই সহচর। هو رسول الله صلى الله عليه و سلم وصاحباه - হাকেম ইহার ছনদকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং যহবীও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।†

আব্দ বিনে হোমায়েদ, ইবনে জরীর, ইবনেআবী ও ইবনে আছাকির আবুল আলীয়ার উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন, 'ছিরাতে মুছতাকীমে'র তাৎপর্য হইতেছেন রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁর পর তদীয় সহচরদ্বয় আবুবকর ও উমর। قال : هو رسول الله صلى الله عليه و سلم و صاحباه من بعده ابوبكر و عمر - রেওয়ায়তকারী বলিতেছেন, আমি হাছান বছরীর কাছে ইহা উল্লেখ করায় তিনি বলিলেন, আবুল আলীয়া সত্যকথা বলিয়াছেন।¶ قال : صدق ابوالعالية و نصح -

হাকেম ইমাম হাছান বছরীর উক্তি উধৃত করিয়াছেন, তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র অর্থ রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবুবকর ও উমর। † و الله ! هو رسول الله صلى الله عليه و سلم وابوبكر و عمر رضى الله عنهما -

(ঘ) রছুলুল্লাহ (দঃ) যে পথে উম্মতকে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই ছিরাতে মুছ্‌তকীম,

তাবারানী আবদুল্লাহ বিনে মছউদের উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন, যাহার উপর রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ছিরাতেমুছতকীম। § الصراط المستقيم الذى تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم -

ইবনে মর্দওয়ে ও বয়হকী প্রভৃতি ইবনে মছউদের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, 'ছিরাতে মুছতকীমে'র এক প্রান্ত রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের জন্য ছাড়িয়া গিয়াছেন, আর উহার অপর প্রান্ত বেহেশত। §

(ঙ) 'ছিরাতে মুছ্‌তকীম' সত্যের অর্থে,

হাফেয ইব্‌নেকছীর বিখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদের উক্তি তদীয় তফ্‌ছীরে উধৃত করিয়াছেন। মুজাহিদ বলেন যে, 'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র অর্থ হইতেছে—সত্য।‡

ছাহাবা ও তাবেয়ী ভাষ্যকারগণের প্রমুখাৎ 'ছিরাতে-মুছ্‌তকীমে'র পঞ্চবিধ অর্থ সংকলিত হইল। আপাত-দৃষ্টিতে অর্থগুলি বিভিন্ন বলিয়া অনুমিত হইলেও প্রকৃত-প্রস্তাবে এগুলির মধ্যে কোন বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য নাই। কারণ যে ব্যক্তি রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং হযরত আবুবকর ও উমরের অনুসরণ করিয়াছে, সেব্যক্তি সত্যেরই অনুসারী হইয়াছে আর যে ব্যক্তি সত্যকে নির্ভর করিয়াছে, সে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ইছলামেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে আর ইছলামের অনুসরণকারীর অর্থই হইতেছে কোরানের অনুসারী আর উহাই আল্লাহর গ্রন্থ, তাঁহার সুদৃঢ় রজ্জু এবং তাঁহার সরল ও সুদৃঢ় পথ—**ছিরাতে মুছ্‌তকীম**। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ছাহাবা ও তাবেয়ী বিদ্বানগণের প্রদত্ত অর্থগুলি সমস্তই ঠিক এবং সেগুলির প্রত্যেকটি অপর অর্থের পরিপোষক ও সম্পূরক!

'ছিরাতে মুছ্‌তকীমে'র জন্য যে হিদায়ত যাজ্ঞা করা হইতেছে, তাহার যথার্থ স্বরূপ চতুর্বিধ: প্রথম, পরিচয়ের হিদায়ত। দ্বিতীয়, সন্ধানলাভের হিদায়ত, তৃতীয় তওফীকের হিদায়ত। চতুর্থ, ইল্‌হামের হিদায়ত।

পরিচয়ের হিদায়তের তাৎপর্য এই যে, আমরা কি প্রার্থনা করিব, অথবা আমাদের প্রকৃত কাম্য কি হইবে, তাহার সঠিক পরিচয় অবগত হওয়া আবশ্যক। হিদায়তের অন্যতম রূপ হইতেছে কাম্যবস্তুর সম্যক পরিচয় প্রদান করা, ইহাকেই আমি 'পরিচয়ের হিদায়ত' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছি!

আমরা অনেক কিছুই চাই, বহু বিষয় আমাদের অভি-প্রেত। মানুষের কামনা ও বাসনা সীমাহীন। কিন্তু সব কামনা আর সকল অভিলাষ আমাদের পক্ষে যথার্থ কল্যাণপ্রসূ নয়। কোরআনে ইহারই চমৎকার ইংগীত দেওয়া হইয়াছে, বলা হইতেছে—এমনও হইতে পারে যে, তোমরা একটি বিষয়কে অনভিপ্রেত মনে করি-

† মুছতদরক তলখীছ সহ (২) ২৫৯ পৃঃ।

§ দুররে মনছুর (১) ১৫ পৃঃ ¶ ইব্‌নেকছীর (১) ৪৮ পৃঃ

‡ তফছীর ইব্‌নে কছীর (১) ৪৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

তেছি, কিন্তু প্রকৃত- و عسى ان تكرهوا شيئا
পক্ষে উহা তোমাদের و هو خير لكم و عسى ان
জন্য মংগল জনক! تحبوا شيئا و هو شر لكم
আবার এমনও হইতে و الله يعلم و انتم لاتعلمون
পারে যে, একটি বিষয়কে তোমরা বাঞ্ছিত মনে করিতেছ অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা তোমাদের পক্ষে অনিষ্টকর! বস্তুতঃ যাহা সঠিক, তাহা আল্লাহ অবগত আছেন, তোমরা অবগত নও,—আলবাকারা, ২১৬।

এরূপ অবস্থায় আল্লাহর কাছে আমাদের কি চাওয়া উচিত আর কি চাওয়া উচিত নয়, তাহার সন্ধান ও হিদায়ত আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করিতে হইবে। এই হিদায়তই পরিচয়ের হিদায়ত।

যাহা কাম্য ও প্রার্থনীয় তাহার পরিচয় অবগত হওয়ার পর উহার সন্ধান কি ভাবে লাভ করা সম্ভবপর হইতে পারে, তাহার অবগতিকে আমি 'সন্ধানলাভের হিদায়ত' বলিয়া অভিহিত করিব। কাম্যবস্তুর পরিচয় লাভ করাই যথেষ্ট নয়, যে উপায়ে উহা লাভ করিতে পারাযায় তাহার সন্ধান অবগত না হওয়া পর্যন্ত শুধু বাঞ্ছিতের পরিচয় ফলদায়ক নয়।

উল্লিখিত দ্বিবিধ হিদায়তের জন্য আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ নবী ও রছুলগণের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নাই। কারণ প্রার্থনার উপযোগী বিষয়বস্তুর পরিচয় এবং উহা লাভ করার উপায় নির্ণয় করা মানুষের জ্ঞানাধিগম্য নয়। আবার শুধু উল্লিখিত দ্বিবিধ হিদায়তের অধিকারী হওয়াই যথেষ্ট হইতে পারেনা। মনে করুন, যাহা আমার পক্ষে মংগলজনক, আমি তাহার সন্ধান লাভ করিয়াছি অধিকন্তু উহা অর্জন করার পন্থাও আমি জানিতে পারিয়াছি কিন্তু যদি আমি সেই পন্থা অবলম্বন করার দৈহিক ও মানসিক সুযোগ না পাই, তাহা হইলে অভিষ্টসিদ্ধ হইবে কি? নবী ও রছুলগণের পৃথিবীতে বিরাজমান থাকাকালে 'ছিরাতে মুছতকীমে'র পরিচয় এবং উহা অর্জন করার উপায় তাঁহাদের পবিত্র মুখ হইতে তাঁহাদের দেশবাসীরা সকলেই শ্রবণ করে নাই কি? কিন্তু তথাপি সকলের পক্ষে সরল ও সঠিক পথে চলা সম্ভবপর হইল না কেন? শুধু এই জন্যই যে, তাহারা সকলেই সুযোগ অর্থাৎ 'তওফীকের হিদায়ত' অর্জন করিতে পারে নাই।

তওফীকের জন্য প্রেরণা আবশ্যক। যাহা কাম্য, তাহার প্রতি গভীর আস্থা, উহা লাভ করার উদ্‌গ্র বাসনা এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সাধনার একাগ্রতা ও দৃঢ়তা আল্লাহর ইংগীত ব্যতীত সম্ভবপর হয়না। এই ইংগীতকেই আমি ইল্‌হামের হিদায়ত' নামে পরিচিত করিতে চাহিয়াছি।

খৃষ্টান পাদ্রীদের অন্ধ অনুকরণে যাহারা এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করে যে, মুছলমানরা হিদায়তের সন্ধান লাভ করা সত্ত্বেও দৈনিক পুনঃ পুনঃ হিদায়ত যাচ্ঞা করিবে কেন? হিদায়তের তাৎপর্য অবগত হওয়ার পর তাহাদের এই অলীক সন্দেহ অপনোদিত হওয়া উচিত। সকলের পক্ষেই ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, নবী ও রছুলগণের প্রমুখাৎ প্রকৃত কল্যাণের পরিচয় এবং উহা অর্জন করার পন্থা অবগত হইলেই হিদায়তের উদ্দেশ্য সফল হয়না। হিদায়ত লাভের যে পন্থা তাহা অবলম্বন করার দৈহিক ও মানসিক সুযোগ, আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত তাহারও পক্ষে লাভ করা সম্ভবপর নয়। প্রকাশ্যে ও গোপনে হিদায়তের পন্থা অনুসরণ করার দৃঢ় সংকল্প, উহা অর্জন করার উচ্ছসিত বাসনা, সর্বতোভাবে উহার অনুসরণ ও সাধনা এবং সাধনা ও অধ্যবসায়ে স্থৈর্য ও দৃঢ়তা আল্লাহর প্রদত্ত তওফীক ছাড়া সম্ভাব্য নয়, আবার এসমস্তের জন্য আধ্যাত্মিক প্রেরণাও আবশ্যক। সুতরাং স্পষ্টতঃ দেখা যাইছেছে, শেষ নিশ্বাস নির্গত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রতি মুহূর্তে হিদায়তের প্রয়োজন রহিয়াছে। 'ছিরাতে মুছতকীমে'র পরিচয় ও উক্ত পথে চলার উপায় বোধগম্য হইলেই সকলেরপক্ষে জীবনসূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত উক্ত পথের পথিক হইয়া থাকা সম্ভবপর হয়না। আমরা সত্য ও বাস্তবের যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তদপেক্ষা যাহা জানিতে পারিনাই, তাহার পরিমাণ বহুগুণ অধিক। আমরা যে সকল কার্য অবহেলা, উপেক্ষা ও অলস্যতায় বশবর্তী হইয়া সম্পাদন করিনাই, আমাদের সম্পাদিত কার্যের তুলনায় সেগুলির সংখ্যা অধিকতর। অন্ততঃ জীবনের সমুদয় কর্তব্য ও করণীয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিষয়গুলি যে অক্ষরে অক্ষরে সম্পাদিত হইয়াছে, অথবা আশা ও আকাংখার চাহিদাগুলি সবইপূর্ণ করিতে পারা গিয়াছে, এরূপ দাবী অতি বড় পাষণ্ডের মুখ হইতেও নিঃসৃত হওয়ার উপায় নাই! পক্ষান্তরে যে সকল বিষয় মোটের উপর জানা আছে, অথচ সেগুলির বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত বিবরণ অপরিজ্ঞাত, এরূপ বিষয়ের সংখ্যা গণনা করিয়া শেষ করার উপায় নাই। মোটের উপর পৃথিবীতে এমন কেহই নাই যে ব্যক্তি হিদায়েতের মুখাপেক্ষী নয়, সুতরাং ইহার জন্য প্রার্থনা করিতেই হইবে।

'হিদায়তে'র আরও একটি স্তর রহিয়াছে আর উহাই সর্বশেষ স্তর। কিয়ামতে বেহেশ্‌তের পথের হিদায়ত হইতেছে সেই সর্বশেষ স্তরের হিদায়ত! যে পথ বেহেশ্‌তে পৌছাইয়া দেয়, উহা সেই 'ছিরাত'! আল্লাহর নির্দেশিত যে 'ছিরাতে মুছতকীমে'র সন্ধান-দানকল্পে রছুলগণের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল এবং আল্লাহর গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ হইয়াছিল। যাহার পক্ষে এই মরলোকে উক্ত 'ছিরাতে'র 'হিদায়ত' লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে, মৃত্যুর পরপারেও অমরধামে সেই বেহেশ্‌তমুখী পথ ছিরাতের হিদায়ত সে অবশ্যই লাভ করিবে। দুনিয়ার বুকে স্থাপিত 'ছিরাতেমুছতকীমে' যাহার পদস্খলন ঘটে নাই দুযখের বুকে স্থাপিত পারলৌকিক 'ছিরাতে'ও তাহার পদস্খলন ঘটিবেনা। দুনিয়ার 'ছিরাতে মুছতকীমে' সে যে ভংগীতে বিচরণ করিয়াছে, সেই ভংগীমাতেই সে অমরলোকের 'ছিরাতে' বিচরণ করিবে। কেহ বিদ্যুতের মত, কেহ চোখের নিমিষে, কেহ বায়ুর গতিতে, কেহ বা হাঁটিয়া আর কেহ হামাগুড়ি দিয়া উক্ত 'ছিরাত' অতিক্রম করিয়া বেহেশ্‌তে উপনীত হইবে কিন্তু একদল যাহারা পার্থিব জীবনে 'ছিরাতে মুছতকীম'কে সর্বদা এড়াইয়া চলিয়াছে, তাহারা পরপারের 'ছিরাত' কোন ক্রমেই অতিক্রম করিতে পারিবেনা এবং নিরয়গামী হইবে।

কোন্ মানুষ বেহেশ্‌তী আর কে দুখী, নিশ্চয় করিয়া বলিতে না পারিলেও 'ছিরাতে মুছতকীম'ই ইহার প্রকৃত মানদণ্ড। 'ছিরাতে মুছতকীমে'র হিদায়ত কে কতটুক লাভ করিতে পারিয়াছে আর পূর্ণ হিদায়তের জন্য কাহার অন্তরের উদ্বেলিত আকাংখা কি পরিমাণ, তাহা লক্ষ করিলেই ন্যায়বিচারের দিকদিয়া তাহার বেহেশ্‌তী বা দুযখী হওয়া সে স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারে আর 'ছিরাতে মুছতকীম' সম্বন্ধে ইহা আমার শেষ কথা!

و الله اعلم بالصواب و عنده علم الكتاب -

৬ষ্ঠ আয়ত : صراط الذين انعمت عليهم -

আপনি যে (নির্দিষ্ট) মানব দলের প্রতি 'ইন্‌আম' —অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই পথ!

'ইন্‌আম' শব্দের অর্থ হইতেছে অপরকে অনুগ্রহ করা। নিজের প্রতি অনুগ্রহ করার কার্যকে যে রূপ 'ইন্‌আম' বলা চলিবেনা, তদ্রূপ মানুষ ছাড়া অন্যকোন বাক্‌শক্তিবিহীন প্রাণীর প্রতি অনুগ্রহ করার কার্যও 'ইনআম' বলিয়া কথিত হইবেনা। "অমুক ব্যক্তি তাহার ঘোড়াকে ইন্‌আম করিয়াছে"—এরূপ কথা বলা অশুদ্ধ হইবে *

الانعام ايصال الاحسان الى الغير، ولا يقال الا اذا كان الموصل اليه من جنس الناطقين -

পূর্ববর্তী আয়তের অন্তরভুক্ত 'ছিরাতে মুছতকীমে'র "বদল" স্বরূপ এই আয়ত কথিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী আয়তে শুধু সরল ও সুদৃঢ় ও মসৃন পথে পরিচালিত করার প্রার্থনা রহিয়াছে কিন্তু উক্ত পথের পথিক কেহ আছে কিনা, আর থাকিলে তাহারা কে, এবং উহার অবস্থান কোথায়—এ সকল বিষয়ের কোন সন্ধান উক্ত আয়তে নাই, তাই 'ছিরাতের মুছ্‌তকীমে'র তাৎপর্যকে স্পষ্টতর করার জন্য উহার বদল (بدل) স্বরূপ এই আয়তের অবতারণা করা হইয়াছে। অর্থাৎ যে পথে আল্লাহর অনুগ্রহভাজন দল চলিয়াছেন, সেই পথই সরল, সঠিক সুদৃঢ় ও সমতল—"মুছ্‌তকীম"।

উল্লিখিত আয়তের অবতারণা দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, 'ছিরাতে মুছতকীম' কাল্পনিক পথ বিশেষের নাম নয়। দার্শনিকতা ও গবেষণা, সিদ্ধান্ত ও কিয়াছের সাহায্য লইয়া এই পথের সন্ধান এবং উহাতে চলিবার তওফীক অর্জিত হয়না, উহা অনুসরণ ও অনুগমন দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

* রাগিব, মুফ্‌রদাতুল কোরআন ৫১৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

'আল্লাযিনা' (الذين) ও 'মান' (من) উভয় পদই সম্বন্ধবাচক সর্বনাম (*Relative Pronoun*) কিন্তু (من) *indefinite* অনির্দিষ্টতা বাচক (نكرة موصوفة) রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে আর 'আল্লাযিনা' শুধু *Definite* নির্দিষ্টতা বাচকরূপেই ব্যবহৃত হয়। তাই 'ছিরাতা মান্ আন্‌আম্‌তা'র পরিবর্তে 'ছিরাতাল্লাযিনা'র প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ অনির্ধারিত অনুগ্রহ ভাজনদের পথ যাচ্ঞা করা হয় নাই, একটি নির্দিষ্ট অনুগ্রহভাজন মানব-দলের পথের সন্ধান এবং উহাতে চলার সুযোগ প্রার্থনা করা হইয়াছে। কারণ যাহা অনির্দিষ্ট, তাহা অপরিজ্ঞাত, সুতরাং অপরিজ্ঞাতের অনুসরণ অযৌক্তিক।

'এইয়াকা না বুহু' হইতে এ পর্যন্ত সর্বনামগুলি মধ্যম পুরুষ (মুখাতিব) রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ ছূরত-আল ফাতিহায় আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিতির গৌরব তাহার বান্দাগণ অর্জন করিয়াছে। সুতরাং উপস্থিতির গৌরবের পর অনুপস্থিতি উন্নতির পরিবর্তে পতনের পরিচায়ক।

অনুগ্রহ বা 'ইন্‌আম'কে আল্লাহর সহিত বিশেষভাবে যুক্ত করার তাৎপর্য হইতেছে পূর্ণ অনুগ্রহের যাচ্ঞা, কারণ আল্লাহর পবিত্র সত্তা স্বয়ংসম্পূর্ণ, তিনি অপূর্ণতা ও ও হ্রাসপ্রাপ্তির ত্রুটি হইতে বিমুক্ত, সুতরাং তাঁহার অনুগ্রহ ও 'ইন্‌আম' কোন দিক দিয়া অসম্পূর্ণ হওয়া সম্ভবিত নয়। এতদ্ব্যতীত তিনিই সর্ববিধ অনুগ্রহের আধার ও অধিকারী, তাঁহার কৃপা ও অনুকম্পা ব্যতীত অনুগ্রহ লাভের অন্যকোন স্থান নাই, অন্য সমুদয় অনুগ্রহ অন্যোন্য সম্বন্ধ বাচক।

اے ترا باهردلے رازے دگر !
هرگدا را بردرت نازے دگر !

ইন্‌আমের তাৎপর্য,

'ইন্‌আম' শব্দের আভিধানিক অর্থ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, এক্ষণে উহার বিশদ তাৎপর্য অবধারণ করা হউক।

আল্লাহর 'ইন্‌আম' অনুগ্রহ অফুরন্ত ও সীমাহীন। 'ইন্‌আম' 'নঅম' ধাতু হইতে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ হইয়াছে। (نعم) নাআমা, নাএমা, নাঅ্‌মাতান-স্বচ্ছল হওয়া, পরিতৃপ্ত, হওয়া, প্রশস্ত হওয়া। আর 'নিয়ামত' (نعمة) শব্দের অর্থ হইতেছে অনুগ্রহ।

هو الذى انزل من السماء ماء لكم منه شراب و منه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات، ان فى ذلك لاية لقوم يتفكرون - وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، ان فى ذلك لايات لقوم يعقلون ! وماذرأ لكم فى الارض مختلفا الوانه ان فى ذلك لاية لقوم يذكرون و هو الذى سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا و تستخرجوا منه حلية تلبسونها و ترى الفلك مواخر فيه و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشكرون - والقى فى الارض رواسى ان تميد بكم و انهارا وسبلا لعلكم تهتدون، - و علامات وبالنجم هم يهتدون - افمن يخلق كمن لايخلق ؟ افلا تذكرون - و ان تعدوا نعمة الله لاتحصوها - ان الله لغفور رحيم -

কোরআনের সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহই আকাশ হইতে তোমাদের জন্য পানী অবতীর্ণ করিয়াছেন. উহা তোমাদের পানীয়, উহাদ্বারাই উদ্ভিদের উদ্‌ভব, উহাতেই তোমরা পশুপাল চরাইয়া থাক। উহা দ্বারা তিনি তোমাদের জন্য খাদ্য-শস্য, জলপাই ফল, খেজুর ও আঙ্গুর এবং যাবতীয় মেওয়া উৎপন্ন করিয়া থাকেন। এই ব্যাপারে চিন্তাশীল জাতির জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে। এবং দিবস যামিনীকে তোমাদের বশীভূত করিয়াছেন আর সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজিও তাঁহারই আদেশক্রমে বশীভূত। যাহারা বুদ্ধিমান তাহাদের জন্য এই ব্যাপারে বহু ইংগীত রহিয়াছে। আর দেখ, তিনি তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠে যাহা সম্প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন, তাহার বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন, যে জাতি উপদিষ্ট হইতে চায়, তাহাদের জন্য এই ব্যাপারেও বহু ইংগীত আছে! তিনিই সেই প্রভু আল্লাহ, যিনি সমুদ্রকে বশীভূত করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা উহা হইতে তাজা গোশ্‌ত ভক্ষণ করিতে এবং তোমাদের ব্যবহারের জন্য উহা হইতে গহণা উত্তোলিত করিতে পারো আর জাহাজগুলিকে দেখিতেছ সমুদ্রের ভক্ষ ভেদ করিয়া চলিতেছে, যাহাতে তোমরা তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কৃপায় ধন সম্পদ আহরণ কর এবং কৃতজ্ঞ হইতে পার। এবং তিনি ভূপৃষ্ঠে পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে তোমাদের চলাচলের সাথে ধরিত্রীও নড়িয়া না উঠে, অধিকন্তু নদ-নদী এবং যাতায়াতের পথ পৃথিবীর বুকে তিনি সৃজন করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা পথের সন্ধান পাও।

পথ-চিহ্ন সমূহ আর তারকারাজির সাহায্যে তাহারা পথের সন্ধান পাইয়া থাকে। যিনি স্রষ্টা তিনিকি যে সৃষ্টি করিতে অক্ষম, তাহারই সমতুল? তোমরা কি কিছুই বুঝনা? তোমরা যদি আল্লাহর অনুগ্রহরাজি গণনা করিতে বস, কিছুতেই সেগুলি গুনিয়া শেষ করিতে পারিবেনা, বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়, আন্‌নহল ১০—১৮ আয়ত।

'ন্যামতে'র সংখ্যা গণনার সীমা অতিক্রম করিলেও কোরআনে সেগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ছুরত লুকমানে বলা হইয়াছে: তুমি কি লক্ষ করিতেছনা যে, আকাশ সমূহে এবং ধরণীতে যতকিছু রহিয়াছে, আল্লাহ সমস্তকেই তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহার প্রকাশ্য ও গোপন ন্যামৎ সমূহ দ্বারা তোমাদিগকে শিক্ত করিয়া রাখিয়াছেন? বস্তুতঃ এরূপ লোকও রহিয়াছে যাহারা বিদ্যা, হিদায়ত এবং সমুজ্জ্বলকারী গ্রন্থ ছাড়াই আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়—২০ আয়ত।

الم تر ان الله سخر لكم ما فى السموات و ما فى الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير !

ছুরত-লুকমানের উল্লিখিত আয়তে আল্লাহর ন্যামৎ কে মৌলিক ভাবে প্রকাশ্য ও গোপন এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে এই দ্বিবিধ ন্যামৎকে বহু শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কাযী বয়যাভীর গবেষণা এবিষয়ে বিশেষ তথ্যপূর্ণ। বয়যাভী এ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,

'ইন্‌আম' ন্যামৎ প্রদান করার কার্যকে বলা হয়। 'মানুষের সুখানুভূতির অবস্থা মূলতঃ''ন্যামৎ"রূপে কথিত হইত, পরে যাহাদ্বারা মানুষ সুখ অনুভব করিয়া থাকে, তাহার জন্য উহার প্রয়োগ হইতে থাকে। আল্লাহর ন্যামৎ গণনাতীত হইলেও উহা দুই শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ। যথা, পার্থিব ও পারলৌকিক, আবার পার্থিব ন্যামৎ দ্বিবিধ, যথা স্বোপার্জিত ও আল্লাহর প্রদত্ত। আল্লাহর-প্রদত্ত পার্থিব ন্যামৎও দুই প্রকার, আধ্যাত্মিক—রূহানী ও দৈহিক। মানব দেহে রূহ বা আত্মার ফুৎকার এবং জ্ঞান, বিবেচনা, চিন্তা ও বাকশক্তির গৌরব প্রভৃতি আল্লাহ-প্রদত্ত রূহানী ন্যামতের পর্য্যায়ভুক্ত। আল্লাহ-প্রদত্ত দৈহিক ন্যামতের অন্তরভুক্ত হইতেছে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি, স্বাস্থ্য ও অংগ প্রত্যঙ্গের সুগঠন ও পূর্ণতা লাভ। স্বোপার্জিত আধ্যাত্মিক ন্যামতের অন্তর্গত হইতেছে আত্মশুদ্ধি, উন্নত চরিত্র ও বিশুদ্ধ জীবনযাপনের অধিকারলাভ। স্বোপার্জিত দৈহিক ন্যামত হইতেছে ধন, সম্পদ সম্মান ও প্রতিপত্তি, বিচিত্র বেশভূষা ও অঙ্গ-সৌষ্টব ইত্যাদি। আর পারলৌকিক ন্যামত হইতেছে আল্লাহর ক্ষমা লাভ, তাঁহার সন্তুষ্টির সুখভোগ, তাঁহার নৈকট্য এবং বেহেশ্‌তের উদ্যানে তাঁহার মনঃপুত ফেরেশ্‌তাগণের সাহচর্য লাভ। বয়যাভী বলেন, আল্‌-ফাতিহায় যে 'ইন্‌আমের' কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এই পারলৌকিক ন্যামত। কারণ পার্থিব ন্যামতে মুমিন ও কাফের সকলেরই অংশ রহিয়াছে এবং কাহাকেও এই সকল ন্যামত হইতে বঞ্চিত করা হয়নাই। *

কাযী বয়যাভী এবং আরও বহু ভাষ্যকার উল্লিখিত আয়তের 'ইন্‌আম'কে শুধু পারলৌলিক জীবনে সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু ইহার যৌক্তিকতা স্বীকার করা যায়না। পার্থিব ন্যামতের জন্য মুছলিমগণ প্রার্থনা করিবেন না কেন? পারলৌকিক ন্যামত তাঁহাদের কামনা ও অভিলাষের মুখ্য ও চরম চরিতার্থতা হইলেও উহার সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব ন্যামতকেও প্রার্থনার অন্তরভুক্ত করায় কোন দোষ নাই। বিশেষতঃ যখন আয়তে মফ্‌উল (*object*) উল্লিখিত হয় নাই, তখন 'ইন্‌আম'কে শুধু পরলোকের জন্য নির্দেশিত করার হেতুবাদ থাকিতে পারেনা।

ইব্‌নে জরীর ও ইব্‌নে আবিহাতেম হযরত ইব্‌নে-আব্বাছের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, ''ছিরাতাল্লা-

১৭০ পৃঃ দ্রঃ

* আন্‌ওয়ারুত্‌ তন্‌যীল (১) ৩৭ ও ৩৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

হাদীছ ও ফিক্‌হের বৈপরীত্য

তুলনামূলক তদন্ত

(পূর্বাভাষ)

১৩৫৪ হিজরীতে 'তর্জুমান' সম্পাদক 'শম্‌মামাতুল-আম্বর' شمامة العنبر নামক একখানি উর্দু পুস্তিকা সংকলিত করেন। পুস্তিকাখানি মূলতঃ জনৈক প্রিয়-বন্ধুর কতিপয় প্রশ্নের জওয়াবে লিখিত একখানা ব্যক্তি-গত পত্র মাত্র। ইহাকে ছাপার হরফে প্রকাশ অথবা অনুবাদ করার কল্পনা তখন মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু হাদীছশাস্ত্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দুই যুগ পূর্বে সংশয়ের আকারে ব্যক্তি বিশেষের মনের কোণে জাগ্রত হইত, ইদানীং সেই সংশয়গুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সু-সজ্জিত করিয়া হাদীছশাস্ত্রের বিরুদ্ধে সন্নিবেশিত করা হইতেছে। হাদীছের প্রামাণিকতা অকাট্য ও সন্দেহ-বিমুক্ত নয়, সুতরাং ফিক্‌হ শাস্ত্রের মুকাবিলায় উহা প্রত্যাখ্যাত হওয়া উচিত, গোড়ায় এক শ্রেণীর লোকের মুখ হইতে এইরূপ ধ্বনি শুনা যাইত, এক্ষণে বিলকুল হাদীছের প্রামাণিকতাকেই চ্যালেঞ্জ করা হইতেছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করার সুযোগ যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাদের অধিকাংশই হাদীছ শাস্ত্রের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ও আস্থা-শূন্য। হাদীছশাস্ত্রের বিরুদ্ধে ইঁহাদের অভিযোগগুলি কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা,

(ক) হাদীছসমূহ এতই বৈষম্যে পরিপূর্ণ যে বহু হাদীছ পরস্পরের বিপরীত।

(খ) প্রায় সমস্ত হাদীছই 'খবরে আহাদ' অর্থাৎ মাত্র দুই এক জন করিয়া ছাহাবীর প্রমুখাৎ বর্ণিত, সুতরাং ও-গুলি নির্ভরযোগ্য নয়।

(গ) যেসকল ছাহাবী 'ফকীহ' নন, তাঁহাদের রেওয়ায়ত পরবর্তীযুগের মুজতাহিদগণের সিদ্ধান্তের মুকাবিলায় অচল।

(ঘ) রছূলুল্লাহর (দঃ) তিরোধানের প্রায় দেড়, দুই শতাব্দীকাল পর হাদীছ সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং উহা উপখ্যানের শ্রেণীভুক্ত।

(ঙ) হাদীছ লিপিবদ্ধ করার অনুমতি রছূলুল্লাহ (দঃ) প্রদান করেননাই।

(চ) অসংখ্য জাল হাদীছ রচনা করা হইয়াছে, সুতরাং হাদীছের বর্তমান দফতরগুলিও জাল বা প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে।

(ছ) ছহীহ বুখারী বা ছহীহ মুছলিমের সমুদয় হাদীছ বিশুদ্ধ, একথা "কোন ভদ্রলোক উচ্চারণ করিতে পারেনা।"

(জ) 'মরফূ হুকমী' নাম দিয়া ছাহাবাদের কতক-গুলি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে অনর্থক রছূলুল্লাহর (দঃ)হাদীছ রূপে আখ্যাত করা হইয়াছে।

(ঝ) রছূলুল্লাহ (দঃ) কোরআনের বাহক (*Postman*) মাত্র, সুতরাং মুছলমানদের জন্য শুধু কোরআন অনুসরণীয় হইবে, রছূলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ অনুসরণীয় হইবে না।

(ঞ) অসংখ্য হাদীছ মনছুখ (রদ) হইয়াছে, সুতরাং অপরাপর হাদীছগুলিও মনছুখ হইতে পারে।

উল্লিখিত দশ দফা অভিযোগের প্রত্যেকটি তদন্ত সাপেক্ষ কিন্তু ইছলাম ও কোরআনের ঢক্কা নিনাদকারী কতিপয় সংস্কারপন্থী বিদ্বানও তাঁহাদের অন্তর্নিহিত 'মযহবপরস্তী'র মায়া বন্ধনে অথবা গতানুগতিকতাবাদী সংস্কারপন্থী (التقليد في التجديد) সাজিবার অতি আগ্রহে হাদীছ বিরোধী দলের উল্লিখিত অভিযোগ-গুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া-ছেন। অতএব যে পাণ্ডুলিপিখানি এতদিন উপেক্ষার নিভৃত অন্ধকারে লুক্কায়িত ছিল, উহার অনুবাদ শিক্ষিত দলের গোচরীভূত করা সম্প্রতি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। "আহ্‌লেহাদীছ পরিচিতি" শীর্ষক নিবন্ধে হাদীছসমূহের পারস্পরিক বৈপরীত্যের অভিযোগ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু আশাকরি এই প্রবন্ধ সন্দেহবাদীদের বহু সংশয়ের অপনোদন কল্পে অব্যর্থ হইবে। আল্লাহর তওফীক লেখকের সহচর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইলে তথাকথিত যুক্তিবাদীদের প্রশ্নসমূহের জওয়াব স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে সংকলিত হইবে। লেখকের এই শ্রমকে আল্লাহ তাঁহার জন্য অবিমিশ্র করুন এবং ইহা তাঁহার রছুলের (দঃ) পতাকার উন্নয়ন কল্পে একটি ক্ষুদ্রতম অকিঞ্চিৎকর সেবায় পরিণত হউক।

و الله هادى و عليه اعتمادى و حسبنا الله و نعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير -

(১)

শরীআতের দলীল চারিটি: কোরআন, ছুন্নাহ, ইজমা ও বিশুদ্ধ কিয়াছ। এই চারিটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটি অর্থাৎ কোরআন ও ছুন্নাহ মূল ও ভিত্তি স্বরূপ আর পরবর্তী দুইটি দলীল আনুসংগিক এবং পূর্বোক্ত দ্বিবিধ দলীল অবলম্বন করিয়াই বিরচিত, কোরআন ও ছুন্নাহর বিরুদ্ধে ইজমা বা কিয়াছকে দলীল

১৬৮ পৃষ্ঠার পর

যীনা আন্‌আম্‌তা আলায়হিমে'র অর্থ হইতেছে, আপনার আনুগত্য ও ইবাদতের বিনিময়ে আপনি ফেরেশ্‌তা, নবী, ছিদ্দিক, শহীদ ও সাধুসজ্জন দলের উপর, যাঁহারা আপনার অনুগত হইয়াছেন এবং আপনার আরাধনা করিয়াছেন, আপনি ইন্‌আম করিয়াছেন, তাঁহাদের পথ। ¶

طريق من انعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من الملائكة و النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين الذين اطاعوك و عبدوك -

ইব্‌নেজরীর ইব্‌নেআব্বাছের এই উক্তিও রেওয়ায়ত করিয়াছেন, 'যাঁহাদের উপর আপনি 'ইন্‌আম' করিয়াছেন অর্থাৎ মু'মিনগণ। *

صراط الذين انعمت عليهم - قال المؤمنين -

আবদুর রহমান বিনে যয়েদ বিনে আছ্‌লম বলেন, 'ইন্‌আম-প্রাপ্ত'দল হইতেছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার সহচরবৃন্দ। ¶

قال النبى صلى الله عليه و سلم و من معه -

রুবাইয়ো বিন আনছ বলেন 'ইন্‌আম প্রাপ্ত'দল হইতেছেন নবীগণ। *

قال : النبيون -

মুজাহিদ ও ছঈদ বিনে জুবায়রও 'আন্‌আম্‌তা আলায়হিমে'র অর্থ করিয়াছেন নবীগণ। §

قالا : النبيون -

ওয়াকী বলেন, মুছলমানগণই 'ইন্‌আম প্রাপ্ত'দল। ¶

ছাহাবা ও তাবেয়ী ভাষ্যকারগণের মধ্যে কেহ কেহ 'ইন্‌আম প্রাপ্ত' দলের ব্যাখ্যায় মুছলমানদের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এই ব্যাখ্যায় আপত্তির অবকাশ রহিয়াছে। হযরত আলী প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর প্রাথমিক ছাহাবাগণের সাক্ষ্য অনুসারে ছুরত-আলফাতিহা কোরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ ছুরত সমূহের অন্যতম। তখনকার মুষ্টিমেয় মুছলমান অনুসরণীয় দলের আসন অধিকার করেন নাই, তাঁহারা স্বয়ং অনুসরণকারী ছিলেন। তাঁহাদের পরিগৃহীত পথে চলিবার জন্য স্বয়ং তাঁহাদিগকেই অনুসরণ করিতে বলা হইয়াছিল একথা অবাস্তব। মক্কী-জীবনে ছাহাবাগণের অনুসরণীয় বস্তু ছিল কেবল ওয়াহী এবং উহার বাহক (দঃ) আর তাঁহাদিগকেই "ইন্‌আম প্রাপ্ত' দলের পথে পরিচালিত করার প্রার্থনা করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং সংশয়াতীত ভাবে জানা যাইতেছে যে, তাঁহাদিগকে পূর্ববর্তী সাধু সজ্জনগণেরই পথে চলার জন্য প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। কোরআনের ছুরত আল্‌আন্‌আমের একটি আয়তও এই উক্তি সমর্থন করিতেছে। বিভিন্ন নবী ও রছুলগণের জীবনকথা আলোচনা করার পর আদেশ দেওয়া হইয়াছে, আপনি তাঁহাদের হিদায়তের অনুসরণ করুন। অবশ্য ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, রছুলুল্লাহ (দঃ)কে অন্য কোন নবীর অনুসরণ করিতে আদেশ দেওয়া হয় নাই, যে সার্বজনীন হিদায়তের সন্ধান তাঁহারা আল্লাহর নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শাশ্বত ও সনাতন। রছুলুল্লাহ (দঃ) সেই হিদায়তের পূর্ণ প্রতীক ছিলেন, তাঁহাকে শুধু শাশ্বত হিদায়তের অনুসরণ করিতে বলা হইয়াছিল, কোন নবীর অনুসরণ করিয়া চলিতে বলা হয় নাই।

فبهداهم اقتده !

এক্ষণে দেখা যাক, আল্লাহ যাঁহাদের উপর 'ইন্‌আম' বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে স্বয়ং কোরআনের সাক্ষ্য কি? (ক্রমশঃ)

¶ জামিউল বয়ান (১) ৫৯ পৃঃ; ফতহুল কদীর (১) ১৪ পৃঃ।

* ইব্‌নে কছীর (১) ৫৯ পৃঃ। § ফতহুলকদীর (১) ১৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

রূপে উপস্থাপিত করা অন্যায় ও অসংগত। আল্লামা শায়েখ মোহাম্মদ রুমী বর্কলী হানাফী তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যদি কেহ বলেন, যাহা বলা হইল, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, "কোরআন ও ছুন্নাহ দ্বীন সম্পর্কে যথেষ্ট এবং দ্বীনের যে-বিষয়গুলি কোরআন অথবা ছুন্নতে প্রমাণিত নাই, সেগুলি বিদআত ও বিভ্রান্তমূলক"। আপনার এ-কথা সঠিক হইলে ইহার সহিত ফকীহ্‌-গণের এ-উক্তির সুসংগতি সাধিত হইবে কেমন করিয়া যে, শরীআতের দলীল চারিটি? আমরা বলিব, 'ইজমা'র জন্য কোরআন বা ছুন্নতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ছনদ থাকা অপরিহার্য—ইহাই সঠিক কথা! আর কিয়াছের জন্যও কোরআন ও ছুন্নতের কোন একটিতে প্রামাণ্য 'আছল' থাকা আবশ্যক। কারণ 'কিয়াছ' দলীলের প্রকাশক মাত্র উহা স্বয়ং দলীল নয়। অতএব প্রকৃতপ্রস্তাবে শরীআতের আদেশ নিষেধ এবং সেগুলির প্রমাণকারী হইতেছে শুধু কোরআন ও ছুন্নত।*

فان قيل ماسبق قد دل على ان الكتاب والسنة كافيان فى امر الدين، و ان مالم يثبت باحدهما بدعة وضلالة، فكيف يستقيم قول الفقهاء : الادلة الشرعية اربعة ؟

قلنا : لابد للاجماع من سند من احدهما حالا او مآلا على الصحيح، و القياس من اصل ثابت باحدهما فانه مظهر لامثبت، فرجع الاحكام ومثبتها اثنان فى الحقيقة !

ফলকথা, উল্লিখিত উধৃতির সাহায্যে জানিতে পারা-গেল যে মোহাম্মদী শরীআত মাত্র দুইটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত : পাক কোরআন আর বিশুদ্ধ ছুন্নাহ।

আর ইহাও অবগত হওয়া আবশ্যক যে, মহিমান্বিত কোরআন যেরূপ আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ, বিশুদ্ধ ছুন্নতও তদরূপ আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ। আল্লাহ বলিয়াছেন, হে রছূল, আপনার উপর আল্‌কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ হইয়াছে এবং আপনি যাহা জানিতেননা, আল্লাহ আপনাকে তাহা শিখাই-য়াছেন—আন্‌নিছা, ১১৩ আয়ত। রছূলুল্লাহর (দঃ) মহীয়সী সহধর্মিণীগণকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে

* তরীকাতুল মোহাম্মদীয়া ৫ পৃঃ (M, S, S.)

واذكرن مايتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة : —তোমাদের গৃহ সমূহে আল্লাহর যে সকল আয়ত ও হিকমত আবৃত্তি করা হইয়া থাকে, তোমরা সে গুলির অনুশীলন কর—আল্‌আহ্‌যাব, ৩৪।

ইমাম আহমদ, আবুদাউদ, দারেমী, ইবনেমাজা ও তাহাবী প্রভৃতি মিকদাম বিনে মা'দীকরবের প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন, রছূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন তোমরা অবহিত হও, আমাকে الا انى اوتيت القرآن و مثله معه - যেরূপ কোরআন প্রদত্ত হইয়াছে উহার সংগে উহার অনুরূপ (বস্তুও) প্রদান করা হইয়াছে। ‡

আওযায়ী, দারেমী, বয়হকী, ইবনে আবদুল বর প্রভৃতি হাছ্‌ছান বিনে আতীয়ার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, হযরত كان جبريل ينزل على النبى صلى الله عليه و سلم بالسنة جিব্রীল রছূলুল্লাহর (দঃ) নিকট ছুন্নত সহকারে كما ينزل عليه بالقرآن - অবতরণ করিতেন, যেরূপ তিনি কোরআন লইয়া অব-তীর্ণ হইতেন। †

ছুরত আল্‌আহ্‌যাবের আয়তের তফছীরে আব্দ-বিনে হোমায়দ, ইবনেজরীর, আবদুররয্‌যাক, ইবনে-ছআদ, ইবনুলমনযর ও ইবনে আবি হাতিম প্রভৃতি কাতাদার উক্তি রেও-য়ায়ত করিয়াছেন, من آيات الله و الحكمة قال : القرآن و السنة আল্লাহর আয়াত ও হিকমতের তাৎপর্য হইতেছে--কোরআন ও ছুন্নাহ। মুকাতিল বিনে ছুলায়মান ও আবু-মালিক প্রভৃতিও উল্লিখিত আয়তের বর্ণিতরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। *

ইমাম শাফেয়ীও হিকমতের অর্থ করিয়াছেন ছুন্নত তিনি তদীয় পুস্তকে لم يجز و الله اعلم ان يقال ان الحكمة ههنا الا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ! লিখিয়াছেন, এস্থলে রছূলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নত

‡ আবুদাউদ; ছুনন, আওন সহ (৪) ৩২৮ পৃঃ। তিরমিযী, জামে, তুহ্‌ফা সহ (৩) ৩৭৪ পৃঃ দারেমী, ৭৬ পৃঃ। মুছ্‌নদ, ফতহ সহ (১) ১৯১ পৃঃ ও শরহে মআনীল আছার (৪) ৩২৮ পৃঃ।

† ফতহুলবারী (১৩) ২৪৮ পৃঃ, কিতাবুল ইল্‌ম (২) ১৯১ পৃঃ; দারেমী, ৭৭ পৃঃ।

* ইবনেকছীর (১) ৩২১ পৃঃ। দুররে মনছুর (৫) ১৯৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ছাড়া হিকমতের অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করা অবৈধ। *

(২)

শরীআতে ইছ্লামের উপরিউক্ত নীতি স্বীকৃত হওয়ার পর ইহা ভাবিয়া দেখা কর্তব্য যে, ছুন্নতের দলীলগুলি যদি সত্যই পরস্পরের বিপরীত হয়, তাহা হইলে শরীআতের বৃহত্তর অংশই কি নির্ভরের অযোগ্য প্রতিপন্ন হইবেনা? বিধি নিষেধের বিবৃতি ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী উক্তি যদি বাতিল বলিয়া গণ্য করিতে হয়, তাহা হইলে এই নিয়মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ ইছলামের বিধানগুলিকে বাতিল স্বীকার করিতে হইবেনা কি? আর ইহার ফলে হাদীছ, ফিক্হ ও তফছীরের গ্রন্থ সম্ভার অবিশ্বাস্য ও বর্জনীয় সাব্যস্ত হইয়া পড়িবেনা কি? অথচ প্রকৃতপক্ষে সত্য ও মিথ্যা পরীক্ষা করার প্রকৃত মাপকাঠি হইতেছে রছুলুল্লাহর হাদীছ! স্বয়ং মযহব-পন্থীরাও যখন তাঁহাদের কোন উক্তি প্রমাণিত করিতে চান, তখন তাঁহারা এই হাদীছ গ্রন্থগুলিকেই প্রামাণিকতা ক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়া থাকেন, বিতর্ক ও আলোচনার সময়েএবং স্বীয় সিদ্ধান্তের পোষকতার জন্যও এই হাদীছ গ্রন্থ হইতেই তাঁহারা প্রমাণ প্রয়োগ করেন। আল্লামা শায়খ তহ্তাবী হানাফী দুর্রুল মুখ্তারের টিকায় কি চমৎকার কথাই না বলিয়াছেন, তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর যে, আমাদের 'ছিরাতে-মুছ্তকীমে' প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রমাণ কি? অথচ সকল ফির্কা'র লোকেরাই তো এরূপ দাবী করিতেছে? আমি বলি, এটা শুধু দাবী করিয়া বলা হয়না বরং যাঁহারা এই শাস্ত্রের-বিশেষজ্ঞ, তাঁহাদের প্রমুখাৎ অর্থাৎ যাঁহারা রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি, অবস্থা, আচরণ কার্য-কলাপ এবং ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের কার্য-কলাপ প্রভৃতির বিবরণে বিশুদ্ধ হাদীছসমূহ সংকলিত ও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইমাম বুখারী ও মুছ্লিমের মত বিশ্বস্ত ও সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান যাঁহারা আহ্লে-হাদীছগণের ইমাম, তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থ-সমূহে রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং তদীয় সহচরগণ সম্পর্কে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, ভূখণ্ডের পূর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমুদয় স্থানের অধিবাসিগণ সেগুলির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই রেওয়ায়ত সূত্রে এবং তারপর যাঁহারা উক্ত আহ্লেহাদীছগণের আদর্শ ও রীতির অনুসরণ করিয়াছেন বা করেননাই, মূলনীতি ও ব্যবহারিক বিষয়সমূহে তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছেন বা হন নাই, তদ্বারাই সঠিক পথের পথিক কে আর কে নয়, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে, সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী মানদণ্ড ইহাই! §

فان قلت ماوثوقک علی انک علی صراط مستقیم، وکل واحد من هذه الفرق یدعی انه علیه ؟ قلت : لیس ذلک بادعاء بل بالنقل عن جهابذة الصنعة وعلماء اهل الحدیث الذین جمعوا صحاح الاحادیث فی امور رسول الله صلے الله علیه و سلم و اقواله واحواله و افعاله و حرکاته و سکناته واحوال الصحابة والانصار والذین اتبعوهم باحسان - مثل الامام البخاری و مسلم و غیرهما من الثقات المشهورین الذین اتفق اهل المشرق والمغرب علی صحة ماروووه فی کتبهم من امور النبی صلے الله علیه وسلم واصحابه - ثم بعد النقل ینظر الی الذی تمسک بهدیهم و اقتفی اثرهم و اهتدی فی الاصول و الفروع، فیحکم بانه من الذین هم هم ! و هذا هو الفارق بین الحق و الباطل' انتهی ملخصا -

আল্লামা শায়খ মোহাম্মদ তাহের পট্টনী তদীয় 'মজ্মাউল-বিহার' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর, "তোমার কি করিয়া প্রতীতি জন্মিল যে, তুমি সরল ও সঠিক পথেই রহিয়াছ? কারণ সকল ফির্কাই ত সত্য পথের পথিক বলিয়া দাবী করে?" তাহাহইলে আমি উত্তরে বলিব যে, আমাদের দাবীর সত্যতা বিশ্বস্ত মুহাদ্দিছগণের রেওয়ায়ত সমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারাই রছুলুল্লাহর (দঃ) ক্রিয়া-কলাপ এবং ছাহাবা-

* ইমাম শাকেরী. কিতাবুর রিছালা ২৪ পৃঃ।

§ তহ্তাবী, হাশিয়া, কিতাবুয যবায়েহ (মিছর)।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গণের আচরণ সম্পর্কে مثل الصحاح الستة التى اتفق الشرق و الغرب على صحتهاوشراحها كالخطابى والبغوى والنووى اتفقواعليه فبعد ملاحظته ينظر من الذى تمسك بهديهم و قفى اثرهم؟ বিশুদ্ধ হাদীছ সমূহ সংকলিত করিয়াছিলেন, যথা ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুছলিম, ছুননে- আবুদাউদ, নছয়ী, তির- মিযী ও ইবনেমাজা নামক ৬খানা ছিহাহ গ্রন্থ, যে- গুলির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে উদয়াচল হইতে অস্তাচল পর্যন্ত সকলেই একমত এবং খাত্তাবী, বাগাভী ও নববী প্রভৃতি টিকাকারগণ অভিন্ন মত। এই গ্রন্থগুলি পাঠ করার পর ইহা জানিতে পারা যাইবে, কে তাঁহাদের প্রদর্শিত হিদায়ত অবলম্বনকারী এবং তাঁহাদের পদ- চিহ্নের অনুসারী? §

ফলকথা, মযহবের সত্যতা ও প্রমাণের অকাট্যতাই যখন নির্ভর করিতেছে হাদীছগ্রন্থসমূহের উপর, তখন সেই হাদীছগ্রন্থ যদি বৈষম্য ও বৈপরীত্যে পূর্ণ বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তাহাতে আহলেহাদীছদের সাথে সাথে আহ্‌লে তখ্‌রীজদের ও সমুদয় দল হানাফী শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীদের অবস্থাও কি মোহাম্মদী- দের মতই অনিশ্চিত, স্খলিত ও ভ্রান্তিপূর্ণ প্রতিপন্ন হইবে না?

شادم كه از رقيبان دامن فشان گزشتى،
گومشت خاک ما هم برباد رفته باشد!

(৩)

তারপর শুধু বৈষম্যের দরুণে বিধিনিষেধের বিধান বাতিল করার নীতি যদি সঠিক সাব্যস্ত হয়, তাহা- হইলে ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কোর- আন ও ছুন্নাহর তুলনায় ফিক্‌হ শাস্ত্রের কলহমূলক ও বিভেদাত্মক বিধি নিষেধের সংখ্যা শত সহস্র গুণ অধিক!

আর বৈষম্য শুধু 'ফরু' বা খুঁটি নাটিতেই সীমা- বদ্ধ নাই, মযহবের বুনিয়াদী নীতি গুলিতেও এই মত- ভেদের চক্কর সমান ভাবেই মওজুদ রহিয়াছে।

যাঁহাদের দৃষ্টি প্রশস্ত, তাঁহাদের কাছে আমার এই অভিমত বিস্ময়কর মনে হইবেনা, কিন্তু তথাপি সন্দিগ্ধচেতা বন্ধুর মনস্তুষ্টি সাধন কল্পে কতিপয় উদা- হরণ উল্লেখ করিতেছি।

(৪)

সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, যিনি 'মুজ্‌তাহিদে- মত্‌লক,' তাঁহার মযহবের অন্তরভুক্ত মুজ্‌তাহিদগণ (মুজ্‌তাহিদ ফিল্ মযহব) মযহবের মূলনীতি সমূহ তাঁহার সহিত মতবিরোধ করিতে পারেননা। কিন্তু এ অনুমান ভিত্তিহীন। নিম্নে এমন কতিপয় উছুলী মতভেদের সন্ধান প্রদান করা হইতেছে, যাহা হযরত ইমাম আবুহানীফা (রঃ) এবং তাঁহার ছাত্রবৃন্দের মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছে। কাযী দব্বুছী হানাফী তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'তাছীছুন্-নযর' গ্রন্থে লিখিতে- ছেন: প্রথম শ্রেণীর মতভেদ, যাহা ইমাম আবুহানীফা এবং তাঁহার দুই বিশিষ্ট ছাত্র দ্বয়ের মধ্যে ঘটিয়াছে। **প্রথম মৌলিক মতভেদ,** ইমামে আ'যম বলেন, যে- বিষয় সূচনায় ফরযকে পরিবর্তিত করে, শেষভাগেও তাহা পরিবর্তিত করিবে, যেরূপ প্রবাসীর নীয়ত।

القول فى القسم الذى فيه خلاف بين ابى حنيفة و صاحبيه
الاول: الاصل عندابى حنيفة رحمه الله على ماذكره ابوالحسن الكرخى ان ما غير الفرض فى اوله غيره فى آخره، مثل نية المسافر -

অর্থাৎ কোন প্রবাসী নমাযের পূর্বে প্রবাসের নীয়ত পরিহার করিয়া মুকীম (স্থায়ী) হওয়ার সংকল্প করিলে তাহার জন্য পুরা নমায ফরয হইবে। এই ভাবে নমাযের শেষাংশে প্রবাসী মুকীম হইবার সংকল্প করি- লেও তাহার জন্য পুরা নমায ফরয হইয়া যাইবে। ইমামে আ'যমের অন্যতম মূলনীতির (*Basic Princi- Ples*) ইহা একটি উদাহরণ যে, সূচনায় যাহা ফরযকে পরিবর্তিত করে, শেষভাগেও তাহা পরিবর্তিত করিবে কাযী দব্বুছী এই মূলনীতি অনুসারে দ্বাদশটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া ইমাম ছাহেবের ছাত্রবৃন্দের সহিত তাঁহার মত-ভেদ প্রকট করিয়াছেন। (البقية تتلى)

§ মজ্‌মাউল বিহার (১) ৩৫৬ (নলকিশোর)।

www.ahlehadeethbd.org

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের সাংগঠনিক ও তবলীগী তৎপরতা

রংপুর,

বিগত ৪ঠা মার্চ সোমবার রংপুর যিলার অন্যতম প্রসিদ্ধ বন্দর মহিমাগঞ্জে স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের উদ্যোগে এক মহতী জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় ন্যূনাধিক পঁচিশ হাজার শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল। সদর মহকুমার মিঠাপুকুর ও সদর থানা হইতে আরম্ভ করিয়া গাইবান্ধা মহকুমার শাহঘাটা এবং বগুড়া যিলার শারিয়াকান্দি থানা পর্যন্ত বহু দূরবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে নানা প্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও শ্রোতৃবৃন্দ সভায় যোগ দান করিয়াছিলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল বারী এম, এ, ডি, ফিল (অক্সন) ভূতপূর্ব মন্ত্রী মওলবী আহমদ হোছেন বি, এল এম, এল, এ, গাইবান্ধা কলেজের প্রোফেসর মওঃ আবদুল মতীন চৌধুরী এম, এ, এবং শতাধিক উলামা, স্কুল-মাদ্‌রাছার শিক্ষকবর্গ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। আলীয়া মাদ্রাছার ছাত্রমণ্ডলী ও মহিমাগঞ্জের অধিবাসীগণের পক্ষ হইতে সভার সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী ছাহেবকে দুইখানা অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়। মওঃ আবদুল জব্বার ও মওঃ আবদুল মতীন কর্তৃক সভার উদ্দেশ্য আলোচিত হইবার পর মগরিব পর্যন্ত ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল বারী ছাহেব ইছলামের অর্থ ও আদর্শ সম্পর্কে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। আকাশে দুর্যোগের আভাষ দর্শন করিয়া মগ্‌রিবের নমায অন্তে সভাপতি ছাহেব তাঁহার অভিভাষণ আরম্ভ করেন। আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের তাৎপর্য, উহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বর্তমান অবস্থা, ভাবী ইতিকর্তব্য এবং পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ সম্বন্ধে তিনি বিশদ আলোচনা করেন এবং এই আন্দোলনকে যোরদার করার জন্য সংঘবদ্ধ হইতে অনুরোধ জানান। মযহবী ও দলীয় বিদ্বেষ ও গোঁড়ামি পরিত্যাগ করিয়া তিনি সকলকে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের উদার স্বরূপ এবং মহান উদ্দেশ্য ও নীতি অবগত হইবার আহ্বান জানান। যে সকল আহ্‌লেহাদীছ অন্যান্য দলীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের বাহ্যাড়ম্বর, সাময়িক তৎপরতা ও মিশনারী প্রোপাগাণ্ডার জন্য এবং অর্থলোভে নিজেদের সনাতন আন্দোলনের সহিত সংশ্রব ছিন্ন করিয়া বিভিন্ন দিকে ধাবিত হইতেছেন তিনি তাহাদের তিরস্কার করেন এবং কোন আহ্‌লেহাদীছের পক্ষে অন্যকোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পুচ্ছগ্রাহী হওয়া কেন সম্ভবপর নয়, তাহা উত্তম রূপে বুঝাইয়াদেন এবং সকলকে জমঈয়তের পতাকামূলে সমবেত থাকিয়া ধর্মীয়, রাষ্ট্রিক এবং অন্যান্য অধিকার হস্তগত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান গঠন করার জন্য পরদিবস সকলকে সমবেত হইবার অনুরোধ জানাইয়া মুনাযাত অন্তে গভীর রাত্রে সভা ভংগ করা হয়।

পর দিবস সকাল ৮টা হইতে স্থানীয় মার্চেণ্ট মোঃ আবদুল কাদের মিয়ার বাসায় আঞ্চলিক জমঈয়ত গঠন করার উদ্দেশ্যে সাংগঠনিক সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। গোপালপুর, কুমিরাডাঙ্গা, জগদীশপুর, তারাঘোনা শাহপুর, শক্তিপুর, বাজিতপুর, ধর্মপুর, মাহমুদপুর তালুকসিঙ্গা, মনোহরপুর, বারইপাড়া, বৈকুণ্ঠপুর, নবীপুর, মামুদার টাইর, নয়াপাড়া, ভাগগরীব, রতনপুর, জিরাই পান্থামারী, জালালতাইড়, চাকুলি, বাঙ্গাবাড়ী, পাকুরতলা, পাঁচপুর, ফলিয়া, গড়গড়িয়া, নাশিরাপাড়া, গজাড়িয়া, কিংকরপুর, সঙীতলা, উছমানের পাড়া, বরাইকান্দি, পাঠানপাড়া, চন্দনপাঠ, কচুয়া, ছয়ঘরিয়া, চরপাড়া বোচাদহ, চকমাকড়া, মাদারদহ, শাকইল, শিবপুর, খড়িয়াবাধা, গোকুলপুর, খিলিবাড়ী, বামনহাজরা, কানাই পাড়া, ছয়ঘরিয়া, বনগ্রাম, পেপুলিয়া, পচাড়িয়া, দামগাছা, শাখাহাটিবালুয়া, হামচাপুর, শালমারা, উলিপুর, জীবনপুর ও ঘুগা মোট ৬৫টি গ্রামের ১ শত ছাব্বিশ জন সদস্য লইয়া পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের শাখাস্বরূপ মহিমাগঞ্জ আঞ্চলিক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ গঠিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্যকরী সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন :

১। মওঃ আহমদ হোছেন বি,এল, জালালতাইড় প্রেসিডেন্ট

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২। মওলানা রহীম বখ্‌শ—বামনহাজরা, ভাইস প্রেসিডেণ্ট
২। ,, আবদুল মজীদ—ঘুগা ঐ
৪। ডাক্তার নযীর হোছেন তালুকদার— ঐ
৫। মওলানা বেলায়েত হোছেন— ঐ
৬। মওঃ মোঃ আবদুল জব্বার খড়িয়াবাধা সেক্রেটারী
৭। মওলানা আবদুল মতীন ” সহ সেক্রেটারী
৮। মওলানা শাফাআতুল্লাহ—বালুয়া—ক্যাশিয়ার।
৯। মোঃ ইমাদুদ্দীন, পাস্থামারী ১০। মোঃ আবদুছ্‌ছমদ, মুকুন্দপুর ১১। মোঃ রঈছুদ্দীন, জগদীশপুর ১২। মুঃ হাছান আলী, শাওপুর ১৩। মুঃ আবদুল বাকী, বোচাদহ, ১৪। মওঃ গোলাম ওয়াহেদ মণ্ডল বাজিতপুর ১৫। মোঃ আবদুররহমান, পুন্তাইড়, ১৬। মোঃ আবদুল কাদের সরকার, খড়িয়াবাধা ১৭। মোঃ শিহাবুদ্দীন, শিবপুর, ১৮। মোঃ আযীযুর রহমান ১৯। মওঃ মযহারুদ্দীন ছাহেবান—সদস্য।

কতকগুলি স্থানীয় মনোমালিন্যের মীমাংসা এবং জমঈয়তের রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী বিশ্লেষিত করার পর মগ্‌রিবের অব্যবহিত কাল পুর্বেই সভা ভংগ করা হয়।

পাবনা

১৭ই মার্চ তারীখে সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তরগত কামারখণ্ড থানার সান্নিহিত কামারখণ্ড সিনিয়র মাদ্‌রাছার বার্ষিক সভায় ঢাকা হইতে জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের প্রেসিডেণ্ট আগমন করিয়া সভাপতিত্ব করেন। প্রায় দশ সহস্র শ্রোতা এই সভায় যোগদান করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অখণ্ড মনোযোগ ও ধৈর্যের সাহত বক্তৃতাদি শ্রবণ করেন। পাবনা টাউনের মওলানা হিল্লুররহমান আন্‌ছারী, সিরাজগঞ্জ কলেজের প্রোফেসর মওলানা হাছান আলী এম, এ, এবং দল নির্বিশেষে স্থানীয় উলামা, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও সরকারী কর্মচারীগণ মাদ্‌রাছা কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করার জন্য সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। মাদ্‌রাছার সাহায্য কল্পে সাভাস্থলে নগদ কয়েকশত টাকা, কাপড় ও টুপী সংগৃহীত হয়। জমঈয়ত প্রেসিডেণ্ট যিনি এই সভায় সভাপতিত্ব করিতেছিলেন, আরাবী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, পাকিস্তানে উলামা সমাজের কর্তব্য এবং ধর্মশিক্ষার গুরুত্ব, পাকিস্তানের আদর্শ এবং পাক আন্দোলনের পটভূমিকা এবং ইছলাম ও পাকিস্তানের শত্রুদলের কার্যকলাপ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। গভীর রাত্রে মুনাজাতের পর সভা ভংগ হয়।

ময়মনসিংহ

সরিষাবাড়ী আহ্‌লেহাদীছ-কন্‌ফারেন্‌স

১৯শে মার্চ মঙ্গলবার হইতে সরিষাবাড়ী আহ্‌লেহাদীছ কন্‌ফারেন্‌সের অধিবেশন বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত আরম্ভ হয়। প্রথম দিনের সভায় অনূ্যন ১৫ হাজার শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল। ময়মনসিংহ সদর ও জামালপুর থানার প্রায় একশত পনেরটি গ্রামের প্রতিনিধি এবং পাবনা, টাঙ্গাইল, বগুড়া ও ঢাকার মেহমানগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। আরামনগর সিনিয়র মাদ্‌রাছার সুপার মওঃ রামাযান, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট মওঃ হাবীবুল্লাহ খান, হেডমওঃ মওলানা আবদুলগনি এবং অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ, চিনাডুলি সিনিয়র মাদ্‌রাছার সুপার মওঃ ফযলুর রহমান রহমানী, বালিজুড়ি ছিনিয়র মাদ্‌রাছার সুপার মওঃ মুতীউর রহমান খান, জামালপুরের মওঃ মুছতকীম, চরগুয়াডাঙ্গা মাদ্‌রাছার সুপার মওঃ জামাল উদ্দীন, ভাদুরীরচর মাদ্‌রাছার মওঃ শায়খুল ইসলাম, পাশ্‌কা হাই ইস্কুলের হেড মৌঃ মওঃ আবুল খায়ের, ঝালোপাড়া মাদ্‌রাছার মওঃ আকেল, বেলুয়া হাই স্কুলের হেড মৌঃ মওঃ আবুল বশীর খান আরামনগর হাইস্কুলের হেড মৌঃ মওঃ শাহেদ আলী, বালিজুড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তন হেড মাস্টার মওঃ নুরুল হোছেন, পুর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের আফিসের তত্ত্বাবধায়ক মওঃ মুনতাছির আহামদ রহমানী প্রভৃতি উলামা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কনফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মওলানা বাহাউদ্দীন ছাহেব তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় সমাগত জনবৃন্দকে অভিনন্দিত করিয়া পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের প্রেসিডেণ্টকে কন্‌ফারেন্সে সভাপতিত্বের আসন গ্রহণ করার জন্ম অনুরোধ করেন। মওঃ আবদুল মান্নান ছাহেব স্থানীয় আহ্‌লেহাদীছগণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার পর মগ্‌রিবের নামাযের জন্য সভার কার্য স্থগিত করা হয়। নমায অন্তে সভাপতি ছাহেব তাহার মৌখিক ভাষণে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের নীতি ও পটভূমিকার আলোচনা এবং উহার দৃষ্টিভংগীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। পাক-ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং শির্ক ও বিদ্‌আতের উৎসাদনে, সাহিত্যক্ষেত্রে এবং কোরআন, হাদীছ এবং অন্যান্য বিষয়ের পঠন ও পাঠন এবং প্রচার ব্যাপারে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের দানের কথা এবং পাক রাষ্ট্রকে কোরআন ও ছুন্নাহ ভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য উহার জদ্দ ও জিহাদের কথা এবং বর্তমানে ইহার গতিকে দ্রুততর ও বলিষ্ঠতর করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

কন্‌ফারেন্সে এই দিবসে কাশ্‌মীরে গণভোটের দাবী, পাক সরকারের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতির সমর্থন, খাদ্য শস্যের ক্রমবর্ধমান মূল্যের জন্য আতংক ও দুর্ভিক্ষের আশংকা প্রকাশ এবং একটি আঞ্চলিক জমঈয়তে

www.ahlehadeethbd.org

আহলেহাদীছ গঠন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়। মওঃ হাবীবুল্লা খাঁন, মওঃ মতীউর রহমান মওঃ রামাযান, মাষ্টার তমীযুদ্দীন, ডাঃ ভাজন আলী, মোঃ আবদুছ ছত্তার, মওঃ আবদুল্লাহ বিনে ফজল ও মওঃ শমছুদ্দীন ছাহেবান বক্তৃতাদি প্রদান করেন।

গভীর রাত্রে মুনাজাতের পর প্রথম দিনের অধিবেশন সমাপ্ত করা হয়।

পর দিবস ২০শে মার্চ সকাল ৮ টা হইতে বিষয় নির্বাচনী সভার অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং কন্‌ফারেন্সের মুক্ত অধিবেশনের মন্‌যুরী-সাপেক্ষ ৫৩টি গ্রামের সমবায়ে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের শাখা স্বরূপ সরিষাবাড়ী আঞ্চলিক জমঈয়তে আহলেহাদীছ গঠন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অপরাহ্নে বিষয় নির্বাচনী সভার প্রস্তাব কন্‌ফারেন্সে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অর্থাৎ সাতপোয়া, আরাম নগর, ভুরার বাড়ী, মূলবাড়ী, পুঠিয়ারপার, সানারপারা শিমুলতাইড়, চকপাড়া, বয়রা, গোবিন্দনগর, নারীর চড়া, পাটাবুগা, সাঞ্চার পাড়া, বলারদিয়াড় বীরতাড়া, বাজিতপুর, বালাসুতী, খাগুবিয়া, সিঙ্গুয়া, বিলবালিয়া, হিরন্নবাড়ী সানাকৈড়, উচ্চগ্রাম, করগ্রাম, চুনিয়ার পটল, বলঠীঘাটা, দিকপাঠ, দিঘুলি, কাইধামারা, চর-নোটাবর, তরফরায়, মাহমুদপুর, চরবয়রা, কাজিয়া-বাড়ী মদনগোপাল, চরহাটবাড়ী চরধানাটা, নগদা, হাটবাড়ী, স্বাধীনাবাড়ী, বড়বাড়িয়া, ধারাবর্ষ, ইজারা পাড়া, ডিক্রীপাঁচবাড়ী, কোণাবাড়ী, মাইজ-বাড়ী, চাঁদ শিমলা, বড়সরা, চরআদ্রা, শিমলা বাজার ও আরাম নগর মাদ্রাছা মোট ৫৩টি ইউনিটের সর্বশুদ্ধ ১ শত জনসদস্যের সমবায়ে আঞ্চলিক জমঈয়ত গঠিত হয়। মওলানা বাহাউদ্দীন ছাহেবকে সভাপতি আর ডাক্তার ভাজন আলীকে ক্যাশিয়ার মনোনীত করিয়া ২১ জন সদস্যের সমবায়ে অর্গানাইজিং বোর্ড ও তন্মধ্য হইতে ৯জনকে লইয়া জমঈয়তের গঠনতন্ত্র অনু-সারে কার্যকরী সংসদ গঠিত হয়। কয়েকটি যরূরী প্রস্তাব গ্রহণান্তর মওঃ নিজামউদ্দীন আহমদ অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে সভাপতি ছাহেবকে একটি মানপত্র প্রদান করেন। গভীর রাত্রে দো'আ ও মুনাজাতের পর কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন শেষ হয়।

কাৎলাসিন মাদ্রাছা

মাদ্রাছা কর্তৃপক্ষ বিশেষতঃ মাদ্রাসার অধ্যক্ষের অশেষ অনুরোধে জমঈয়ত প্রেসিডেণ্ট ২৩শে মার্চ তারীখে ময়মনসিং টাউনের নিকটবর্তী কাৎলাসিন সিনিয়র মাদ্রাছার বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব ও বক্তৃতা করেন। সভায় আনুমানিক ২০ হাজার লোকের সমা-বেশ হইয়াছিল। ময়মনসিং যিলায় বোধহয় এইটিই ওল্ড স্কিমের প্রাচীনতম মাদ্রাছা। আহলেহাদীছ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরাই ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

খুলনা-যশোর যিলা জম্‌ঈয়তে আহলেহাদীছের বার্ষিক সভার অধিবেশন

২৬শে মার্চ তারিখে জমঈয়ত প্রেসিডেণ্ট মধ্যাহ্নে সদলবলে যশোর বিমান ঘাটিতে অবতরণ করেন এবং পাথর ঘাটার মওলবী মোঃ আবদুল আযীয ও আলহাজ শায়খ মোঃ আবদুল করীম ছাহেবানের বাসভবনে পর্যায়ক্রমে অতিথি হন। ২৭শে মার্চ ঝাউডাঙ্গার আহলেহাদীছ মছজিদ সন্নিহিত মুক্ত প্রান্তরে জমঈয়তে আহলেহাদীছের বার্ষিক অধিবেশনে প্রায় কুড়িহাজার লোকের সমাবেশ হয়। জমঈয়ত প্রেসিডেণ্ট সভাপতিত্ব করেন। মওলানা মুনতাছির আহমদ রহমানী, মওলানা ছমীর উদ্দীন, মওঃ আহমদ আলী, মওঃ মুতীউর রহমান এবং স্থানীয় অনেক উলামায়কেরাম বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাক্ষেত্রে সভাপতিকে তিন খানা অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়। তিনি তাঁহার ভাষণে আহলেহাদীছ আকীদা ও মতবাদের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া সমুদয় ইছলামপন্থীকে কোরআন ও হাদীছের অখণ্ড, সংশয়-হীন ও সর্বসম্মত কেন্দ্রে সমবেত হইবার উদাত্ত আহ্বান জানান। পাথর ঘাটায় ২৮শে মার্চের বৈকালিক অধি-বেশনে জমঈয়তের পুনর্গঠন হয় এবং বিদায়ী সম্পাদক জমঈয়তের বার্ষিক রিপোর্ট ও হিসাব উপস্থিত করেন, যাহা সর্বসম্মত ভাবে মন্‌যুর হইয়া যায়।

সভায় আহলেহাদীছ কর্মীসম্মেলনের অনুরূপ প্রস্তাবাদী উপস্থাপিত, সমর্থিত ও গৃহীত হইয়াছিল। তর্জুমানের পৃষ্ঠায় স্থানের অত্যন্ত অভাব নিবন্ধন সে-গুলি পৃথক ভাবে প্রকাশ করা সম্ভবপর হইলনা।

ঢাকা নাজিরা বাজার

৩০শে মার্চ জমঈয়ত-সভাপতি সকাল আট টায় ঝাউডাংগা হইতে রওয়ানা হইয়া মধ্যাহ্ন দুইটায় দফতরে উপস্থিত হন এবং সন্ধ্যায় স্থানীয় যুবদল কর্তৃক অনুষ্ঠিত মহল্লার এক সভায় 'ইছলামের নীতি নৈতিকতা' সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

মূল—স্যর উইলিয়ম হাণ্টার অনুবাদ—মওলানা আহ্‌মদ আলী
মেহেরপুর, খুলনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারত সীমান্তে একটি বিদ্রোহী ছাউনী

(৩)

উপজাতীয়দের মধ্যে শাদী বিবাহ আদি ব্যাপারে যে-সমস্ত অনৈসলামিক প্রথা প্রবেশ করিয়াছিল,তিনি দৃঢ়তা সহকারে উহার সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারা বিধবার পুনর্বিবাহের কঠোর বিরোধী ছিল, এমাম সাহেব উহারও সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, ইদ্দত খতম হওয়ার দ্বাদশ দিবসের মধ্যে যে বিধবাকে পুনর্বিবাহিত করানা হইবে, তাহাকে যে সমস্ত ভারতীয় মুজাহিদ বিপত্নিক অবস্থায় দূর দেশে অবস্থিতি করিতেছে তাহাদের কোন এক জনের সহিত বিবাহ দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থায় উপজাতিয়-গণ বিক্ষুব্ধ হইয়া এমাম সাহেবের কতিপয় ভারতীয় ভক্তের উপর আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে হত্যা করিল এবং তাঁহাকেও প্রাণ রক্ষার জন্য স্থান ত্যাগ করিতে হইল। [এই বিক্ষোভের মূলে ধর্ম্ম সংস্কার অপেক্ষা অপর পক্ষের কূটনৈতিক চাল অধিক কার্য্যকর হইয়াছিল, -অনুবাদক] প্রকৃতপ্রস্তাবে এই সময়ে এমাম সাহেবের শাসন ক্ষমতা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহার যে একান্ত ভক্তটি একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং স্বেচ্ছা সৈনিক রূপে তাঁহাকে সাহায্য যোগাইয়া আসিতেছিলেন, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে রাজ কুমার শের সিংহ পরিচালিত এক শিখ বাহিনী অতর্কিত নৈশ আক্রমণ দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল।

[১৮৩১ অব্দের মে মাসে সংঘটিত সৈয়দ আহমদ সংশ্লিষ্ট উপরোক্ত ঘটনাবলী ভারত গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক দফ্‌-তরের দস্তাবেজ এবং ১৮৫২ও ১৮৬২ সালের রাজদ্রোহ মোকদ্দমার সাক্ষীগণের জবানবন্দী এবং পাটনার সেশন জজ মিঃ টি, ই রেভসমেড এর রায় হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সৈয়দ সাহেবের বিস্তৃত বিবরণ ক্যাপ্টেন কানিং হামের ইতিহাস হইতেও জানিতে পারা যায়, —হাণ্টার]

এই আন্দোলনের ধর্ম্মীয় দিক লইয়া পুস্তকের শেষ ভাগে আলোচিত হইবে। ভারতেই হোক অথবা পৃথি-বীর অন্য যে কোন স্থানেই হউকনা কেন, কোন ধর্ম্মীয় নেতার পক্ষে যতক্ষণ তাঁহার মতবাদ ও আন্দোলনের ভিত্তি সত্য ও সরলতার উপর প্রতিষ্ঠিত নাহয়, ততক্ষণ তিনি উহাদ্বারা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ও চিত্ত অধিকার করার আশা করিতে পারেননা। এজন্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমি সৈয়দ আহমদ সাহেবের জীবনের আধ্যাত্মিক দিকের উপর আলোকপাত করিতে চেষ্টা পাইব। এখানে মুজাহিদ দলের নূতন উপনিবেশ স্থাপনের প্রাথমিক অবস্থা কথঞ্চিত বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি মাত্র। অতঃপর যেসকল কারণে সীমান্তের অপর পারে এই বিদ্রোহী মুজাহিদ ছাউনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সকল ঘটনা-বলী আমি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। সৈয়দ আহমদ সাহেবের বিশ্বস্ত অনুচরদের মধ্যে এমন দুইটি ভ্রাতা ছিল, যাহাদের পিতামহ নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হইয়া (তক্তাবন্দ নিবাসী জামান শাহ) স্বীয় প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সিন্ধু দেশের অপর প্রান্তে গিয়া কোন গতিকে আত্মগোপন করিয়া "ছাতিরানা" নামক স্থানে সংসার বিরাগী সাধু ফকিরের জীবন অবলম্বন পূর্ব্বক উপাসনা আরাধনায় লিপ্ত হয়, এই ব্যক্তি স্বীয় রূপান্তরিত সাধু জীবন দ্বারা সীমান্তবাসীদিগের নিকট এরূপ শ্রদ্ধাভক্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় যে, তাহার আবাসস্থল সাংসারিক দুঃখ দুশ্চিন্তায় কাতর লোকদের পক্ষে পরম শান্তিস্থানে পরিণত হয়। সুতরাং যে সমস্ত উপজাতীয় লোকেরা সর্ব্বদা আত্মকলহ ও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত ছিল, এই সাধু ফকিরের প্রভাবে তাহারা শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের জীবন অবলম্বন করায় অনৈক্য ও নৃসংশাচা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রের ভূমি শান্তি স্থানে রূপান্তরিত হইল। এই দরবেশের একটি পৌত্র (সৈয়দ ওমর শাহ) এমাম সাহেবের খাজাঞ্চীর পদ লাভ করে এবং এই ব্যক্তি ছাতিয়ানার নিকট "মামুন" গ্রামে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় এমাম সাহেবের হতাবশিষ্ট সৈনিক বৃন্দকে আহ্বান পূর্ব্বক অশ্রয় দান করে। (ইহা সৈয়দ সাহেবের শাহাদত প্রাপ্তির পরবর্ত্তী ঘটনা)

এই সময়ে সওয়াতের ধর্ম্মগুরু ইংরেজ শক্তিকে ক্রমাগ্বয়ে অগ্রসর হইতে দেখিয়া উহার প্রতিরোধার্থ সওয়াতে একটি শক্তিশালী শাসন কেন্দ্র স্থাপনে অবহিত হয়েন এবং সেই চিন্তাকে রূপ দানের জন্য তিনি উক্ত দরবেশের দ্বিতীয় পৌত্রকে (সৈয়দ আকবর শাহ) সওয়াতে আহ্বান করেন এবং তিনি তথায় উপনীত হওয়া মাত্র তাঁহাকেই তথাকার বাদশাহের আসনে অভিষিক্ত করেন। এই উপায়ে তিনি সীমান্তের স্বভাব সুলভ বীর জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন। এবং সেই সঙ্গে তিনি স্বীয় দলকে মুজাহিদ বাহিনীর জনৈক উপযুক্ত সেনা নায়কের নেতৃত্বাধীনে উভয় দলকে এক করিয়া লইলেন। কারণ তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, ইংরেজ, শিখ ও হিন্দু কাফের দিগের বিরুদ্ধে লড়িয়া যাহারা শহীদ হইবেন, মুজাহিদ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া লড়িলে তাঁহারা বেহেশতবাসী হইবেন বলিয়া প্রত্যেক যোদ্ধার পক্ষে উহা উদ্দীপনাময় হইবে। কিন্তু তত্রাচ সওয়াতের উপজাতীয়দের ইংরেজ-ভীতি কখনই দূর হয় নাই। এই অবস্থায় তাহাদের নূতন বাদশাহ ১৮৫৮ সাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পরিচালিত করিয়া অপর কাহাকেও স্বীয় স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত না করিয়াই ইহলোক ত্যাগ করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার এক পুত্র উপজাতীয়দের উপর নেতৃত্ব করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে তিনি নিজেকে ছাতিয়ানার মুজাহিদ বাহিনীরও পরিচালক বলিয়া দাবী করেন। বলা বাহুল্য সওয়াত রাজ্যের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি আছে।

এইভাবে মুজাহিদীনদল দুই দিক দিয়া সীমান্তের দুর্ধর্ষ উপজাতীয়দের উপর আধিপাত্য স্থাপন পূর্বক উগ্র প্রচারণা দ্বারা সাহসী পঠোনদিগের মধ্যে যেহাদের উন্মাদনা ছড়াইতেছিলেন। প্রথম কয়েক বৎসর কাল তাহাদের অবস্থা লুণ্ঠন কারীর পর্যায়ভুক্ত হইয়া থাকিলেও মাঝে মাঝে তাহারা পরাক্রান্ত আক্রমণকারীর ভূমিকায় আবির্ভূত হইয়া সমূহ অনিষ্টপাত করিয়াছে। আমাদের দ্বারা পাঞ্জাব অধিকৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাহাদের আক্রমণ ও লুণ্ঠনের লক্ষ্যস্থল ছিল শিখ রাজ্য এবং সেই সময়ে তাহাদের রংরূট ও অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্র ছিল আমাদের ভারত রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ। এই বিদ্বেষপরায়ণ মুজাহিদ বাহিনীর জন্য আমাদের রাজ্যাভ্যন্তর হইতে লোক ও অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে আমাদের পক্ষ হইতে কখনই বাধা জন্মান হয় নাই। আমাদের ভারতীয় রাজ্যাভ্যন্তর হইতে কিরূপ উৎসাহ সহকারে মুসলমানগণ এই মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করিয়াছে, একটি দৃষ্টান্ত হইতেই উহার গুরুত্ব বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে। আগ্রা অযোধ্যা প্রদেশের কোন একটি বৃহৎ নীল কুঠির ইংরেজ মালিক আমাকে বলিয়াছেন যে, "তাঁহার কর্মচারীদের মধ্যে যেসমস্ত দ্বীনদার মুসলমান ছিল তাহারা আপনাপন প্রাপ্য বেতন হইতে একটি অংশ ছাতিয়ানা মুজাহিদ ক্যাম্পের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া নিয়মিত ভাবে যথাস্থানে পৌছাইয়া দিয়াছে। পক্ষান্তরে তাহাদের মধ্যে যাহারা অধিকতর উৎসাহী ও সাহসী, তাহারা, হিন্দু কর্মচারীরা যেরূপ ভাবে বাৎসরিক পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ছুটির প্রার্থনা জানায়, ঠিক সেই ভাবে মুসলমানরাও এই মর্ম্মে দরখাস্ত করিয়া থাকে যে, "পবিত্র শরিয়তের বিধান মতে প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের পক্ষে জেহাদে যোগদান করা ফরজ, সুতরাং তাহাকে যেন ছাতিয়ানাস্থিত মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান পূর্বক পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য পালনের জন্য কয়েক মাসের ছুটি মঞ্জুর করা হয়।" ১৮৩০ হইতে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত এই ভাবে তাহারা জেহাদে যোগদানের জন্য বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ দুই তিন মাস করিয়া ছুটি লইয়া মুজাহিদ দলে যোগদান করিয়াছে।"

আমাদের যে উপেক্ষা ও অবহেলার দরুণ মুজাহিদীনগণ আমাদের রাজ্যাভ্যন্তর হইতে অবাধে এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে লোক ও অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে, আমাদিগকে আমাদের সেই ভুলের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিতে হইয়াছে। এমাম সাহেব (এমাম সাহেব বলিতে সৈয়দ আহমদ সাহেবকে বুঝিতে হইবে, রাজনৈতিক ভাবে তিনি ছিলেন মুজাহিদ বাহিনীর এমাম বা নেতা এবং ধর্মীয় দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন পীর বা ওলি-উল্লাহ) শিখ রাজ্যের অপর প্রান্তে এবং আমাদের এলাকার মধ্যে একটি নিয়মিত সামরিক ছাউনী ও শাসনকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। এই আন্দোলন এরূপ বদ্ধমূল ভাবে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল যে, পরে আর উহা কোন নির্দিষ্ট নেতা বা পরিচালকের মুখাপেক্ষী ছিলনা এবং এই জন্য এমাম সাহেবের মৃত্যুর পরেও (১৮৩১ সালের জুন মাসে বালাকোটের যুদ্ধক্ষেত্রে সৈয়দ সাহেব স্বীয় বিখ্যাত অনুগামীদের সহিত শাহাদৎ বরণ করেন) এই আন্দোলনে কোন প্রকার দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় নাই। বরং তাঁহার অনুগামী ভক্তবৃন্দ প্রবল উৎসাহ সহকারে ধর্মীয় প্রচারণা চালাইয়া যাইতে ছিলেন। এমাম সাহেব কর্তৃক নিযুক্ত পাটনার দুইজন বিখ্যাত খলিফা ১৮৪১ অব্দে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সীমান্ত প্রদেশ ভ্রমণ করেন এবং সেই সময় তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, এমাম সাহেব নিহত হননাই, বরং তিনি এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অলৌকিকভাবে অদৃশ্য হইয়াছেন এবং ইংরেজ কাফেরদিগকে ভারত ভূমি হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে আবির্ভূত হইয়া মুজাহিদ বাহিনীর পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিবেন। এই পরিকল্পনাকে সফল করিবার জন্য এমাম সাহেবের খলিফাবৃন্দ ১৮২০।১৮২২অব্দে এমাম সাহেব গঙ্গানদীর অববাহিকা ধরিয়া যে সমস্ত এলাকা ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত এলাকাস্থিত প্রধান প্রধান নগর, পল্লী নিজেদের প্রচার ক্ষেত্র করিয়া লইয়া তথা হইতে সুশৃংখলার সহিত লোক ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া ছাতিয়ানা ক্যাম্পে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইভাবে আমাদের শাসিত এলাকা হইতে বিদ্রোহী ক্যাম্পের জন্য লোক ও অর্থ সংগ্রহ করার একটা নিয়মিত ও স্থায়ী পদ্ধতি সৃষ্টি হইয়াছিল। এই মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদানার্থ যাহারা দেশত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতক ছিল স্বাভাবিক ভাবে ইংরেজ বিদ্বেষী বিদ্রোহী, আবার অপব্যয় করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া যাহাদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা আসিয়া গিয়াছে তাহারা এবং ফেরারী ও জেলপলায়িত কয়েদী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক ইংরেজ শাসিত এলাকা পরিত্যাগ পূর্বক বিদ্রোহী ক্যাম্পে যোগদান করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রাজ্যহারা হওয়ার দরুণ যেসমস্ত অভিজাত শ্রেণীর মুসলমান নিজদিগকে অপমানিত বলিয়া মনে করিয়াছেন তাঁহারা এবং দ্বীনদার মুসলমানগণ ঈমানের প্রেরণায় বিধর্মী খৃষ্টানদের শাসিত রাজ্যে বসবাস করা অনুচিত মনে করিয়া তাহারাও দেশ ত্যাগ পূর্বক ছাতিয়ানা ক্যাম্পে গিয়া মুজাহিদ বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছে। শিখ শাসিত এলাকা তাহাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হইলেও ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারিলে তাহারা একান্তভাবে সুখী হইত। আফগান-যুদ্ধকালে তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ পূর্বক আমাদের শত্রুপক্ষের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল এবং তন্মধ্যস্থিত এক সহস্র সাহসী সৈনিক শেষ পর্যন্ত আমাদের মোকাবিলায় বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ চালাইয়াছিল। কেবলমাত্র গজনীর যুদ্ধে তাহাদের তিনশত জন যোদ্ধা বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়িয়া প্রাণাহুতি দিয়াছিল।

আমরা পাঞ্জাব অধিকার করার পর মুজাহিদদলের শিখ ও হিন্দু বিদ্বেষ আমাদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িল। অর্থাৎ ইতিপূর্বে তাহাদের যে আক্রোশ ও বিদ্বেষ শিখ ও হিন্দুর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত ছিল, শিখ রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে বর্তমানে তাহা আমাদের প্রতি ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ছাতিয়ানায় বিদ্রোহীদের দৃষ্টিতে শিখ, হিন্দু ও ইংরেজ সবাই কাফের এবং তরবারি দ্বারা তাহাদিগকে নিপাত করাই তাহাদের ধর্ম। সুতরাং শিখ রাজ্যের সীমান্তে বিদ্রোহী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে আমাদের পক্ষ হইতে যে উপেক্ষা প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহাই এক ভীষণ মূর্তিতে আমাদের সম্মুখে প্রকটিত হইল।

সৈয়দ আহমদ সাহেবের খলিফা বৃন্দ [এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলী প্রথমে গাজী বা মুজাহিদ নামে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু পরে তাহাদিগকে ওহাবি নামে পরিচিত করা হয়] ধর্মবিদ্বেষ প্রচারের দ্বারা সীমান্ত এলা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কার যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা পাটনার আদালতের কাগজ পত্রাদি হইতে যথেষ্ট রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ১৮৪৭ সালে স্যর হেনরী লরেন্স সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা যাহা বুঝিয়া ছিলেন তাহা হইতেছে এই যে, তাঁহারা [এনায়েত আলী ও বিলায়েত আলী] পাঞ্জাবে মুজাহিদ নামে পরিচিত ছিলেন এবং সেই জন্য তাঁহাদিগকে পুলিশ পাহারাধীনে তাঁহাদের জন্ম ভূমি পাটনায় পৌছাইয়া দেওয়া হয়।

পাটনার ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের নিকট হইতে ভবিষ্যতে ভাল ভাবে চলিবার জামানতলইয়া ছাড়িয়াদেন। [১৮৪৭খৃঃ ১৩ই এপ্রিল তারিখের পাটনার ম্যাজিষ্ট্রেটের রেকর্ড] কিন্তু ১৮৫০ সালে তাঁহাদিকে বাংলার রাজসাহি জেলায় বিদ্রোহ প্রচার করার কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেখানেও তাহাদের নিকট হইতে শান্তি রক্ষার মুচলেকা গ্রহণ করা হয় কিন্তু পুনরায় তাহারা রাজদ্রোহ প্রচারে প্রবৃত্ত হওয়ায় তাহাদের প্রতি উক্ত জেলা হইতে বহিষ্কারের আদেশ প্রযুক্ত হয়। [১৮৫০ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে রাজসাহির ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দী] কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যাঁহারা জামানাত ও মুচলেকা অনুযায়ী গৃহে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য ছিলেন, ১৮৫১ সালে সেই ভ্রাতৃযুগলকে পাঞ্জাবের সীমান্তে বিদ্রোহ প্রচার করা অবস্থায় পাওয়া যায়। (১৮৫১ সালের ১২ই মে তারিখের রেভিনিউ বোর্ডের রেকর্ড]

১৮৫২ সালে তাঁহাদের পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া তাহারা পূর্ণোদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাপাইয়া পড়িলেন। বাংলা হইতে ছাতিয়ানা ক্যাম্পে নিয়মিত ভাবে লোক ও অর্থ প্রেরিত হইতেছিল। এই সময়ে আমাদের ভারতীয় বাহিনীর সহিত বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রমূলক চিঠি পত্র পাঞ্জাব গবর্ণমেন্টের হস্তগত হয়। সেই ষড়যন্ত্রমূলক পত্রাদি হইতে জানা যায় যে, তাহারা একান্তই বেপরোয়াভাবে আমাদের ভারতীয় বাহিনীর ৪র্থ সংখ্যক পদাতিক দলের সহিত ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করিয়াছে। বলা বাহুল্য এই ৪র্থ সংখ্যক বাহিনীটি ছাতিয়ানা ক্যাম্পস্থিত বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিরোধার্থে তাহাদের অনতিদূরে রাওয়ালপিণ্ডি ছাউনিতে অবস্থিতি করিতেছিল। বিদ্রোহীদের দ্বারা আমাদের রাজ্য আক্রান্ত হইলে সর্বাগ্রে যে বাহিনীটি উহার প্রতিরোধার্থে উপস্থিত ছিল বিদ্রোহীরা সেই বাহিনীর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় আমাদিগকে সমূহ বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। বাংলা হইতে নিয়মিত ভাবে এবং একান্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত ছাতিয়ানা ক্যাম্পের জন্য যে রংরুট ও অর্থ প্রেরিত হইতেছিল তাহাও ঐ সময় সরকারী কাগজ পত্র হইতে পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। এই সময় পাটনার ম্যাজিষ্ট্রেট এই মর্ম্মে রিপোর্ট প্রেরণ করেন যে, এখানকার বিদ্রোহীর দলে প্রতি দিনই নূতন লোক যোগদান করিতেছে এবং যে কোন সময়ে তাহাদের দ্বারা রাজধানীতে বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা করা হইতেছে। সহরের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহীগণ প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহ প্রচারে লিপ্ত রহিয়াছে, এমনকি দেশীয় পুলিস দলও এই ধর্ম্মোন্মাদগ্রস্ত দলের সহিত মিলিত হইয়াছে। রিপোর্টে আরও উল্লিখিত হয় যে, বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দের মধ্যে জনৈক প্রভুত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী নেতা স্বীয় প্রাসাদোপম অট্টালিকায় এই উদ্দেশ্যে সাত শত সসস্ত্র বিদ্রোহীকে জমায়েত করিয়াছেন যে, যদি গভর্ণমেণ্ট তাহাদের কার্য্য কলাপে হস্তক্ষেপ করেন তবে তাহারা সশস্ত্র অবস্থায় উহার প্রতিরোধ করিবে।

এই সমস্ত ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক সীমান্তস্থিত ধর্ম্মোন্মাদগ্রস্ত বিদ্রোহী ক্যাম্পের শক্তি বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত ভাবে বৃটিশ ভারত হইতে লোক ও অর্থপ্রেরণের যে ব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছে, উহার প্রতি আর আমাদের পক্ষে চক্ষু মুদিত করিয়া থাকা উচিত হইবেনা। এতৎসংশ্লিষ্টে লর্ড ডালহৌসী ১৮৫২ সালের গ্রীষ্মকালে দুইটি ঘোষণা প্রচারিত করেন, তন্মধ্যে প্রথমটি দ্বারা ভারতের অভ্যন্তর হইতে বিদ্রোহী ক্যাম্পের জন্য লোক ও অর্থ সংগ্রহ নিষিদ্ধ করা হয় এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা ধর্ম্মোন্মাদগ্রস্ত বিদ্রোহীবৃন্দ সীমান্তের যেসমস্ত উপজাতীর মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচার করিয়া অনর্থপাত সৃষ্টিতে প্রয়াসী হইয়াছে সেই সমস্ত উপজাতির বিভিন্ন দলপতিদের সহিত কুটনৈতিক আলাপ আলোচনা চালাইয়া তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে আমাদের অনুকূল করা সম্ভব তাহাদিগকে দলে টানিতে চেষ্টার ইঙ্গিত করা হয়। এই বৎসরেই বিদ্রোহীগণ আমাদের সহিত সন্ধিসূত্রে-আবদ্ধ আফ্গের নওয়াবের রাজ্য আক্রমন করে এবং সে জন্য তাঁহার সাহায্যার্থে সৈনিক দল প্রেরণের আবশ্যকতা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দেখাদেয়। ১৮৫৩ সালে বিদ্রোহীদের সহিত ষড়যন্ত্র মূলক চিঠি পত্র আদান প্রদানের অপরাধে অমাদের দেশীয় সৈনিক দলের অনেককেই দণ্ডিত করা হয়।

যেসমস্ত অসম্মানজনক আচরণ এবং হত্যা ও লুণ্ঠনের দরুণ ১৮৫৬ সালে সীমান্ত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, নানাবিধ কারণে উহার বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইতেছেনা, তবে যে প্রণালীতে তাহারা উপজাতীয় পাঠান দিগকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া রাখিয়াছিল, একটি ঘটনা উল্লেখ করিলে উহার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা উপলব্ধি করা যাইবে।

সেই ঘটনাটি হইতেছে এই যে, বিদ্রোহী মুজাহিদ দলের আক্রমণ সমূহ প্রতিরোধের জন্য ১৮৫৬ হইতে ১৮৫৭ পর্যন্ত আমাদিগকে বিভিন্ন দফায় ষোলটি অভিযান চালাইতে হইয়াছিল এবং তাহাতে অনিয়মিত ফৌজ ও পুলিসদল ছাড়া শুধু নিয়মিত সৈন্যের সংখ্যাছিল পঁয়ত্রিশ সহস্র, এবং ১৮৫৬ হইতে ১৮৬৩ সাল পর্যন্তের মোটমাট বিংশতিটি অভিযানে অনিয়মিত ফৌজ ও পুলিস ব্যতীত নিয়মিত সৈন্যের সংখ্যা ষষ্ঠি (৬০) সহস্র পর্যন্ত পৌছিয়াছিল। ইত্যবসরে ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহীরা পাঠানদের মধ্যে আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বিষ ছড়াইয়া তাহাদের মধ্যে সর্বাত্মক ঐক্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। (ইউসুফজাই ও বক্তার জাইদের মধ্যে একতা স্থাপিত হয়) বিদ্রোহীরা কেবল যে সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দিয়া বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা নহে, সেই সঙ্গে যুদ্ধ নীতিতেও তাহারা যে সমস্ত চাতুর্যনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহাতে তাহাদিগকে সম্মুখ যুদ্ধে উপস্থিত পাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা পার্বত্য এলাকা হইতে আবির্ভূত হইয়া আকস্মিকভাবে আমাদের রক্ষী বাহিনীর অগ্রভাগ আক্রমণ করিত এবং আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই লুণ্ঠিত দ্রব্য সম্ভার লইয়া নিরাপদ স্থানে চম্পট দিত। কিন্তু ১৮৫৭ সালে তাহাদের উৎসাহ উদ্যম ও সাহস এরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, তাহারা বৃটিশ অফিসারদিগের নিকট তাহাদের অপরাধ মূলক কার্যে সহায়তা করার দাবী উপস্থিত করিতে সাহসী হইল এবং সেই অন্যায় দাবী অগ্রাহ্য করায় তাহারা উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত হইয়া আমাদের রাজ্যের পুরো ভাগ আক্রমণ করিয়া সীমান্তের সহকারী কমিশনার লেফটেনাণ্ট হর্ণের ক্যাম্পে নৈশ আক্রমণ চালাইয়া তাঁহাকে সাংঘাতিক রকমে আহত করিল, তবে অতিকষ্টে তিনি প্রাণ বাঁচিয়াছিলেন। উহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য স্যর হেনরী কটন পাঁচ হাজার সশস্ত্র সৈনিকের দ্বারা গঠিত একটি বাহিনী লইয়া পার্বত্য এলাকায় প্রবেশ করেন।

এই বাহিনীতে গোলান্দাজছিল ২১৯, অশ্বারোহী ৫৫১, পদাতিক ৪১৫৭ জন, সমষ্টি ৪৮৮৭ জন।

যেহেতু এই ধর্মোন্মাদ গ্রস্ত বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আমাদিগকে অনেক যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছে সেইহেতু কুটনৈতিক কারণে উহাদের বিস্তৃত বিবরণ উপস্থিত করা সম্ভবপর না হওয়ায় প্রথমিক বৃত্তান্ত সংক্ষেপ ভাবে জানাইয়া ১৮৬৩ সালে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ বৃত্তান্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপে উপস্থিত করিতে হইতেছে। এই অভিযানে স্যর সিডনী কটন অতর্কিত নৈশ আক্রমণ চালাইয়া বিদ্রোহীদিগকে ছত্রভঙ্গ পূর্বক তাহাদের ছাউনী ভস্মসাৎ করিয়া তাহাদের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কেল্লা ধ্বংস করিয়া ছাত্তিয়ানা বিদ্রোহী ক্যাম্পকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু আশ্চর্য্য তাহাদের প্রাণ শক্তি! কারণ তাহাতেও বিদ্রোহী মুজাহিদ বাহিনীর শক্তির বিন্দুমাত্রও লাঘব ঘটে নাই। তাহারা একান্ত সতর্কতা সহকারে মহাবিন পর্বতের ঘন সন্নিবিষ্ট জঙ্গলে পশ্চাদপসরণ পূর্বক নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পার্শ্ববর্তী উপজাতীয়রা তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া ছতিয়ানার নিকটবর্তী "মুলকা" নামক স্থানে তাহাদিগকে নূতন ছাউনি স্থাপনের অনুমতি দান করে।

ইংরেজ ছাড়া বিদ্রোহীদের আরো অনেক শত্রু ছিল। তাহারা তাহাদের সামরিক ব্যয় নির্বাহার্থ ভারত হইতে প্রেরিত অর্থ ছাড়া ধর্মের নামে পার্বত্যবাসীদিগের নিকট হইতেও অর্থ গ্রহণ করিত এবং তাহা ওশর (ভূমির উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ) নামে পরিচিত ছিল। ধর্ম ও বিদ্রোহ প্রচারের জন্য নিযুক্ত প্রচারকদিগের উপর এই ট্যাক্স আদায়ের ভার অর্পিত ছিল। কখনও উহা দাবী মোতাবিক আদায় হইত কখনও কম আদায় হইত, আবার কখনও আদায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিতে অস্বীকার করা হইত। বলাবাহুল্য এজন্য উপজাতীয়দের মধ্যে সর্বদা একটা অসন্তুষ্টির ভাব বিরাজমান ছিল। যে সকল কারণে উপজাতীয়গণের অনেকে এম্বাম সাহেবের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পক্ষত্যাগ করিয়াছিল এবং যে জন্য ১৮৩১ সালে তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইতে হইয়াছিল যে কথা ইতিপূর্বেই আমি বলিয়া আসিয়াছি। যখন কোন উপজাতি ওশর আদায় করিতে অস্বীকৃত হইত তখন মুজাহিদগণ তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া তাহাদের ক্ষেতের ফসল কাটিয়া লইয়া যাইত। এই জন্য ১৮৫৮ সালে এই ধর্মীয় ট্যাক্স দানে অস্বীকৃত হইয়া কতিপয় উপজাতি সম্মিলিত ভাবে ছাতিয়ানা ক্যাম্প আক্রমণ পূর্বক তাহাদের নেতাকে হত্যা করিয়া ছিল। (আতমানজাইয়ের পাঠানগণ সৈয়দ ওমর শাহকে হত্যাকরে)

এই বিদ্রোহী মুজাহিদ দলকে শক্তিহীন করিবার জন্য আমাদের পক্ষ হইতে নানাবিধ কূটনৈতিক চাল চালিয়া তাহাদিগকে দল ভঙ্গ করিয়া দুর্বল করিয়া ফেলার পর স্যার সিডনী কটন তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া দিলে তাহারা এলাইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল এবং সে জন্য দুই বৎসরকাল আর তাহাদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নাই। এই সময়ে যে উপজাতীয়গণ ওশর দানে অস্বীকৃত হইয়া মুজাহিদদলের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিল, মুজাহিদদের অধিকৃত স্থান আমরা তাহাদের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলাম। যাহাদিগকে আমরা উক্ত এলাকা দান করিয়াছিলাম তাহাদের সহ আরও একটি শক্তিশালী উপজাতির [আতমানজাই] নিকট হইতে আমরা এই মর্মে অঙ্গীকার আদায় করিয়াছিলাম যে, অতঃপর আর তাহারা কখনও মুজাহিদ দলের সহিত মিলিত হইবেনা এবং কোন প্রকারে তাহাদের সহযোগীতাও করিবেনা, অথবা তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে চাহিলে তাহাদের এলাকার মধ্যদিয়া পথ ছাড়িয়া তো দিবেইনা, পরন্তু বাধা দিবে।

কিন্তু দুই বৎসর অতীত না হইতেই মুজাহিদ দল নূতনউদ্যম সহকারে কর্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাঠানদিগকে হাত করিয়া পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ১৮৬১ সালে তাহারা মূলকার যে পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিতি করিতেছিল, সে স্থান এবং ১৮৫৬ সালে স্যার সিডনী কটন যে ছাতিয়ানা ক্যাম্প হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন তাহারা পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া মজবুত হইয়া বসিয়া সুদৃঢ় কেল্লা প্রস্তুত পূর্বক শক্তিশালী হইয়া আমাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ভাবে আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিল। আশ্চর্য্য এইযে, যে সমস্ত উপজাতি বিদ্রোহী মুজাহিদদিগকে কোন ক্রমে সাহায্য করিবেনা অথবা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার জন্য তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেনা বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল, তাহারাও সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পূর্বক অবলীলাক্রমে তাহাদের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুতরাং অবশ্য পর্য্যবেক্ষনান্তর আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইল যে, বিদ্রোহী মুজাহিদগণ পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। দেখিতে দেখিতে তাহারা রাওলপিণ্ডি জেলার উপর আক্রমণ চালাইয়া উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক প্রকাশ্য রাজপথে পুলিশ ফাঁড়ীর নাকের ডগার উপর দুইজন সওদাগরকে হত্যা করিল। ইহার তিন সপ্তাহের মধ্যে তাহারা আমাদের এলাকায় প্রবেশ পূর্বক তিন জন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল এবং উহার পনের দিন পরে একান্তই বেপরোয়াভাবে আমাদের ক্ষমতা প্রাপ্ত অফিসারদের সঙ্গে বন্দীদের প্রত্যেকের বাবদ এক হাজার পাঁচ শত পঞ্চাশ টাকা করিয়া মুক্তিপণ দাবীর পত্রালাপ শুরু করিয়া দিল। এই ভাবে আদায়কৃত অর্থের অর্দ্ধেক বিদ্রোহীদের নেতার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। উহার অল্পদিন পরে আর একটি অপহরণ ব্যাপার সংঘটিত হইল এবং সীমান্তের চীফ কমিশনার এই মর্ম্মে রিপোর্ট দিলেন যে, ১৮৫৬ সালের লজ্জাকর অবস্থার পুনরাবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমাদের পক্ষ হইতে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া যেসমস্ত উপজাতিকে হাত করা হইয়াছিল, তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক পুনরায় সধর্মী বিদ্রোহী মুজাহিদ দলকে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই অবস্থায় প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতীত আমাদের সম্মুখে অন্যকোন উপায় ছিলনা সুতরাং বিপুল বাহিনী দ্বারা তাহাদের এলাকা অব-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রোধ পূর্ব্বক বহির্জগতের সহিত তাহাদিগকে সম্পর্ক-চ্যুত করিয়া ফেলা হইল এবং যাহারা সীমান্ত আক্রমণ-পূর্বক আমাদের এলাকায় প্রবেশ করিয়া উৎপাত সৃষ্টি করিতেছিল তাহাদের প্রত্যেককেই গ্রেফতার করা হইলো এই কঠোর নীতির ফল ফলিতে বিলম্ব হইলনা। উপ-জাতীয়রা পুনরায় আমাদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া বিদ্রোহীদিগকে ছাউনিয়ানা ত্যাগ করিয়া মূলকা অঞ্চলে চলিয়া যাইতে বাধ্য করিল।

কিন্তু তত্রাচ আমাদের ভারতীয় এলাকা হইতে বিদ্রোহ ভাবাপন্ন মুসলমানগণ দলে দলে গিয়া বিদ্রোহীদের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছিল, এবং ১৮৬২ সালে তাহাদের সংখ্যা এরূপ বিপুল আকারে বৃদ্ধিপাইল যে, তাহাদিগকে দমনের জন্য পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট আর একটি অভিযান চালাইবার আবশ্যকতা জানাইতে বাধ্য হইলেন। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভারত সচিবও তাহাতে সম্মতি জানাইয়া মন্তব্য করিলেন যে, বিদ্রোহীদিগকে সমূলে উৎখাত করিতে না পারিলে তাহারা বরাবরের জন্য আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া থাকিবে, অতএব তাহাদিগকে নির্মূলিত করনার্থ সর্বাত্মক আক্রমণ চালানো কর্ত্তব্য।"

কিন্তু ঐ সময়টা অভিযান চালাইবার পক্ষে উপযুক্ত ছিলনা। ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসের প্রথমভাগে বিদ্রোহী মুজাহিদগণ পুনরায় আমাদের এলাকায় প্রবেশ পূর্বক নরহত্যা ও লুণ্ঠনবৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ বৎসরের জুলাই মাসে তাহারা অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত অগ্রসর হইয়া ছাউনিয়ানা এলাকা পুনরাধিকার করতঃ আমাদের বন্ধুরাজ্য আম্বের নওয়াবসাহেবের নিকট ভীতিজনক পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের প্রতিবেশী উপজাতীয়গণ পুনরায় স্বধর্মীদের প্রতি সমবেদনার দোহাইতেআমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই ভাবে বিদ্রোহীগণ আর একবার সীমান্তে শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ১৮৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে একদা তাহারা আমাদের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর উপর নৈশ আক্রমণ চালাইয়া পুনরায় নিয়মিত ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বসিল। অতঃপর তাহারা আমাদের বন্ধু আম্বের নওয়াবের রাজ্য আক্রমণ পূর্বক অনেকগুলি গ্রাম ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল এবং আমাদের সীমান্তস্থ চৌকিও আক্রমণ করিল। এই মাসেই তাহারা আমাদের রসদাগার আক্রমণ করিয়া প্রচুর রসদ লুণ্ঠন এবং সেই সঙ্গে আমাদের জনৈক দেশীয় অফিসার ও তাহার কতিপয় সহকর্ম্মীকে হত্যা করিল।

কেবল যে এই পর্যন্ত করিয়া তাহারা নিরস্ত হইল তাহা নহে, সিন্ধু নদীর কূলে অবস্থিত আমাদের সামরিক ঘাটির উপরও তাহারা আক্রমণ চালাইয়া ইংরেজ কাফেরদিগের বিরুদ্ধে নিরমিত ভাবে যুদ্ধ ঘোষনা করিয়া প্রত্যেক "দ্বীনদার মুসলমানকে" সেই ধর্মযুদ্ধে যোগদানের আহ্বান জানাইল।

বস্তুতঃ ইতিপূর্ব্বে ১৮২৭ হইতে ১৮৩৭ পর্য্যন্ত আমাদিগকে যেরূপ সঙ্কট জনক অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তিনযুগ পরে বর্ত্তমানেও আমাদিগকে সেই অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইল। সুতরাং সেই সময় এই বিদ্বেষবুদ্ধি চালিত মুজাহিদবাহিনী প্রবল শক্তিতে শক্তিমান হইয়া পেশোয়ার অধিকার পূর্বক পাঞ্জাবের অনেকাংশের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া যে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিল সেই কথা স্মরণ করিয়া আমাদের পক্ষে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। কিন্তু কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে সীমান্ত অঞ্চলে আক্রমণ চালানো যেমন নীতি জনক ব্যাপার নহে তেমনি উহা তাহাদের পক্ষে গৌরবজনকও নহে। সুতরাং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় শক্তিশালী ও সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সীমান্তস্থিত বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বা তাহারা যতই শক্তিশালী হউকনা কেন, তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ ছাড়া অন্য কোন প্রকার লাভের আশা করা যাইতে পারেনা। সুতরাং কোন দূরদর্শী সমর নায়কের পক্ষে এইরূপে অভিযান চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে দ্বিধাগ্রস্থ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই অবস্থা বুঝিবার পক্ষে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত চারিটি প্রধান যুদ্ধের মধ্যে একটির দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিলে বুঝা যাইবে যে, এই বিদ্রোহী ছাউনিটি শান্তির সময়েও যেমন আমাদের পক্ষে গ্লানিকর হইয়া রহিয়াছে, তেমনি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যুদ্ধের সময়ে ও তাহারা আমাদের ভয়াবহ সামরিক ক্ষতির হেতু হইয়া রহিয়াছে। আমরা যখন তাহাদের সম্বন্ধে উপেক্ষার ভাব প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হই তখন যুগপতভাবে আমাদের এবং আমাদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ আমাদের বন্ধুরাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক নরহত্যা ও লুণ্ঠন চালাইতে উৎসাহিত হইয়া উঠে, আবার আমরা যখন তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালাইতে প্রবৃত্ত হই, তখন তাহারা নানাবিধ সামরিক চতুরতায় আমাদের সেনাপতি ও সেনানী বৃন্দকে প্রতারিত করিয়া অতর্কিত আক্রমণপূর্ব্বক আমাদিগকে ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখে ঠেলিয়াদেয় আবার এমনও হইয়াছে যে,তাহারা দীর্ঘদিন যাবত দৃঢ় পদে দাণ্ডয়মান হইয়া শক্তিশালী বৃটিশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়িয়া তিষ্ঠিয়া রহিয়াছে।

সুতরাং বিদ্রোহীদের প্রাণ শক্তির মূল কেন্দ্র যে একান্তই মজবুত, ঐসকল ঘটনা দ্বারা তাহা সহজেই বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমাদের ভারত রাজ্যস্থিত অসন্তুষ্ট ও বিদ্বেষ বুদ্ধি চালিত মুসলমান প্রজাগণ নিরবচ্ছিন্ন গতিতে গিয়া মুজাহিদ ক্যাম্পে যোগদান করিয়া তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছিল এবং তাহাদের সঙ্গে সীমান্তের দুর্ধর্ষ উপাজতীয় পাঠানগণ মিলিত হওয়ায় তাহাদের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল! যে কোন রূপে হউক ভারত হইতে হয় ইংরেজকে নিপাত নাহয় বিতাড়িত করার চিন্তা তাহাদের ধ্যানের বস্তু হইয়াছিল। অনেক সময় অনেকের কথা বার্ত্তা হইতে মনে হয়, বৃটিশের ন্যায় সুশিক্ষিত ও শক্তিশালী বাহিনী নগণ্য মুজাহিদ বাহিনীকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেনা ইহা তাহাদের নিকট একান্তই রহস্যজনক ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে। এই রহস্যভেদ করিবার জন্য এই ধর্ম্মোন্মাদনা গ্রস্ত মুজাহিদ দলের ভিত্তি স্থাপনকারী এমাম সাহেবের [সৈয়দ আহমদ সাহেব] স্থান নির্বাচনী প্রতিভা ও দূরদর্শির তলদেশে প্রবেশ করা আবশ্যক।

সিন্ধু দেশের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত যে সমস্ত উপজাতি বৃটিশ রাজের প্রতি আনুগত্যশীল হইয়া রহিয়াছে তাহাদের আবাস স্থল হইতে হিন্দুর নিকট অতি পবিত্র হিন্দুকুশ পর্ব্বত মালার সূচনা হইয়াছে এবং যে পথে আর্য্যগণ দক্ষিন মুখী হইয়াছিলেন উহা ঘন জঙ্গলাকীর্ণ এবং এই জন্য উাহর "মহাবন" অর্থাৎ ঘন সন্নিবিষ্ট ভীষণ বনানী নামকরণ করা হইয়াছিল। সিন্ধুনদের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত ৭৪০০ ফুট উর্ধ পর্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণস্থান আর্য্যদের নিকট ঠিক সেই রূপ পবিত্র, ইহুদীদিগের নিকট জঙ্গলাকীর্ণ সীনা পর্ব্বত যেরূপ পবিত্র। প্রথম হইতেই যে ঐস্থান আর্য্যদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র ও পূজ্যছিল সংস্কৃত পদাবলী হইতেও তাহা জানিতে পারাযায়। স্মরণাতীত কাল হইতে ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর নিকট এই "মহাবন" তীর্থস্থান হইয়া রহিয়াছে। এই পবিত্র পর্ব্বতের শীর্ষদেশে দাঁড়াইয়া অর্জ্জুন একক এক প্রধান দেবতার [মহাদেব] বিরুদ্ধে লড়িয়া যদিও বহু যুগ পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত এব্রাকুব পয়গম্বরের ন্যায় পরাজিত হইয়াছিলেন তবুও তিনি সেই দেবতার নিকট হইতে বর স্বরূপ এমন একখানি অমোঘ অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন যাহা হাতে থাকিলে সর্ব্বক্ষেত্রে জয় অপরিহার্য হইতে পারে। যে সময় হিন্দু যোগী এই পবিত্র পর্ব্বতপাদপ্রান্তে জীবনোৎসর্গ করেন,স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহাদিগকে একান্তই ভাগ্যবান বলিয়া মনেকরা হইয়া আসিতেছে। পুরাতন কাহিনী হইতে আরও জানা যাইতেছে যে, আত্মশুদ্ধির জন্য মুনিঋষিগণও এই স্থানে আসিয়া কঠোর যোগ সাধনায় নিরত হইয়াছেন।

[৭ সাত বৎসর পূর্বে মৎকর্তৃক (হাণ্টার) রচিত এবং কলিকাতা কোয়ার্টারলি রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে এই অংশটুকু গৃহীত হইল]

হিন্দুর সেই দুর্গম তীর্থ স্থানকে কেন্দ্র করিয়া বিদ্রোহী মুজাহিদ দল তাহাদের ঘাটি স্থাপন করিয়াছে। সিন্ধুনদের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত কৃষ্ণপর্ব্বতে যেসমস্ত অর্দ্ধসভ্য উপজাতি বাস করে তাহারা যেমনই দুর্দ্ধর্ষ তেমনি ইংরেজ বিদ্বেষী। এই এলাকায় কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রিয়াসত (রাজ্য) আছে, তাহারা ইংরেজের অগ্রসর নীতিতে ভীত হইয়া সর্বদা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে অভ্যস্ত। তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধার্থ এবটাবাদে আমাদিগকে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ঘাটি স্থাপন করিতে হইয়াছে। বিদ্রোহী মুজাহিদ দল এই স্থানে ঘাটি স্থাপন পূর্বক জেহাদী প্রচারণা ও সংগঠন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চালাইয়া দেওয়ায় উপজাতীয়দের উৎসাহ উদ্যম অত্যন্ত-বৃদ্ধি পাইয়া যায়। কিন্তু মুজাহিদ দল কর্তৃক প্রবর্তিত ওশর বা উৎপন্ন ফসলের একদশমাংশ এবং অন্যবিধ ধর্মীয় চাঁদা আদায়ের দরুণ উপজাতীয়রা যে অসুবিধা বোধ করিয়া থাকে, সে জন্য তাহাদের একতায় মাঝে মাঝে ভাঙ্গন ধরিয়া অনৈক্য সৃষ্টি করিতে দেখা যায়। সেই উপজাতীয়দের মধ্যে যে অফুরন্ত ধর্মীয় উন্মাদনা এবং তীব্র ইংরেজ-বিদ্বেষ বিদ্যমান রহিয়াছে উহাই তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ একতার ভূমিতে টানিয়া আনিয়া থাকে। সেই সংগে বৃটিশ সীমান্তের এপারে অবস্থিত ধনাঢ্য হিন্দু প্রতিবেশীদের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠনের প্রলোভন যুক্ত হওয়ায় অবস্থাকে আরও সঙ্কট সঙ্কুল করিয়া রাখিয়াছে। (এই দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধোন্মাদগ্রস্ত পাঠানগণ সংখ্যায়ও প্রচুর। মাত্র সওয়াত রাজ্যের অধিবাসীর সংখ্যা হইতেছে ৯৬০০০ ছিয়ানব্বই হাজার এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই অন্তর ইংরেজ বিদ্বেষে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পক্ষান্তরে কাফেরদিগের বিরুদ্ধে জেহাদ করাকে তাহারা পুরুষানুক্রমিকভাবে একান্তই পুণ্য কার্য বলিয়া বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিতেছে। এই জেহাদ বা ধর্ম-যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একজন নির্মল স্বভাব এবং নির্লোভী ত্যাগপ্রবন সাহসী ধর্মগুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও তাহারা আস্থাশীল। কারণ শরীয়তের বিধান মতে যখন কোন মুজাহিদদল পার্থিব ধন সম্পত্তি ও যশ খ্যাতির লোভ নেশা শূন্য ত্যাগী ও সাহসী ধর্মগুরুর নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া সত্যের জন্য যুদ্ধকরে, তখনই উহা জেহাদ নামের যোগ্য হইতে পারে এবং সেই যুদ্ধে যাহারা নিহত হয় তাহারা বেহেশ্‌তবাসী হইয়া খোদার অশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকে। অপিচ তাহারাই শহীদের গৌরবান্বিত উপাধিতে ভূষিত হওয়ার অধিকারী।

১৮৬৩ অব্দে তাহাদের বিরুদ্ধে লড়িয়া আমরা যে শিক্ষা লাভ করিয়া ছিলাম তাহা হইতেছে এই যে, মুজাহিদ দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার মানে হইতেছে দুনিয়ার মধ্যে অসম সাহসী তিপ্পান্ন সহস্র বীরের সম্মুখীন হওয়া।

এই উপজাতীয়দের সামরিক শক্তি বুঝাইবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক দফতর হইতে সংগৃহীত এবং ফ্রন্টিয়ার গেজেটিয়র কর্ণেল ম্যাকরিগারির দ্বারা সংশোধিত উপজাতীয় যোদ্ধাদের সংখ্যা সমষ্টি উপস্থিত করিতেছি। যথা হোসেন জাই, ২০০০ দুই সহস্র জন, আকাজাই ১০০০ এক সহস্র, আত্তমানজাই ৬০০০ ছয় সহস্র, মাদখিল কাবিলা ৪০০০ সহস্র, অমোজাই ১৫০০ পনর শত, কাবিলা আদুন ৪সহস্র, কাবিলা মাদখিল ২০০০ সহস্র কাবিলা মুনির খিল ১২০০০ দ্বাদশ সহস্র। কাবিলা বাজুর খিল ৩০০০ তিন সহস্র, কাবিলা রাণী জাই ২০০০ দুই সহস্র, কাবিলা দীর ৬০০০ ছয়-সহস্র, সওয়াতের উপজাতি ১০০০০ দশ সহস্র, সমষ্টি ৫৩৫০০ তিপ্পান্ন হাজার পাঁচ শত। ১৮৬২ সালের একটি যুদ্ধে ইহারা আমাদের বিরুদ্ধে ৬০০০০ ষাট সহস্র উৎকৃষ্টযোদ্ধা উপস্থিত করিয়াছিল।

একেইতো অঞ্চলটি অত্যন্ত দুরধিগম্য, তার উপর আবার আমাদের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর পরিচালকদের পক্ষে উপজাতীয়দের মনোবৃত্তি এবং তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করা কষ্টকর হওয়ায় তাহাদিগকে সর্ব্বদাই সন্দেহ দোলায় দোলায়িত হইয়া আশঙ্কান্বিত অবস্থার মধ্যে থাকিতে হয়, তাতে আবার যদিই বা মুজাহিদ বাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভবপর হয়, তাহাহইলেও তাহারা এরূপ ঘন সন্নিবিষ্ট বনানীর মধ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে যে, তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনের কথা কল্পনাতেও স্থান পায়না। ইহাদের বিরুদ্ধে ১৮৬৩ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে স্যার নেভিল চেম্বারলেনের নেতৃত্বে ৭০০০ সপ্ত সহস্র বৃটিশ সৈনিক দ্বারা গঠিত একটি বাহিনী প্রেরিত হয়। সেই সংগে এই বাহিনীতে নিয়মিত ভারতীয় পদাতিক ছিল ৭১৫০ জন, নিয়মিত অশ্বারোহী ছিল ২০০ শত, গোলান্দাজ ২৮০। এতদ্ব্যতীত সিভিল কমিশনারের অধীনে এক সহস্রের অধিক অনিয়মিত ফৌজ এবং ১৩টি কামান ছিল। সেই সংগে কামান ও অন্যান্য বারবরদারির জন্য ৪০০০চারি হাজার খচ্চর ও অন্যান্য যানাদি ছিল। দার বন্দের জন্য ৩৫০ জন ইউরোপীয় পদাতিক, ২৫০ জন ভারতীয় পদাতিক, ৩টি কামান। তুবিলার জন্য ভারতীয় সৈনিকের এক কোয়ার্ড'ন ও অন্যান্য সৈন্য। টোচির জন্য ১৫০ জন হিন্দুস্থানী অশ্বারোহী ও ১৫০ জন পদা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তিক এবং ২টি কামান। এবটাবাদের জন্য এক কোম্পানী হাইলাণ্ডার, ৫০ জন গুরখা এবং এক কোম্পানী পাঞ্জাবী পদাতিক, ৫০ জন অশ্বারোহী ৩টি কামান। রোস্তম বাজারের জন্য ৩০০ ভারতীয় অশ্বারোহী এবং মার্দান গাইড কোর, পেশোয়ারের জন্য বিভিন্ন ধরণের গোলান্দাজ ও হিসারবাহিনীর একটি ইউরোপীয় রেজিমেন্ট নিযুক্ত ছিল। রাওলপিণ্ডির জন্য ভারতীয় সৈনিকের এক রেজিমেণ্ট এই দলে ১১২ জন সৈনিক, তোপ খানার এক বেটালিয়ন, হাইলাণ্ডারের এক কোম্পানী, সদর বাজারের জন্য ১৫২ জনের একটি কোম্পানী। কোহাটের জন্য ২টি তোপ, ভারতীয় সৈনিকের দুই কোয়ার্ডন, পাঞ্জাবী পদাতিকের এক রেজিমেণ্ট। বান্নুতে ২টি তোপ, পাঞ্জাবী পদাতিকের ২টী রেজিমেণ্ট এবং ডেরা ইসমাইল খানের জন্য ২টি তোপ, পাঞ্জাবীরে অশ্বারোহীর একটি রেজিমেণ্ট এবং পাঞ্জাবী পদাতিকের একরে জিমেণ্ট। বলাবাহুল্য বহু চেষ্টাচরিতের দ্বারা সমগ্র পাঞ্জাব ছাঁকিয়া এই সকল সৈনিক ও সরঞ্জাম সংগৃহীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে উহাদের একটি কালেম কুচ করিয়া অত্যন্ত বিপদ সঙ্কুল ঘন বনানী সম্বলিত আম্বিলা নামক স্থানে উপনীত হয়। আমাদের সামরিক ছাউনীর হেফাজতের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক সৈনিক বিদ্যমান ছিল এবং তাহাদের পৃষ্ঠ দেশ রক্ষার জন্যও পদাতিক অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ প্রভৃতি বিভিন্ন দলের সমবায়ে একটি শক্তিশালী মুরচা গঠিত হইয়াছিল। আমাদের অগ্রগামী বাহিনীর পৃষ্ঠ দেশকে এই ভাবে সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। ২০শে অক্টোবর তারিখে জেনারেল চেম্বারলেনের নিকট সংবাদ পৌছিল যে, উপজাতীয়দের মধ্যে যাহারা আমাদের প্রতি বন্ধুত্বভাব পোষণ করিয়া আসিতেছে তাহাদের অন্তরও টলটলায়মান হইয়া পড়িয়াছে এবং উহার দুইদিন মাত্র পরে ভাইসরয়ের নিকট এই মর্মে তার প্রেরণ করিতে হইল যে, পশ্চাদপসরণ ব্যতীত আমাদের সম্মুখে উপায়ান্তর দেখা যাইতেছেনা। ২৬শে নবেম্বর তারিখে উপজাতীয়রা সম্মিলিতভাবে আমাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিল এবং সংগে সংগে রাওলপিণ্ডির অধিবাসীবৃন্দ আমাদের অগ্রগামী বাহিনীর সম্মুখভাগ আক্রমণ করিয়া বসিল। উহার পরক্ষণেই সওয়াতের পীর সাহেবও [এই পীরের নাম আবদুল গফফার খান। তিনি সাধু স্বভাব বিশিষ্ট দরবেশ। ইউছফজাই উপজাতির উপর তাঁহার বিস্ময়কর প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সমগ্র উপজাতীয় পাঠানগণ তাঁহার প্রতি একান্তভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণ করিত] আমাদের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের শত্রুদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই সময়ে সেনাপতির নিকট হইতে "আরও সাহায্য চাই, আরও সাহায্য চাই" বলিয়া মুহুর্মুহুঃ ভাইসরয়ের বরাবরে তার প্রেরিত হইতেছিল। উহার ফলে ফিরোজপুর রেজিমেণ্টের একটি অংশকে এবং সেই সঙ্গে পেশোয়ার রেজিমেণ্টকে পশ্চিম দিকে কুচ করার আদেশ প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত শিয়ালকোট হইতে ৯৩ সংখ্যক হাইলাণ্ডার বাহিনী ও লাহোর হইতে ২৩ ও ২৪ সংখ্যক ভারতীয় পদাতিক বাহিনী দ্বয়কেও গমনের আদেশ প্রদত্ত হইল। এই ভাবে এক সপ্তাহের মধ্য পাঞ্জাবের সামরিক ছাউনী সমূহ এরূপভাবে সৈন্যশূন্য করা হইল যে, পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের পক্ষে গবর্ণরের দেহরক্ষার্থে একটি গার্ড গঠনের জন্য ২৪জন সৈনিক সংগ্রহ করাও অসম্ভব হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে মুজাহিদ বাহিনী বিপুল শক্তিতে শক্তিমান হইয়া আমাদের সৈনিকদলকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে আফ্গালিন সহকারে অগ্রসর হইতেছিল। আমাদের বাহিনীর অবস্থা সেই সময় এতই শোচনীয় যে, অগ্রসর হইয়া শত্রুর আফ্গালিনের সম্মুখীন হওয়া দূরের কথা, পশ্চাদপসরণ করাও বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। এস্থলে একটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতীয়গণ বাল্যকাল হইতেই এই সমস্ত নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ পার্ব্বত্য এলাকায় চলাচল করিতে অভ্যস্ত এবং উহার রাস্তাঘাটও তাহাদের জানা আছে। এই আক্রমণ তাহাদের পক্ষে যে সুবিধাজনক হইবে সেকথা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন করেনা। সুতরাং এই অভিযান আমাদের পক্ষে কিরূপ বিপদ সঙ্কুল এবং কতদূর ক্ষতিকর হইয়াছিল তাহা বুঝাইবার জন্য জনৈক অফিসারের রোজনামচা হইতে উহার কিঞ্চিৎ অংশ উপস্থিত করিতেছি।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্পেন বিজয়

(নাটক)

নাটকে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয়।

১। মুসা— আরিব বাহিনীর প্রধান সেনাপতি
২। তারিক— ঐ সেনাধ্যক্ষ
৩। আব্দুর রহমান— ,, ,,
৪। তারিফ— ,, ,,
৫। সাফকির— দার্শনিক ইসলাম প্রচারক
৬। রডারিক— স্পেনের রাজা
৭। জেমস্— ঐ বালক পুত্র
৮। ড্রেপার— ঐ মন্ত্রী
৯। জুলিয়ান— সিউটার শাসনকর্ত্তা
১০। ফিলিপ— ঐ ভ্রাতা
১১। টম— জনৈক গ্রাম্য লোক
১২। জলি— ,, ,, ,,
১৩। জেকসন— ,, ,, ,,
১৪। পেট্রিক— জনৈক কৃষক
১৫। ১ম মোসাহেব
১৬। ২য় মোসাহেব
১৭। প্রহরী, দূত ও মুসলিম সৈনিকবৃন্দ।

—::—

প্রথম অঙ্ক

(১ম দৃশ্য)

স্থান— উত্তর আফ্রিকায় ভূমধ্য সাগরের উপকূল। [কাল- প্রভাত (একদল মুসলিম সৈন্যের কুচ কাওয়াজ করিতে করিতে প্রবেশ)

গান

বিমানে উড়িছে নিশান মোদের, আমরা মোজাহিদ তরুণ বীর ॥
বুকেতে মোদের আল্‌কোরান, মুখেতে সদা ধ্বনি তকবীর ॥
মানুষের শুনাই আমরা গান, মরদেহে সঞ্চারি নবীন প্রাণ,
সবের কণ্ঠক সরায়ে দিয়ে মুছাই ব্যথিতের নয়ন-নীর।
বিমানে উড়িছে নিশান মোদের আমরা মোজাহিদ তরুণ বীর ॥
বাহুতে মোদের অসীম শক্তি, হৃদয়ের মাঝে গভীর ভক্তি,
অত্যাচারীর খড়্গ রোধি মোরা, চূর্ণ করি জালিমের উন্নত শির ॥
বিমানে উড়িছে নিশান মোদের আমরা মোজাহিদ তরুণ বীর ॥
নাহি ভেদাভেদ আজমী আরবী, মুসলিম মোরা মুসলিম সবি!
তাইত মোদের ধর্ম্মের দুয়ারে যত বঞ্চিত মানব করে ভীড়।
বিমানে উড়িছে নিশান মোদের আমরা মোজাহিদ তরুণ বীর ॥
বিপদের মাঝেই চরম দীক্ষা, এই মোদের প্রিয় নবীর শিক্ষা,
আল্লাহ সহায় সম্পদে আপদে, রই মোরা ধর্ম্মে অটল স্থির।
বিমানে উড়িছে নিশান মোদের আমরা মোজাহিদ তরুণ বীর ॥

—::—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(২য় দৃশ্য)

স্থান প্রাসাদ কক্ষ। কাল-রাত্রি

কাউণ্ট জুলিয়ান একাকী

জুলি—কর্তব্য করেছি। দুর্ধর্ষ আরব বাহিনীকে বাধা দিয়ে—পবিত্র ভূমি সিউটার ভিতর দিয়ে তাদের অবাধ গতি পথকে রুদ্ধ করে দিয়ে আমি বীরের ধর্ম পালন করেছি। কিন্তু কতদিন আর তাদের এভাবে ঠেকিয়ে রাখতে পারবো? আরবগণ ধর্ম বলে বলীয়ান, ধর্ম-যুদ্ধে জীবন দান করে শহিদী দর্জা পাবার জন্য উদগ্রীব আর স্পেনীয় বাহিনী ভীত আতঙ্কগ্রস্ত। আরব বাহিনীর নামে তাদের অন্তরে জেগে উঠে মৃত্যুর বিভীষিকা। সুদক্ষ সৈন্য ও রণ সম্ভারের জন্য স্পেনরাজ রডারিকের কাছে দূত পাঠিয়েছিলুম। কিন্তু বিলাসী ও মদ্যপায়ী রাডরিক আজ পর্যন্তও তার কোন সাড়া দিলেনা। হয়ত নর্তকীদের নূপুরধ্বনি ও গানের লহরী ভেদ করে আমার এ আবেদন তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে পারেনি। সাহায্য আসুক বা না আসুক তথাপি আমাকে কর্তব্য পথে অগ্রসর হতেই হবে। হয়ত আমারই হৃদয় শোণিতে বিজয়ী আরব বাহিনীর পথ রক্তিম হয়ে উঠবে, তবুও আমাকে কর্তব্যে অটল থাকতে হবে।

(ফিলিপের প্রবেশ)

ফিলিপ - দাদা-

জুলি—কে, ফিলিপ? এস।

ফিলিপ—দাদা, আপনাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? আপনার সদা প্রফুল্ল বদনমণ্ডলে আজ চিন্তার কালরেখা দেখতে পাচ্ছি।

জুলি—একটা বিরাট যুদ্ধের দায়িত্ব আমার স্কন্ধে—চিন্তা করতে হবে বৈ কি?

ফিলিপ—কিন্তু যুদ্ধ ত আজ আরম্ভ হয়নি। যখন আরব বাহিনী প্রথম এসে আমাদের রাজ্যের সীমানায় যুদ্ধের দামামা বাজাল তখন আপনার চোখে মুখে যেকি উৎসাহের দীপ্তি, আপনার উৎসাহ বাক্যে আমাদের সৈন্যরা নতুন প্রাণ ফিরে পেল, নতুবা উত্তর আফ্রিকা বিজয়ী আরব বাহিনীর নাম শুনে আমাদের সেনাবাহিনী ত হতাশ হয়ে পড়েছিল।

জুলি—তা সত্যি! আমি সৈন্য ও রণসম্ভারের জন্য মহামান্য রডারিকের নিকট আবেদন জানিয়ে ছিলুম, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন জবাব পেলাম না।

ফিলিপ—দাদা—

জুলি—কি ভাই?

ফিলিপ—যদি অপরাধ মনে না করেন, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি দাদা।

জুলি—বল ফিলিপ বল। তোমার কোন কাজে কোন অপরাধ কোন দিন তোমার দাদা ধরেছিল ভাই? যেদিন মা মৃত্যু শয্যায় তোমার হাত আমার হাতে দিয়ে বললেন, জুলিয়ান, পিতৃহারা ফিলিপ শুধু তোর সহোদর ভাই নয়, সে তোর নিকট আমার গচ্ছিত ধন, তাকে বুকের ভিতর আগ্‌লে রাখিস, তাকে যদি কোন ব্যথা দিস্ তাহলে সে ব্যথা আমারই বিদেহী আত্মার উপর পড়বে। সেই দিন থেকে তোমাকে যে আর আলাদা করে চিন্তা করতে পারিনা। তাই তোমার দোষ আমারই দোষ বলে ধরে নেই।

ফিলিপ—তা আমি জানি দাদা, তাই আপনাকে আজ আমি এমন একটা প্রশ্ন করতে সাহস করছি যার অপরাধ রাজদ্রোহের—শাস্তি—মৃত্যু দণ্ড।

জুলি—কিন্তু ভ্রাতৃপ্রেম রাজ ভক্তির চেয়েও বলবান। যাক কি প্রশ্ন করতে চেয়েছিলে ফিলিপ?

ফিলিপ—যে রডারিক আপনার শ্বশুরের নিকট হতে বলপূর্বক সিংহাসন কেড়ে নিল—তার সিংহাসন রক্ষার জন্য আপনার এত বীর বিক্রমে জীবন পণ করে যুদ্ধ করা কেন?

জুলি—রডারিকের রাজ্য রক্ষার জন্য আমার এ জীবন-পণ যুদ্ধ নয়—আমার এ জীবন উৎসর্গ করা স্পেনের মানের জন্য—ইজ্জত রক্ষার জন্য। আজ যদি আমি রডারিকের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে যেয়ে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেই, পৃথিবীর ইতিহাসে স্পেনের নামে বীভৎস কলঙ্ক রেখা পড়ে যাবে, আমাকেও কলঙ্কিত হ'তে হবে, বিশ্বাসঘাতক বলে—আর আরব বাহিনীর গতিপথ যদি এখানে রুদ্ধ করে না দেওয়া যায়, তাহলে আফ্রিকা বিজয় সমাপ্ত করে তারা রণোন্মাদনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমারই মাতৃ-ভূমি স্পেনের উপর। এদেহে প্রাণ থাকতে আমি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমার মাতৃভূমি বর্বর আরব বাহিনী দ্বারা কলুষিত হতে দেবনা।

ফিলিপ—কিন্তু দাদা। একটি বিরাট সাম্রাজ্য যারা সুশৃংখল ভাবে শাসন করছে, বর্বরতাই কি তাদের প্রধান অবলম্বন? সুদূর ইরান হতে আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত যাদের পদানত—যাদের ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে কোটি কোটি মানব আশ্রয় গ্রহণ করছে, তাদের ভিতর নিশ্চয়ই মহৎ হৃদয় ও তীক্ষ্ণ মেধার অভাব নেই।

জুলি—হয়ত হবে—

ফিলিপ্—আমি শুনেছি মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফাগণ চরিত্রে ও ন্যায় বিচারে আমাদের ধর্মগুরু যীশু খৃষ্টের ন্যায়।

জুলি—ফিলিপ!

ফিলিপ্—দাদা!

জুলি—তারা আমাদের শত্রু, হয়ত তাদের মধ্যে অনেক ভাল লোকও আছেন। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে একটা হীন ধারণা আমাদের মনে থাকা কি ভাল নয়? এতে আমাদের নৈতিক বল অনেকখানি বেড়ে যাবে এই ভেবে যে আমরা যুদ্ধ করছি একটা বর্বর জাতির অত্যাচার হতে নিজের দেশের মান রক্ষার জন্য।

ফিলিপ—তা অবশ্য নিশ্চয়ই।—যাক এরমধ্যে ফ্লোরিন্দার কোন সংবাদ পেয়েছেন?

জুলি—না, প্রায় মাসাধিক হল তার কোন পত্রাদি পাইনি। যুদ্ধের ব্যস্ততায় ওদিকে আমার দৃষ্টি দেবার ফুরসতই নেই।

ফিলিপ—ফ্লোরিন্দা অনূঢ়া, আমার মনে হয় এ-সময় তাকে আর মদ্যপায়ী উচ্ছৃংখল রডারিকের প্রাসাদে রাখা উচিৎ নয়।

জুলি—তোমার এ আশঙ্কা বড়ই অমূলক। রডারিকের উপর বিদ্বষ বশতঃই তোমার এরূপ কল্পনা করা সম্ভব হয়েছে। রডারিক যতই উচ্ছৃংখল হউক না কেন, আমার মায়ের দিকে কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সে সক্ষম হবেনা। আর তা ছাড়া সেখানে রয়েছে তার সমবয়স্কা সখী রডারিকের কন্যা ওলিভা। আমি তাদের দুজনের অন্তরঙ্গতা দেখেছি। আমার মনে হয় ফ্লোরিন্দার কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে সে বুক পেতে তাকে রক্ষা করবে। আমি সেই সাহসেই তাকে সেখানে রেখেছি।

ফিলিপ—এখন তার বিবাহের বন্দোবস্ত করা দরকার।

জুলি—যুদ্ধের ভাবনাটা আগে মিটে যাক। তার পর তাকে আমি সৎপাত্রস্থ করে—রাজ্যের ভারটা তোমাকে দিয়ে নিশ্চিত মনে পরম পিতার আরাধনা করব।

(জনৈক পত্র বাহকের প্রবেশ)

পত্র বাহক—বন্দেগী জনাব।

জুলি—কি সংবাদ দূত?

পঃ বাঃ—মহামান্য স্পেনরাজ রডারিকের কন্যা ওলিভা আপনার নামে পত্র পাঠিয়েছেন।

(পত্র প্রদান)

জুলি—মা আমার স্নেহের অফুরন্ত ভাণ্ডার। আচ্ছা তুমি যেতে পার দূত।

(পত্র বাহকের প্রস্থান)

ফিলিপ, পত্রে পড়ে শুনাওত মা আমার কি লিখেছে।

(ফিলিপকে পত্র প্রদান)

ফিলিপ—বোধহয় সংগ্রাম রত বীর পুত্রের জন্য আশীষ বাণী পাঠিয়েছেন। (পত্র খুলিয়া পড়িতেলাগিল) "অতঃপর তাহার নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন সতীত্ব গত-রাত্রে স্নেহের বোন অসহায়া ফ্লোরিন্দার সতীত্বতাহার অনিচ্ছায় কলুষিত হয় আমারই উচ্ছৃঙ্খল লম্পট পিতার দ্বারা।"

জুলি—তার পর?

ফিলিপ—ফ্লোরিন্দা সে অপমান সইতে না পেরে সংসার হতে চিরতরে বিদায় নিয়েছে!

জুলি—তবে কি আত্মহত্যা করেছে?

[জুলিয়ার মূর্চ্ছা প্রাপ্তি]

ফিলিপ—এসংবাদ আপনাকে দেবার জন্য আমারও জীবন নিরাপদ থাকবেনা। আপনি ধীর, প্রতিকার করুন। (পত্র বন্ধ করিল) দাদা একি? (জুলিয়ানের মস্তক নিজক্রোড়েলইয়াহাতবুলাইতেবুলাইতেঃ দাদা,দাদা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আপনি যদি অপ্রকৃতিস্থ হন তাহলে আমরা কি করব দাদা?

জুলি—(চক্ষু মেলিয়া) মা ফ্লোরিন্দা কাঁদছিস্? কাঁদছিস্ কেন মা? তোর অধম সন্তান জীবন বিনিময়েও এর প্রতিশোধ নেবে। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!

ফিলিপ—দাদা—দাদা—

জুলি—কে ফিলিপ? পড়েযাও, তারপর ওলিভা মা আমার কি লিখেছে পড়েযাও।

ফিলিপ—আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন দাদা, আমি সব পড়ে শোনাব এখন।

জুলি—(উঠিয়া বসিয়া) আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। ক্ষণিক উত্তেজনা বশে আমি অপ্রকৃতিস্থ হয়েছিলুম। এখন আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। পড়ে যাও—পড়ে যাও।

ফিলিপ—(আবার পড়িতে লাগিল) এ-সংবাদ আপনাকে দেবার জন্য আমারও জীবন নিরাপদ থাকবেনা। আপনি বীর, এর প্রতিকার করুন।

জুলি—প্রতিকার! হাঁ। প্রতিকার! পাষণ্ড রডারিক! মা ফ্লোরিন্দাকে তুমি নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছ—সে অপমান সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে; মা ওলিভাকেও তুমি হত্যা করবে। মনে করেছ তোমার এ অত্যাচারের স্রোত বন্ধ করবার জন্য পৃথিবীতে কারও জন্ম হয়নি। আমার শ্বশুরের নিকট হতে বলপূর্বক সিংহাসন কেড়ে নেওয়ার জন্য কোন প্রতিবাদ করিনি—ভেবেছিলে কাউন্ট জুলিয়ান ভীরু, কাপুরুষ। কিন্তু তা নয়; স্পেনের প্রান্তসীমায় আরব বাহিনী উদ্যত অসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তাই গৃহ বিবাদে লিপ্ত হইনি। কিন্তু কোথায় স্পেন? কোথায় রাজা? যেখানে রাজা স্বয়ং রক্ষক হয়ে ভক্ষক, সেখানে স্বাধীনতার কি মূল্য?

ফিলিপ—দাদা ফ্লোরিন্দা মরে গিয়ে আমাদের জন্য এক নতুন ইংগিত দিয়ে গেছে। স্পেনের দিকে চেয়ে দেখুন শত শত ফ্লোরিন্দা নিজেদের মান ইজ্জত বাঁচাবার জন্য কাতর কণ্ঠে ফরিয়াদ করছে। আসুন দাদা, আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে তাদের রক্ষা করার জন্য এই মুহূর্তে স্পেন রাজ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

জুলি—প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য মন আমার উদগ্রীব। যতদিন না যেখানে মা ফ্লোরিন্দা মরেছে সেখানে অত্যাচারী রডারিককে শূলে দিতে পারব ততদিন পর্যন্ত আমার মনে শান্তি আসবেনা। রডারিকের মস্তকই আমার লক্ষ্যস্থল। ফিলিপ! আমার সৈন্যদের আরব বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দাওগে।

ফিলিপ—দাদা, রডারিকের বাহিনী বিরাট এবং রণসম্ভার বিপুল। কাজেই তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে আমাদের আরও সৈন্য সংগ্রহ করা চাই এবং যদি প্রয়োজন পড়ে তবে—

জুলি—তবে?

ফিলিপ—তবে আমাদের মুসলিম বাহিনীর সংগে যোগ দিয়েই এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে—

জুলি—ফিলিপ!

ফিলিপ—হাঁ দাদা, ফ্লোরিন্দা যে স্থানে নিজের মান কলুষিত হবার ভয়ে করুণ আর্তনাদ তুলে সাহায্য প্রার্থনা করেছে, তার আকুল ক্রন্দন রাজ প্রাসাদের পাষাণ দেয়ালের মর্মে মর্মে বিঁধে রয়েছে তবু রডারিকের নিষ্ঠুর হিয়ায় একটু চাঞ্চল্যও আনতে পারেনি। রাজা রক্ষক হয়ে যেখানে সতীর মর্যাদা নষ্ট করেছে, সেখানে বেদুঈন আরবজাতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে আপনার এত আপত্তি কিসের?

জুলি—আপত্তি? হ্যাঁ, না, আপত্তিত আমি করিনি।

ফিলিপ—তবে চলুন দাদা, আমরা আরব সেনাপতি মুসার সঙ্গে এ বিষয়ে শীঘ্রই আলোচনা করিগে।

জুলি—তবে তাই হোক। তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। তুমিও প্রস্তুত থেক। (প্রস্থান)

ফিলিপ—হায় স্পেন! হায় আমার হতভাগা মাতৃভূমি! আজ তোমার স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক হয়ে নিজ হস্তে তোমাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরাতে যাচ্ছি। ক্ষমা কর মা।

(৩য় দৃশ্য)

স্থান শিবির প্রাঙ্গন। কাল—অপরাহ্ণ।

আরব সেনাপতি মুসা তারিক, আবদুর রহমান, তারিফ প্রভৃতি সেনাধক্ষ্য সহ পদচারণা করিতেছেন।

মুসা—সিউটীর অধিপতি কাউন্ট জুলিয়ান তিনদিনের যুদ্ধ বিরতির আবেদন জানিয়ে দূত পাঠিয়েছিল। তাঁরই আবেদনক্রমে তিন দিন যুদ্ধ স্থগিত থাকবে। অপরাজেয় মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধের নেশায় পেয়েছে, বিশ্রাম কাকে বলে তা তারা জানেনা। তারিক! তুমি তাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিশ্রামের সব বন্দোবস্ত ঠিক করে দিয়েছ ত ?

তারিক—সালারে আজম ! আপনার আদেশে তাদের সম্ভাব্য আরাম আয়েশের বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। এই তিন দিন তাদের আটলাসের উপত্যকায় শিকারের অধিকারও আমি দিয়েছি।

তারিক—কিন্তু এই বিক্ষিপ্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে যদি জুলিয়ান আমাদের অক্রমণ করে ?

তারিক—আমি সৈন্যদের আটটি দলে বিভক্ত করে দিয়ে সীমান্ত পাহারার ব্যবস্থা করেছি। অবশিষ্ট সৈন্য যেখানেই থাকুকনা কেন, তাদের পরস্পরের ভিতর এমন যোগসূত্র থাকবে যে, একটি মাত্র ইঙ্গিতে তারা আবার সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হতে পারবে।

মূসা—আশ্চর্য্য তোমার বুদ্ধিমত্তা ও রণকৌশল তারিক! তাই আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তোমাকেই এই গুরু দায়িত্ব দিয়েছি।

তারিফ—আমার মনে হয়, জুলিয়ান রডারিকের কাছে সাহায্য চেয়েছিল, তা আসতে এখনও বাকী আছে, তাই সে আমাদের সঙ্গে কালহরণের কুটিল কৌশল অবলম্বন করছে। উপযুক্ত সৈন্য ও রণ সম্ভার নিয়ে সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের বাহিনীর উপর। আমার মতে এ ভাবে যুদ্ধ বিরতির চুক্তিতে সম্মতি দিয়ে আমরা ভাল করিনি। আমাদের উচিত ছিল কাল বিলম্ব না করে জুলিয়ানের হতবল অবশিষ্ট সৈন্যকে বিধ্বস্ত করে দেওয়া। তা না হলে—

মূসা—আমরা শুধু দেশই জয় করতে আসিনি তারিফ! আমরা এসেছি মানুষের হৃদয় জয় করতে! আমরা চাই, আমাদের শক্তির সঙ্গে বুদ্ধির, বীরত্বের সঙ্গে ন্যায়বিচারের এবং নির্ভীকতার সংঙ্গে চরিত্রের অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখে স্পেনবাসী উপলব্ধি করুক, কোন্ জিনিষ আমাদের এমন দুর্ধর্ষ অপরাজেয় করে তুলেছে! তারাও ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করুক। সুদূর ইউরোপও ইসলামের বাণী লাভ করে ধন্য হোক।

তারিক—বিধর্মীদের বিপুল বাহিনী দেখে আমাদের ভয় পাওয়ার কোন কারণই নেই ভাই তারিফ, আমরা যদি সাচ্চা ঈমানদার হই আমাদের অন্তরে যদি তৌহিদের অম্লান জ্যোতি প্রতিভাত হয়, তবে লক্ষ লক্ষ বিধর্ম্মী সেনা সেই জ্যোতিতে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। আমরা দেখেছি, সাচ্চা ঈমানদার মুষ্টিমেয় মুসলিম বাহিনী কিরূপে বিধর্ম্মীদের বিপুল বাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছে।

তারিফ—আমার উক্তির জন্য আমি লজ্জিত। আপনার উৎসাহদীপ্ত বাণী আমার প্রাণের সব কুটিলতা দূর করে দিয়েছে। ইসলামের বিজয় পতাকা সমুন্নত রাখবার জন্য আপনাদের আদেশ পালন করতে আমার প্রাণে আর কোন সংশয়ই নেই।

মূসা—হ্যাঁ ইসলামের বিজয় নিশান দেশে দেশে বয়ে নিয়ে তৌহিদের জ্যোতি অজ্ঞানান্ধ মানব হৃদয়ে জ্বালিয়ে দেওয়াই প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। সে-কর্তব্য হতে যদি বিচ্যুত হই, তবে হাশরের মাঠে নূর-নবী রছুলুল্লার সংগে দেখা করব কোন মুখে ? সেদিন যদি তিনি বলেন, তোমাদের প্রচারের অভাবে আজ কোটি কোটি মানব ইসলাম বরণ করে না নেওয়ার জন্য দোজখের শাস্তি ভোগ করছে—তার কি জবাব দেব ? তাই প্রত্যেক মুসলমানের শুধু নিজের ধর্ম্মপালন করলেই চলবে না—তাকে সেই বাণীও প্রচার করতে হবে।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী—সিউটার অধিপতি কাউণ্ট জুলিয়ান ও তাঁর ভাই ফিলিপ সালারে আজমের দর্শন প্রার্থী।

সকলে—কাউণ্ট জুলিয়ান !

প্রহরী—তাঁরা তাই বলে পরিচয় দিলেন। আমি তাঁদের শিবিরের বাইরে রেখে এসেছি; আপনার আদেশ পেলেই এখানে নিয়ে আসতে পারি।

মুসা—তাঁকে সসম্মানে নিয়ে এস। (দূতের প্রস্থান) জুলিয়ানের আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা হয় তারিক ?

তারিক—বোধ হয় মুসলিম শৌর্য্যে ভীত হয়ে সন্ধি প্রার্থনার জন্য এসেছে।

তারিফ—তার জন্য একটা দূত পাঠালেই হত। স্বয়ং তাঁদের আসার কোন প্রয়োজনই ছিলনা।

তারিক—তবে কি যা মনে ভেবেছি তাই ?

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সেই পতনোন্মুখ জাতির ইতিহাসের পুনরাভিনয় হবে? কাউন্ট জুলিয়ান স্পেন রাজের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করে স্পেন রাজ্য আক্রমণ করার জন্য আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করবে?

মুসা—হয়ত তাই হবে। কিন্তু ছলনার আশ্রয়ে কোন দেশ জয় করলে আমাদের কলঙ্ক হবে। আমরা চাই সরলতা—ইসলামে কুটিলতার স্থান নেই।

(প্রহরী সহ কাউন্ট জুলিয়ান ও ফিলিপের প্রবেশ)

মুসা—আসুন, আসুন, প্রবল প্রতাপান্বিত বীর কাউন্ট জুলিয়ান।—যুদ্ধ ক্ষেত্রে আপনার শৌর্য্যে মুগ্ধ হয়েছি—আসুন আপনাকে বন্ধুরূপে পেয়ে আমরা কর্ম্ম জীবনে ধন্য হই।

জুলি—সত্যই আপনি অপরাজেয় বীর।—যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি শত্রুর ভীতি উৎপাদনকারী রণনীতি বিশারদ সেনানায়ক—আর সৌজন্যে আপনি অতি বড়—শত্রুরও শ্রদ্ধার পাত্র।

মুসা—বুঝেছি, কাউন্ট জুলিয়ান শুধু যুদ্ধ বীরই নয়, বাক্যবীরও বটে।

জুলি—বাক্যের আড়ম্বরে আপনাকে বিমোহিত করে, কর্তব্যচ্যুত করবার জন্য কাউন্ট জুলিয়ান আজ আপনার নিকট উপস্থিত হয়নি—তার অন্য কারণও আছে।

মুসা—কি সে কারণ?

জুলি—আমি এসেছি স্পেন রাজ্য আক্রমণ করতে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাতে। স্পেনরাজ উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপায়ী, রাজশক্তি দুর্বল, এমতাবস্থায় আপনি যদি আপনার বলদৃপ্ত বিজয় বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন, স্পেন বাহিনীর সাধ্য নেই আপনার গতিপথ রুদ্ধ করে আর আমিও আমার সামান্য শক্তি দিয়ে আপনাকে সাহায্য করব।

মুসা—মুসলীম বাহিনীর নিকট ছলনা চিরদিনই ঘৃণ্য। কাউন্ট জুলিয়ান, আমি বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনার আমন্ত্রণ আমরা গ্রহণ করতে পারলুমনা। সামান্য একটা স্পেন দেশ অধিকার করতে ইসলামের চির উন্নত, শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক বিজয় পতাকা মলিন হতে দিতে পারিনা। তোমাদের কি মত বন্ধুগন?

তারিক—আজ যদি স্পেন দেশ অধিকার করতে আমরা শাঠ্যের আশ্রয় গ্রহণ করি—তাহলে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ঈমানের তেজ ও নৈতিক বল হ্রাস হতে থাকবে। উত্তর আফ্রিকা বিজয় সমাপ্ত করে ইন্‌শাআল্লাহ একদিন আমরা স্পেন রাজ্যেও অভিযান করতে পারব। আমি অদূর ভবিষ্যতে দেখতে পাচ্ছি স্পেন ইসলামের উন্নত পতাকার নিকট মস্তক অবনত করবেই। দুদিন আগে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে কেন আমরা ইসলামকে কলঙ্কিত করার পাপের ভাগী হই; বিশ্বাসঘাতকতার ন্যায় বিশ্বাসঘাতকের সাহায্য করাও আমাদের নিকট সমভাবে ঘৃণ্য ও বর্জনীয়।

জুলি—বিশ্বাসঘাতক? হ্যাঁ আমি বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু ওহে ওহে উন্নত হৃদয় বীর সেনানায়ক মণ্ডলী, এছাড়া যে আমাদের আর কোন গত্যন্তর ছিল না। নিপীড়িত নির্যাতীত স্পেনকে রডারিকের নির্ম্মম পেষণ হতে মুক্ত করার আর কোন অবলম্বনই যে আমাদের নেই।

ফিলিপ—মুসলিম বীরবৃন্দ, আপনারা জানেন না স্পেন আজ রডারিকের অত্যাচারে উচ্ছন্ন যেতে বসেছে। রাজ কর্ম্মচারীর অত্যাচারে প্রজাকুল সেখানে নিপীড়িত—নারীর সতীত্ব সেখানে খেলার বস্তু—নিরীহ নাগরিকদের ধনমান প্রাণ আজ কিছুই সেখানে নিরাপদ নহে। আমরা নিজেরা সিংহাসন চাই না—আমরা চাই উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপায়ী, অত্যাচারী রডারিকের রাজত্বের অবসান।

তারিক—ভূতপূর্ব স্পেন রাজ ইউজিটা আপনার বড় ভাইয়ের শ্বশুর ছিলেন—তাই রডারিকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবার জন্য তাঁর কুৎসা রটাচ্ছেন। মনে রাখবেন খোদার ইচ্ছায় স্পেন রাজ্য আমরা একদিন অধিকার করবই—তবে আপনাদের সাহায্য ছাড়া—ইসলামের তৌহিদের বলে।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

আল্‌ইসলাম বনাম কম্যুনিজ্‌ম

অনুলিখন : মোহাম্মদ আবদুর রহমান
বি-এ, বি-টি।

ভাষণ : মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী
আল্‌কোরায়শী।

[২৫।১।৫৭ তারীখে জামালপুর মহকুমা টাউনের স্টেডিয়াম মাঠে তর্জুমানুলহাদীছ সম্পাদকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতির মৌখিক ভাষণ জামালপুর হাই স্কুলের হেডমাস্টার মওঃ মোঃ আবদুর রহমান ছাহেব কর্তৃক অনুলিখিত হয়। "তর্জুমানের" পাঠক পাঠিকাদের পক্ষে উপভোগ্য হইবে মনে করিয়া ইহা প্রকাশিত হইল।]

হামদ্‌ ও নাআতের পর—

ان الذين امنوا و الذين هادوا و النصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر و عمل صالحاً فلهم اجرهم عند ربهم و لاخوف عليهم ولاهم يحزنون —

ইছলাম মানুষের বিভিন্নদল, শ্রেণী, গোষ্ঠি ও কৃত্রিম সমাজ-বিভাগকে স্বীকার করেনা, ইছলামের আদর্শ হচ্ছে এক ও অখণ্ডমানবত্বের প্রতিষ্ঠা। পৃথিবীতে শান্তি ও ঋদ্ধি এবং কল্যাণের যে "ছিরাতে মুছতকীম" প্রদর্শনের জন্য ছরওয়ারে-কায়েনাত রহমতুল্‌লিল্‌ আলামীন মোহাম্মদ মুছতফার (দঃ) শুভাগমন ঘটেছিল আর তার জন্য তিনি যে নীতি নির্ধারণ করে গিয়েছেন, তারই পরিচয় রয়েছে উপরিউক্ত আয়তে। আয়তের সরল অর্থ হচ্ছে :

যারা মুমিন মুছ্‌লিম বলে দাবী করে, যারা ইয়াহুদ, খৃষ্টান ও তারকা পূজক—যে দলেরই যে কোন মানুষ হোক না কেন, শুধু নামে কেউ উদ্ধার পাবেনা। তাদের কি করতে হবে? তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল এবং যারা জীবনের দায়িত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং জীবনের পরপারের জওয়াবদিহী অর্থাৎ কর্মের ফলকেও যারা মেনে নিয়েছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে তারাই তাদের প্রতিপালক স্রষ্টার কাছ থেকে পারিতোষিক প্রাপ্ত হবে, তাদের জন্য ভয়ের এবং সন্তাপের কোন কারণ নেই। সুতরাং জানা যাচ্ছে ভয় আর সন্তাপ থেকে মুক্তি আর আল্লাহর পারিতোষিক প্রাপ্তি দুটি জিনিষের উপর নির্ভর করছে: একটি বিশ্বাস, অপরটি আমলে ছালেহ্‌।

বিশ্বাস আবার দুটি জিনিষে থাকা অপরিহার্য্য : আল্লাহর উপর আস্থা আর পারলৌকিক জীবনের উপর আস্থা। আল্লাহর উপর আস্থার অন্যতম তাৎপর্য এই যে, তিনি আমাদের ঊর্ধ জগৎ অধঃ জগৎ আর এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা—একথা বিশ্বাস করে নেওয়া। আল্লাহ্‌ বলেন,

هو الذى خلق السموات و الارض وما بينهما فى ستة ايام -

তিনিই সেই অল্লাহ, যিনি আছমান এবং জমিন এবং এই দুইয়ের মাঝে যাহা কিছু বিরাজিত, সমস্তই ছয় ঋতুতে সৃষ্টি করেছেন।

আছমান আর জমিন নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। .....এর একজন স্রষ্টা, ব্যবস্থাপক ও নিয়ামক রয়েছেন। মানুষ শুধু অণুপরমাণু, *Hydrogen* কিম্বা *Calcium* এর সমাবেশ নয়।

একদল লোক মনে করেন, দুনিয়া নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা বলেন, লক্ষ লক্ষ বৎসর পৃথিবীর তরল গোলক উত্তপ্ত থাকার পর যখন জীবনের অবস্থানোপযোগী শীতলতা প্রাপ্ত হলো, তখন ওতে এক সেল (*Sell*) বিশিষ্ট এক প্রকার জীবের সর্বপ্রথম উদ্ভব ঘটলো, তারপর ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিণতির নিয়ম অনুসারে পৃথিবী বহু সেল বিশিষ্ট অসংখ্য জীবে অধ্যুষিত হয়ে উঠলো। আর এই ক্রমবিকাশের শেষ পরিণতিই হল মানুষ। এদের সাধারণ কথায় নাস্তিক বা *Athiest* বলা হয় আর এদের মতবাদকে বলা হয় *Materialism* বস্তুবাদ। ডারউইন, হিউম হেগেল, হেকেল মার্ক্স ও এঞ্জেল্‌স প্রভৃতি এই মতবাদের জনক ও পরিপোষক।

ইছলাম কঠোর ভাষায় এই ভ্রান্ত মতবাদ ও আকীদার প্রতিবাদ করেছে। ইছলামের মতে মানুষ যেমন শুধু পুঁজ জাতীয় নাপাক বস্তু আর রক্ত দিয়েই গঠিত নয় তেমনি মাটি আর গোবরই ওর শেষ পরিণতি নয়। মানুষের এই রক্ত মাংসের—জড়পিণ্ডের

www.ahlehadeethbd.org

অভ্যন্তরে এমন এক অনুপম বস্তু বিরাজমান রয়েছে যা চিরঞ্জীবী, যার কোন ধ্বংস নেই, বিনাশ নেই যা চির-কাল বিরাজ করবে। এই বস্তুর নাম হচ্ছে আত্মা বা রূহ। দেহ আর আত্মার সমন্বয়ে সৃষ্ট হইয়ে মানব, এর একজন স্রষ্টা আছেন। অবশ্যই মানুষ বানর থেকে *Evolution Theory* অনুসারে বিকাশ লাভ করেনি, সে এক অসীম শক্তিশালী সর্ববিজ্ঞ নিয়ামকের নির্দেশ মত সৃষ্ট এবং প্রতিপালিত হচ্ছে এবং তাঁরই অভিপ্রায়, আদেশ এবং নির্দেশ মত চলছে।

দুনিয়ার সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম এই বিশ্বাসের দিকেই যুগে যুগে দেশে দেশে মানবমণ্ডলীকে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু দুনিয়ায় একদল বুদ্ধিমান রয়েছেন, যাঁরা মনে করেন এবং অপরকে বিশ্বাস করাতে চান যে, একটি অদ্ভুত জাহাজ রয়েছে, নির্দিষ্ট স্থান থেকে নির্ধারিত সময়ে ছাড়ছে, বিভিন্ন বন্দরে নিজে নিজেই ভিড়ছে আর বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের উঠানামা স্বয়ং স্বক্রিয় ভাবেই চলছে অথচ এর কোন চালক, কাপ্তান, সারেং মাল্লা নিয়ন্ত্রক কিছুই নেই আর জাহাজের কোন কাজেও কিন্তু এক মিনিটের জন্য কোন ব্যতিক্রম বা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়না। এরূপ জাহাজের খবর যদি কোন ব্যক্তি প্রদান করে, তা হলে আপনারা তাকে কি করবেন? নিশ্চয়ই তাকে পাগলা গারদে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। এখন সামান্য একটা জাহাজ যদি নিজে নিজে চলতে না পারে, তা হলে এই বিরাট বিপুল বিশ্বজগত, চন্দ্র, সূর্য্য ও লক্ষ কোটী সূর্য্য সদৃশ তারকাপুঞ্জ ও নীহারিকা মণ্ডলের আপন পথে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অহর্নিশ পরিভ্রমন, স্বীয় কক্ষে সুশৃঙ্খল পরিক্রমণ, আলোক বিকীরণ, বারি বর্ষণ শস্যোৎপাদন প্রভৃতি একজন চালক ও নিয়ন্ত্রকের মুখাপেক্ষী না হয়ে কি করে চলতে পারে?

James Jeans তাঁর সুবিখ্যাত *Mysterious universe around us* গ্রন্থে বলছেন, "এক একটা জাহাজ শূন্যে ভ্রামমান রয়েছে যার ভেতর কোটি কোটি সূর্য্য সদৃশ বস্তু রয়েছে। এ সব জাহাজের আকাশ পথে বিপুল গতিতে বিরামহীন পরিভ্রমণে কোথাও কোনস্থানে কাস্মিনকালে সংঘর্ষ ঘটেনা। এমন কি হাজার হাজার বছরেও কোন কোন জাহাজের সাথে অপর জাহাজের সাক্ষাৎও ঘটে না!" আমাদের সামনে অহরহ দেখতে পাচ্ছি মানুষের যথেষ্ট সতর্কতা আর নির্দিষ্ট ব্যবস্থা সত্বেও ট্রেনে ট্রেনে সংঘর্ষ ঘটছে। কিন্তু বিশাল বিরাট মহাশূন্যে পরিক্রমণরত জাহাজগুলোর কোনদিন কোনটার সাথে কোনটার ধাক্কা বা সংঘর্ষ লাগছে না। তবুও কি আমরা বলব জগৎ সংসার স্রষ্টাহীন চালকহীন অবস্থাতেই আপনাআপনিএতে সুন্দর সুশৃঙ্খল ভাবে চলছে? এ সমস্তের কোন মালেক নেই? যারা এধরনের কথা বলে, তাদের কোরআন মজিদে বলা হয়েছে, কেন তারা আকাশ আর পৃথিবীর বিষয় চিন্তা করে দেখেনা?

আল্লাহ বলেন—

ان فی خلق السموات والارض واختلاف الیل والنهار لایات لاولی الالباب ـ

আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি হতে, দিবস ও যামিনীর বিবর্তনে চিন্তাশীলদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। *Plato* ও *Newton* এরমত মনীষীরাও সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করেননি। ইয়োরোপে শিল্পবিপ্লব (*Industrial Revolution*) আর কলকজার শব্দে শব্দে উন্নতির পর থেকে নিরীশ্বরবাদের প্রচার হতে থাকে। ক্রমেই নাস্তিকতা ও ইলহাদ তথাকথিত সভ্য জগতে প্রসার লাভ করতে থাকে কিন্তু এখন আবার মোড় ঘুরতে শুরু করেছে।

Theory of Evolution বিবর্তনবাদের ভিতর এমন সব ত্রুটি বিচ্যুতি রয়ে গেছে যে স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করে না নিলে সৃষ্টি রহস্যের সমাধান আর সম্ভবপর হচ্ছেনা।

কোরআন মজীদে বিঘোষিত হয়েছে আল্লাহ— বলছেন,

انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ـ

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত শুক্র থেকে, তাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। আর সে জন্য তাকে আমরা শ্রবণশীল দৃষ্টিমান করে পরিণত করেছি।

খোশ খেয়ালি ও যদৃচ্ছ কাজ চলবেনা। গাছের পাতা, শিকড়, সিঙ্কোনা প্রভৃতি তুচ্ছ জিনিষের যদি ক্রিয়া

www.ahlehadeethbd.org

প্রতিক্রিয়া থাকে তাহলে শ্রেষ্ঠতম জীব আশরফুল মখলুকাত মানুষের আচরণ বা তাদের Reaction প্রতিক্রিয়া থাকবেনা—এ কি কথা ও সম্ভব? মানুষকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—মানবজীবনের কোন দায়িত্বই নেই এমনকথা যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে জিজ্ঞাসা কি, যারা শোষক, উৎপীড়ক, যালেম ও পরপীড়ক তাদের বিরুদ্ধে আর্তনাদ কেন?

দুনিয়ার সব কিছুকেই যদি relative বা আপেক্ষিক বলে মেনে নেওয়া হয়, Rigid Truth বলে যদি কিছু না থাকে তাহলেযুলমের নিন্দা করা হয় কোন মানদণ্ডে বিচারের কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে?

বন্ধুগণ, জেনে রাখুন, মানুষের জীবন দায়িত্বহীন নয়, নির্দিষ্ট কর্তব্য, নির্ধারিত দায়িত্ব আছে বলেই মানুষ মনুষ্য নামের অধিকারী, এখানেই তার মনুষ্যত্ব, এখানেই তার মহত্ব, এখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। আল্লাহ মানুষকে سميعا بصيرا শ্রবণশীল ও দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন করে তৈরি করেছেন। এই শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির ভিতর রয়েছে প্রজ্ঞা ও বিচারশক্তি যা ছাগলে নেই গরুতে নেই অন্য কোন প্রাণীতে নেই—যদিও কান এবং চোখ তাদের ঠিক তেমনই বিদ্যমান। এই প্রজ্ঞা ও বিচার শক্তি কোথেকে এল? এগুলো কি অণু, পরমাণু, হাইড্রোজেন বা পোলশিয়া মর ফল?

মানুষ আর অন্যান্য প্রাণীর শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির মধ্যে এই যে আসমান যমীন পার্থক্য, এ তারতম্য সৃষ্টি করল কে? মানুষের দৃষ্টি ও বিচারবোধে Intelligence বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটল কি করে? এর ভেতর রয়েছে চিন্তার খোরাক আর চিন্তাশীলদের জন্য আছে আল্লাহর আর তাঁর অসীম ক্ষমতার বহুবিধ নিদর্শন। আল্লাহ বলছেন আমি স্রষ্টা আমাকে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত মানুষের গত্যন্তর নেই, মানুষ যতই মতবাদের ধূম্রজাল রচনা করুক, পরিকল্পনার নক্শা আঁকুক, জগতের কোন স্থায়ী কল্যাণ সে সাধন করতে পারবে না—অকল্যাণকেই উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তুলবে।

আল্লাহ বলেন—

يـا ايها الناس اعبدوا ربكم الـذى خلقكـم
و الذين من قبلكم لعلكم تـتقون۔

হে মানবমণ্ডলী, তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদৎ কর, যে প্রভু তোমাদের সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও, যেন তোমরা সমীহকারী হতে পার।

আল্লাহ শুধু খালেক বা স্রষ্টা নন, তিনি রব্ব। রব্ব নন শুধু মানুষের বহিরিন্দ্রিয় ও প্রকাশ্যমান জীবনেরই, তার আভ্যন্তরীণ ও অধ্যাত্ম লোকেরও তিনি রব্ব। তিনি মানুষেরব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক আধ্যাত্মিক ও রাষ্ট্রিক জীবনেরও রব্ব, নিয়ামকও প্রভু।

"রব্ব" এর তাৎপর্য কী? আল্লাহ আমাদের কিরূপ রব্ব?

আল্লাহ বলেন—

ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادالى من دون الله
ولكن كونوا ربانيين —

কোন মানুষের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ তাকে গ্রন্থ, শাসনকর্তৃত্ব আর নবুওতের গৌরবে অনুগৃহীত করবেন, অথচ সে লোকদের ওপর আদেশ চালাবে যে "আল্লাহকে ছেড়ে আমার দাসে পরিণত হয়ে যাও," প্রত্যুত সে বলবে, তোমরা আল্লাহর পূর্ণ দাসে পরিণত হও, তাঁর দাসত্বের শৃঙ্খল পরিধান কর। নবী এবং গ্রন্থধারী ও সমাজের নেতৃমণ্ডলীর কাজ—মানুষকে সর্ব প্রকার দাসত্বের বন্ধন ও শৃঙ্খলের কবল থেকে মুক্ত করে সৃষ্টিকর্তা মহাপ্রভু আল্লাহর উবুদিয়ত বা দাসত্বের পথে আকর্ষিত এবং পরিচালিত করা।

পিতা, মাতা, রাজা, শাসনকর্তা ও গৃহস্বামী প্রভৃতিও সীমাবদ্ধ রব্ব বা প্রতিপালক হইতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ সীমাবদ্ধ 'রব্ব' বা প্রতিপালক প্রভু নন। আল্লাহ এমন 'রব্ব' যিনি সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়ে আর সর্ববিধ প্রয়োজন পূরণ করে সৃষ্ট জীবকে তার পূর্ণ ও চরম পরিণতির স্তরে পৌঁছিয়ে দেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আর পরলোকেও বিভিন্ন স্তরে, সৃষ্টির পরিবর্ধন, প্রয়োজন সম্পূরণ আর শেষ সীমায় পৌঁছিয়ে দেওয়ার যে কাজ, তাকেই বলে আল্লাহর রবুবিয়ৎ।

একদা রছুলুল্লাহ (দঃ) ছুরা তওবা তেলাওয়াত করছিলেন, বিখ্যাত দাতা হাতেম তাই এর পুত্র আদী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইছলাম কবুল করে গলায় খৃষ্টানদের 'ক্রস' ধারণ করে হুযূরের (দঃ) খিদমতে হাজির হলেন। হযরত (দঃ) তখন কোরআন মজিদের নিম্নোক্ত আয়ত পাঠ করছিলেন :

اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربا با من دون الله

ইয়াহুদ, খৃষ্টান এবং অন্যান্য ধর্ম্মের অনুসারীরা তাদের আলেম ও দরবেশদের আল্লাহর পরিবর্তে রব্ব বানিয়ে নিয়েছে।

আদী আরয করলেন, এর অর্থ ত বুঝতে পারলাম না। তারা কি করে বিদ্বান ও সাধু পুরুষদের রব্ব বলে গ্রহণ করলো?

রছুলুল্লাহ (দঃ) বল্লেন, দেখ তোমার গলায় এই যে ঠাকুর বেঁধে রেখেছ, ওটাকে আগে দূর কর! তারা তাদের বিদ্বান ও সাধু পুরুষদের মুখে রব্ব বলে না বটে, কিন্তু তাঁরা যে আদেশ দেন, যে বিধি ব্যবস্থা প্রদান করেন, বিচার না করে আল্লাহর গ্রন্থের সাথে তার সামঞ্জস্য রয়েছে কিনা, মুহূর্তের তরেও না ভেবে তারা তাদের সেই মুখের বুলিকে কি নতমস্তকে অবশ্য প্রতিপালনীয় বলে মেনে নেয় না? রছুলুল্লাহ (দঃ) বললেন, এই আচরণকেই বলে তাঁদের 'রব্ব' বলে গ্রহণ করা।

ইউছুফ অলাইহিছ্ছালাম তাঁর কারাগারের ঐতিহাসিক বক্তৃতায় তাঁর দুই সহচরকে লক্ষ করে বলেছিলেন।

يا صاحبى السجن ءارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ـ ماتعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم و اباؤكم ماانزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله ! امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم و لكن اكثر الناس لا يعلمون ـ

হে কারাগারের সহচর দ্বয়, (বল তো) বহুসংখ্যক বিভিন্ন রব্ব উত্তম, না একক মহাপরাক্রান্ত মহাপ্রভু আল্লাহ? সেই মহানপ্রভুকে ছেড়ে তোমরা শুধু এমন কতকগুলো নামের পূজা করছো, যেগুলোর তোমরা স্বয়ং আর তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষরা নামকরণ করেছ অথচ তাদের পূজার জন্য আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারুরই অনুশাসন নেই, তিনি আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারুরই ইবাদৎ করবেনা. এইটেই হচ্ছে সঠিক ও সুদৃঢ় 'দীন' কিন্তু অধিকাংশ লোক সে কথা জানেনা।

নীতি নৈতিকতার যদি কোন আদর্শ থাকে, তাহলে মানুষ একজনকেই পরম প্রভু রূপে স্বীকার করে নেবে।

অন্নদাতা কে? রয্যাক কে? মানুষের ধন সম্পদ খাদ্য পানীয় নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার কার? স্টেটের? গুটিকয়েক মানুষের? না গণদেবতা অর্থাৎ জনতার? কতকগুলো কৌশলবাজ মানুষ ক্ষমতার আসনে বসে দুনয়ার সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য ভোগ করবে, আর সমস্ত মানুষ কেন কি জন্য নিজেদের উপস্থিত সুবিধা আর সম্পদ তাদের হাতে সমর্পণ করবে? সমস্ত মানুষের প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, দৈহিক বল প্রভৃতি কি সমান? আমি উপার্জন করে অন্যকে দেব কেন? *Dictatorship* দিয়ে যারা মানুষের অধিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাদের মত নির্বোধ অথবা প্রতারক আর কেউ নেই। "মানুষের ব্যক্তিগত আধিকার কেড়ে নিয়ে সকলকে তার ফল সমান ভাবে ভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হবে" এই দর্শন যারা প্রচার করেছিলেন, তাঁরাই এমন অসংখ লৌহ কারাগার সৃষ্টি করেছেন যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক পচে মরছে। কেন এমন হয়? 'রব্ব' আর তাঁর রবুবিয়ৎকে অস্বীকার করার ফলেই এমন ঘটে। 'রব্ব' এর স্বীকৃতি যেখানে নেই, রব্বের নিকট প্রত্যাবর্তন এবং জওয়াব দিহির দায়িত্ব যেখানে নেই, সেখানে সুযোগ পেলে অপরকে কাঁদিয়ে কেন আর একজন হাসবেনা? অপরের সমাধির উপর কেন সে নিজের গগণস্পর্শী প্রাসাদ গড়ে তুলবেনা?

অন্ধকার পথে একজন টাকার তোড়া নিয়ে একাকী হেঁটে যাচ্ছে, আমার শরীরে শক্তি আছে, অন্তরে লোভ রয়েছে—কেন আমি সেটা কেড়ে নেব না?

বিশ্বজনীন অশান্তির মূলীভূত কারণ হল এখানে। কোরআন ঘোষণা করছে।

فالذين لايؤمنون بالاخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون

যারা পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাসপোষণ করেনা, তাদের হৃদয় পীড়িত, আর তারা দাম্ভিক।

যারা মানব দেহে আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করেনা,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মানুষকে যারা শুধু মাটির স্তূপ বলে মনে করে। মৃত্যুর পর মানুষের পরিণতি শুধু মাটি অথবা কৃমি কীটে পর্যবসিত হওয়া ছাড়া যারা অন্য কিছু ধারণা করতে পারে না, যারা জগতকে অস্থায়ী এবং একটি পরীক্ষাগার বলে বিশ্বাস করে না, তারা জ্ঞানবিজ্ঞানে যতই উন্নতি করুক না কেন, হৃদয় তাদের রুগ্ন ও পীড়িত—তাদের কোট পাতলুন যতই দামীহোক, সুট আর টাই যতই মূল্যবান হোক—কোরআন ও ছুন্নাহ এবং উলামায়ে-দ্বীনকে যতই তারা গালাগালি দিক—তারা মঙ্গলের পরিবর্তে দুনিয়াকে অমঙ্গলের পথেই ঠেলে দেবে, শান্তির পরিবর্তে তারা অশান্তির দাবানলই প্রজ্জ্বলিত করবে।

ইছলাম বলেছিল, একজনকে 'খালেক' 'রব্ব' আর 'মাবুদ' স্বীকার করে নিতে হবে, তাঁর প্রেরিত রছুলের (দঃ) ব্যবস্থা অনুসারে সমাজকে গড়তে আর রাষ্ট্রকে পরিচালিত করতে হবে।

আজ প্রচার করা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার কোন অস্তিত্বই নেই—মানুষই স্রষ্টা! কি সৃষ্টি করলে? তোমাদের *Laboratory* তে দুটো পরস্পর বিরোধী হৃদয়কে ক্ষমা ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করার মত কোন কিছু আবিষ্কার করতে আজ পর্যন্ত পারলে কি? মানুষের মধ্যে নেশনগত শ্রেণীগত, বর্ণগত, ও ভাষাগত দলাদলি ও পার্থক্য ও হত্যাকাণ্ড আর জীবন সংগ্রামে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা ছাড়া সৃষ্টিকর্তার অস্বীকারকারীদল কল্যাণময় কিছু দুনিয়াকে দিতে পেরেছে কি?

সৃষ্টিকর্তার অস্বীকারকারীদলের পুরোহিতরা কি বলছেন, শুনুন! আধুনিক কম্যুনিজমের প্রবর্তক মার্ক্স বলেন, ***If is not religion that creates man but man who creates religion. Religion is the groan of the down trodden creature, it is the opium..... the idea of God must be destroyed, it is the keystone of perverted civilisation.***

ধর্ম মানুষকে সৃষ্টি করেনি, মানুষই ধর্মকে সৃষ্টি করে নিয়েছে। ধর্ম নিপীড়িত মানবগোষ্ঠির মূর্ত আর্তনাদ! এটা আফিং.....আল্লাহর কল্পনা মানবের মন থেকে উৎখাত করতে হবেই, বিকৃত সভ্যতার এইটেই সীমানা-প্রস্তর।

মার্ক্সের সহচর এঙ্গেল্‌স্ বলেন, *The first word of Religion is a lie.* ধর্মের প্রথম কথাটাই 'মিথ্যা'!

রাশিয়ায় কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠাতা লেনিন বলেন:

Religion is one of the forms of that spiritual yoke which always and every where has been laid on the masses of people crushed by poverty, The weakness of the exploited classes in their struggles with their oppressors inevitably produced a faith in a better life in the next world. Religion teaches such men who work and endure poverty all their lives, humility and patience by holding out the consolation of heavenly reward. Religion is the opiate of the people—a sort of spiritual vodka, meant to make the slaves of capitalism reduce their human form and their aspirations to a semi decent existence.

"ধর্ম এমন একটি আত্মিক যোঁয়াল, যা সমস্ত দেশে আর সব যুগে দারিদ্র নিষ্পেষিত দুঃস্থ জনগণের কাঁধের উপর চাপিয়ে রাখা হয়েছে। শক্তিশালী যালেমের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শক্তিহীন মযলুমের দুর্বলতা ও অসহায়তাই পারলৌকিক জীবনে শ্রেয়তর জীবনের বিশ্বাসকে জন্ম দিয়েছে। যারা অমানুষিক পরিশ্রম করেও দারিদ্রক্লিষ্ট জীবন যাপনে বাধ্য হয়, ধর্ম তাদের স্বর্গীয় পুরস্কারের আশ্বাস দিয়ে ধৈর্য ও বিনয়ের শিক্ষা প্রদান করে। ধর্ম জনগণের আফিম—এক রকম আধ্যাত্মিক শরাব! ধনতন্ত্রের দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে, ওদের মানবীয় সত্ত্বাকে পর্যুদস্ত আর ওদের আকাঙ্খা ও অভিলাষগুলোকে পদদলিত করে দেওয়াই ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য।"

লেনিনের দোসর ও স্থলাভিষিক্ত স্টালিন বলেন।

The Party Can not be neutral in respect of religion, it wages an anti-religious propaganda against all religious prejudices.

কম্যুনিষ্ট পার্টি ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকতে পারেনা। সর্ববিধ ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে পার্টিকে এক ধর্মবিরোধী অভিযান ও প্রপাগাণ্ডা পরিচালনা করতে হয়েছে। কারণ পার্টি বিজ্ঞানের সমর্থক। ধর্মবিরুদ্ধ প্রপাগাণ্ডার পূর্ণ সাফল্য লাভের অভিযানে যেসব পার্টি সদস্য অন্তরায়ের সৃষ্টি করে, তাদের সদস্যপদ থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়াই সব দিক দিয়ে মঙ্গলকর।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইছলাম একটা রাষ্ট্রীক ব্যবস্থা আর অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম মানুষকে প্রদান করেছে। দুঃখের বিষয় বাউল, ফাড়া, বামুন, সুফী আর খৃষ্টানদের প্রভাবে আর পাশ্চাত্য শিক্ষার আওতায় ইছলামের প্রকৃত তালিম, নীতিনৈতিকতার মান তার রাষ্ট্রীক ও সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে মুছলমানগণ নাওয়াকেফ হয়ে পড়েছে, ইছলামের শুভ্র সমুজ্জল জ্যোতি আজ ছাই চাপা পড়ে গেছে।

আফছোছ! বর্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আর পাশ্চাত্য দীক্ষায় দীক্ষিত দলের কাছে মূর্খতাই হয়ে পড়েছে প্রজ্ঞা আর তাঁদরে স্বপ্নবিলাস হয়েছে বৈজ্ঞানিকতা! কিন্তু বন্ধুগণ, জিজ্ঞাসা করি, যে ব্যক্তির ডিগ্রি নেই, ডিপ্লোমা নেই, সে যদি দাবী করে, "আমি একজন গ্রাজুয়েট তখন তাকে আপনারা কি করবেন? নিশ্চয় জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু ইছলাম সম্বন্ধে একটা অক্ষরও পাঠ না করে যখন কেউ ইছলামের মুরুব্বী আর বিশেষজ্ঞ সাজতে চান, ইছলামের ব্যাখ্যাতার ভূমিকায় অভিনয় করতে আসেন, কিংবা ইছলামের সমালোচনায় গলা ফাটাতে চান, তখন তাঁদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত? এরই নাম কি যৌক্তিকতা, *Rationalism*? একেই কি বলা হ'বে বৈজ্ঞানিকতা—*Scientific spirit*?

আজ অহরহ প্রচার করা হচ্ছে—"সবার ওপর মানুষ বড় তার ওপরে কেউ নেই"—কিন্তু ভাইসব, মানুষ সবার ওপর নয়। মানুষের ওপর প্রবল শক্তিমান এক বিরাট সর্বময় প্রজ্ঞা বিদ্যমান আছেন।

কোরআন বলছে:—

قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير -

বলুন হে রছুল (দঃ), হে আমাদের আরাধ্য আপনিই একমাত্র রাজ রাজ্যেশ্বর! যাকে ইচ্ছা আপনি রাজ্য দান করে থাকেন আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা করেন রাজ্য কেড়ে নেন, যাকে ইচ্ছা তাকে সম্মানিত করেন আর যাকে ইচ্ছা তাকে লাঞ্ছিত করেন আপনার মংগলময় হাত দিয়ে।

আল্লাহ্ অন্যত্র বলছেন,

ان الارض لله يورث من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين -

বস্তুতঃ পৃথিবী আল্লাহর অধিকারভুক্ত, তিনি তাঁর দাসানুদাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে ধরিত্রীর উত্তরাধিকার দান করেন, কিন্তু পরিণাম সমীহকারীদের জন্যেই! পৃথিবীতে মালিকানা স্বত্ব কারও নেই—একমাত্র বিশ্বপতি আল্লাহই অধিশ্বরও মালিক, তিনি এই বিপুলা বসুন্ধরা মানুষকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন দুটি শর্তে—১ম, সৃষ্টিকর্তার স্বীকৃতি, ২য় আমল বা আচরণের প্রতিফলে বিশ্বাস। যা কিছুই করনা কেন, তার প্রতিফল পাবে। দুনিয়ায় কোর্ট আদালতকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব কিন্তু আল্লাহকে কস্মিন কালেও ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়।

ইছলামের বিধান এক অলংঘনীয় নিয়মের অধীন। ইছলামের সমস্তই নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। একেই বলাহয় শরীআত। শরীআতের অর্থ বিধান। এই বিধান বা শরীআত রচনার অধিকার মানুষের নেই। আইন জারি করা ও কার্যকরী করার অধিকার মানুষের আছে। আইনের *Fundamental principles* মূলনীতিগুলি অপরিবর্তনীল। মানুষের পক্ষে এরকম অপরিবর্তনশীল ও সর্বকালীন ও সর্বমানবীয় আইন রচনা করা সম্ভবনয়, কারণ দুর্বল মানুষ নিজস্ব এবং দলগত ও স্বার্থগত বিষয়ের চিন্তা করবেই, নিখিল মানব সন্তানের অখণ্ড মানবতার জন্য যা কল্যাণকর তা রচনা করবে সে কেমন করে? মানুষের মনোভাব ব্যক্তিগত এবং দলগত নানারূপ স্বার্থ চিন্তায় জড়িত ও সীমাবদ্ধ থাকে। নিজ রাষ্ট্রের জন্য অন্য রাষ্ট্র যদি পানির অভাবে শুকিয়ে মরে তাতে সিকুলার স্টেটের কি যায় আসে? কাশ্মীরের অধিবাসীরা শতশরা ৮৫ জন মুছলমান হোক, পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রিত ও যুক্ত থাকার আকাঙ্খা তাদের যতই তীব্র হউক, সিকুলার রাজ্য কেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবে? আমার দলীয় স্বার্থের প্রতিষ্ঠার জন্য আমার সেনাবাহিনীর জন্য সেখানে ছাউনী গড়াবোই, কেল্লা রচনা করবোই! কারণ কাশ্মীরকে কুক্ষিগত করে রাখাতেই ভারতের লাভ, খালের পানি বন্ধ এবং ফরুরখা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যাদের বাঁধ রচনা ও অন্যান্য লাভের খতিয়ান করে কাজ চালিয়ে যাবই, পাকিস্তানের ক্ষয় ক্ষতির দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কী প্রয়োজন ?

এইরূপ কোন ভোগ বিলাসী, মুনাফাবাজ, স্বার্থ গর্বস্বের দল রাষ্ট্র শক্তিকে করায়ত্ব করলে মদ্যকে হালাল ব্যভিচারকে সার্থক আর শোষণের ব্যবস্থাকে কায়েম রাখার চেষ্টা করবেই, কারণ তাদের জ্ঞানে এতেই তাদের লাভ আর সুখ।

কিন্তু আল্লাহ যেখানে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিপতি বলে স্বীকৃত, সেখানে এমন একদেশদর্শী সংকীর্ণ ব্যবস্থা চলবেনা। কারণ দেশ ও জাতি নির্বিশেষে সর্বমানবতার সার্বজনীন কল্যাণের জন্য যা প্রয়োজন তা তিনি জানেন আর সকলের জন্য যা ন্যায়সঙ্গত সেই ব্যবস্থাই তিনি প্রদান করেন। তাই কোরআন মজীদে বিঘোষিত হয়েছে,

ان الحكم الالله - امر ان لاتعبدوا الا اياه -
ذلك الدين القيم و لكن اكثر الناس لايعلمون -

হুকুম একমাত্র আল্লাহরই। তাঁর নির্দেশ, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারুরই দাসত্ব বরণ করবেনা। এইটাই সুদৃঢ় জীবন ব্যবস্থা, কিন্তু অধিকাংশ লোকেরা এ বিষয় অজ্ঞ রয়েছে। এই সতর্ক বাণী কোরআনে বার বার উচ্চারিত হয়েছে, খবরদার ! কারুরই কোন দাসত্ব বরণ করতে যেয়োনা। ইছলাম এসেছিল দুনয়াকে দাসত্বের নিগড় শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে। দাসত্ব দু প্রকার, দৈহিক ও মানসিক, দৈহিক দাসত্বের চাইতে মানসিক দাসত্ব অধিক ক্ষতি কারক। আফছোছ! এই ভয়ঙ্কর দাসত্বের শৃঙ্খলে আমাদের তরুণরা গেরেফতার হয়েগেছে। যখন যেদিক থেকেই ঢেউ আসছে, সেই দিকেই তারা ভেসে চলেছে, অন্তর্দৃষ্টি তারা হারিয়ে ফেলেছে, বিচার বুদ্ধি তাদের লোপ পেতে চলেছে।

ইছলামে ধনবণ্টনের কতকগুলো নীতি ও ফর্মুলা রয়েছে। সেগুলো মেনে চললে মানুষের মধ্যে দুঃখ ও দারিদ্র, কান্না ও হাহাকার থাকেনা, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন,

من اشبع و جاره جائع فليس منا -

যে পেটভরে পানাহার করল অথচ তার প্রতিবেশী অনশনে রাত্রি অতিবাহিত করলো, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কোরআন বলছে

الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوة و مما رزقناهم ينفقون -

মুত্তাকী ও হেদায়ত প্রাপ্ত তারাই, যারা ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য বিষয়ে ঈমান আনে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করে আর আমরা তাদের যে খাদ্য সম্পদ দিয়েছি, অল্পই হোক আর বিস্তর হোক, তন্মধ্য থেকে যারা দান করে থাকে। এখানে ঈমানের পরই নামাযের কথা বলা হয়েছে। ঈমানের পরেই নামাযের এই গুরুত্ব কেন? এই জন্য যে, নামায আপনার ঈমানিয়াতের দাবীর প্রমাণ। আপনার জ্বর হয়েছে, ছুটি চাচ্ছেন, প্রমান গা গরম বোধ হচ্ছে, শীত লাগছে, আপনার চোখ লাল হয়ে উঠেছে জিহ্বা ঠোঁট বার বার শুকিয়ে যাচ্ছে, আপনার দুর্নিবার পিপাসা। এর কোন লক্ষণই আপনার মধ্যে দেখা দেয়নি। আপনার জ্বরের ওজুহাত মিথ্যা, মিছে কথায় ছুটি নামঞ্জুর।

আপনার রব্ব প্রভুকে স্বীকার করার প্রমাণ তখনই মিলবে যখন আপনি সত্য সত্যই কথায় ও কাজে দেখিয়ে দেবেন, - اياك نعبد و اياك نستعين

প্রভু হে, একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি, আর কারুরই দাসত্ব স্বীকার করিনা, একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য যাচ্ঞা করি আর কারও সাহায্য ভিক্ষা করিনা।

তুমি নিজেকে ইছলামের মস্ত বড় *Champion* বলে জোর গলায় দাবী করছো, তুমি কি আল্লাহর মনোনীত আদর্শ আর রছুলের নীতিকে মনে প্রাণে মেনে নিয়েছ? রছুলুল্লাহকে (দঃ) কি তোমার দ্বীনের একচ্ছত্র ইমাম রূপে মেনে নিয়েছ ? প্রমাণ কোথায় ? এই অসত্য বড়াই ও মিথ্যা ভান গোটা জাতটাকে রসাতলে দিল। কাল চাইলে পাকিস্তান। কি বলে চেয়েছিলে ? আর আজ কি করছ ? কি প্রয়োজন ছিল বিভক্ত হওয়ার ? বেশ তো ছিলাম একত্রে। কোথা থেকে কী ঝকমারি শুরু হলো ? চাই পাকিস্তান ! কেন চাই ? কতকগুলো অফিসার প্রমোশন পাবেন এর জন্য ? ক্ষুদে অফিসাররা রাতারাতি হ্যাট কোট টাই ধারী বড় সাহেব বনে যাবেন এরজন্য ? আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হবেন আর গুটিকয়েক অজ্ঞ ও স্বার্থান্ধ ব্যক্তি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মন্ত্রিত্বের আসনে সমাসীন হবেন এজন্যই কি পাকিস্তান চাওয়া হয়েছিল? না! পাকিস্তানের দাবীর পিছনে ছিল একটা মহত্তম উদ্দেশ্য ও সুন্দরতম আদর্শ। হিন্দু উপমহাদেশের বৃহত্তর সমাজ তাদেরই সংখ্যালঘুদের সাথে হাজার হাজার বছর একত্রে বাস করেও তাদের অস্পৃশ্য করে রেখেছিল। তাদের মধ্যে ঔদার্য ও মহত্বের নামগন্ধও ছিলনা। তারা মুছলমানদের যবন, ম্লেচ্ছ খেড়ে বলে অবিহিত করে তাদের যাঁতা কলে পিষে মারার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। মুছলমান ঘুমোচ্ছিল নাকে তেল দিয়ে, কেউ গোঁফে তাও দিয়ে, কেউ বা দাড়িতে খেলাল করে সময় কাটাচ্ছিল। হঠাৎ দিকে দিকে হুঙ্কার ধ্বনি উচ্চারিত হল, "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। কিন্তু সত্যিকারের লড়বার প্রয়োজন হলনা। পাকিস্তান হাছেলের জন্য প্রত্যক্ষভাবে একফোটা রক্তও পূর্ববঙ্গবাসীর ঝরলনা। ঘুম থেকে উঠে ১৪ই আগষ্টের সুপ্রভাতে দেখতে পেলাম আমরা আযাদ। পেয়েগেছি আযাদ পাকিস্তান। এক চেয়ার থেকে অন্য চেয়ারে লাফিয়ে গেলাম। আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ। কী হবে পাকিস্তানের জন্য আমাদের দরদ?

যে নির্যাতন ও নিষ্পেষণ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য এ লড়াই ঘোষিত হয়েছিল, সে সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। কোন একটি সমস্যারও সমাধান হয়েছে কি? কেবল দেখছি পার্টির লড়াই, মন্ত্রিত্ব নিয়ে দলাদলি! কারণ কি? মুছলমানদের সামাজিক, রাষ্ট্রীক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ব্যবস্থাকে তারা করেছে উপেক্ষা ও অবহেলা। অদৃষ্টের পরিহাস আজ সে সবই বিদ্রূপের বস্তু।

কাল ট্রেনে আসছিলাম। সেকেণ্ড ক্লাস। উচ্চ শিক্ষিত উচ্চ পদস্থ ভদ্রলোক দাড়ি নিয়ে করছিলেন উপহাস, ঠাট্টা! কিন্তু এই দাড়ি যদি তারা আজ বিকাশপ্রাপ্ত হতে দেখে তাদের গুরু ঠাকুর আর শাসকদের ঠোঁটে, এই অন্ধভক্ত তথাকথিত শিক্ষিতের দলের কাছে দাড়ি রাখা তখন উপহাসের বস্তু থাকবেনা, বরং ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে যাবে। আজ আমাদের অবস্থা হয়েছে কচুরী পানার মত, পাল সব সময়েই খাড়া, যেদিকে বাতাসে ঠেলবে সেদিকেই চলতে শুরু করবে। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে আমাদের কারুরই এতটুকু বাধেনা। যাক সে সব কথা!

এখন ইছলামের সাম্য ও ন্যায় নীতির কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। আমি বলতে চাই—ইছলাম *equality and justice* সাম্য এবং ন্যায় নীতির যে বিধান প্রদান করেছে তাতে মানুষে মানুষে আকাশ পাতাল বৈষম্যের সৃষ্টি করেনি। ইছলাম মানুষের কর্ম্ম দক্ষতার পার্থক্য স্বীকার করেছে—আর স্বীকার করেছে বৈধ উপায়ে অর্জিত ধনের উপর উপার্জনকারীর অধিকার। কিন্তু অবৈধ উপায়ে ধন অর্জনকে শক্তভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

কোরআন ঘোষণা করেছে,

يا ايها الذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل -

"হে বিশ্বাসপরায়ণ সমাজ, তোমরা তোমাদের পরস্পরের ধন সম্পদ অবৈধ উপায়ে ভোগ করোনা।" প্রবঞ্চনামূলক ক্রয় বিক্রয়, শঠতামূলক কনট্রাক্ট, সুদ, জুয়া, লটারী অতিরিক্ত মুনাফার উদ্দেশ্যে মওজুদকরণ, কালোবাজারী প্রভৃতি অন্যায় আচরণকে ইছলাম অস্বীকার করেছে। একজনের হাতে ধনের অবৈধ প্রাচুর্য অন্য বহুলোকের ক্ষতির কারণ ঘটিয়ে থাকে—তজ্জন্য তাও নিষিদ্ধ হয়েছে।

বৈধ উপায়ে উপার্জিত ধনে উপার্জনকারী ছাড়া জনগণেরও অধিকার স্বীকৃত হয়েছে:

و فى المال حق غير الزكوة -

যাকাৎ ছাড়াও উপার্জিত ধনে জনগণের অধিকার আছে।

হযরতের ছাহাবা আবুযর গিফারী এবং আবুদ্দরদার মতে মানুষ তার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ছাড়া অন্য কিছুই জড়ো করতে ও আটকে রাখতে পারবেনা। অন্য ছাহাবাগণ এটাকে স্বীকার না করলেও নিম্নোক্ত আয়তের তাৎপর্যানুসারে পুঁজিবাদের পরিণতি সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন ছিলেন।

و الذين يكنزون الذهب و الفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشر هم بعذاب اليم - يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم

www.ahlehadeethbd.org

و ظهورهم ـ هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ـ

যারা স্বর্ণ রৌপ্য মওজুদ করে এবং আল্লাহর পথে খরচ করেনা, তাদের হেরছুল (দঃ), আপনি সুসংবাদ দান করুন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির! সেই ভয়ঙ্কর দিনে জাহান্নামের অগ্নিতে সেই ধন উত্তপ্ত করা হবে আর তাই দিয়ে তাদের কপাল পিঠ আর পাঁজর দাগা হবে, বলা হবে, এগুলো হচ্ছে সেই ধন, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঁজি করে রেখেছিলে, এখন মজা চাখ! জড়ো করে রাখার স্বাদ গ্রহণ করো।

ইছলাম ধনার্জনের বৈধ উপায় স্বীকার করে নিয়েছে। শ্রম ও মেহনত দিয়ে উপার্জনের অধিকারকেও স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু উপার্জন করেই নিস্তার নেই। কেয়ামতের দিবস কোন ইনছানই এক পা নড়তে সক্ষম হবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ৫টি জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারবে।

প্রথম و عن عمره فيما افناه

জীবন সম্বন্ধে। জীবন কিভাবে অতিবাহিত করলে? বয়স কি ভাবে কাটিয়ে দিলে? মানুষের প্রথম মূলধন তার জীবন *life*। এ জীবন কি ভাবে ক্ষয় করা হল তার হিসাব জীবনের স্রষ্টা ও মালিকের কাছে দিতে হবেই! এ তোমার নিজস্ব বস্তু নয় যে, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে জীবনের সুদীর্ঘ সময় খরচ করে ফেলবে? যুলম, পীড়ণ, শোষণ, দুর্নীতি মিথ্যাচার ও শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করে যে কোন উপায়ে জীবন কে উপভোগ কর—কাটিয়ে দাও। "হেসে নেও দুদিন বৈত নয়!" এ দর্শন মিথ্যা এবং অলীক!

দ্বিতীয় و عن شبابه فيما ابلاه

যৌবন সম্বন্ধে! তুমি নওজোয়ান, তোমার হাতের পেশী মজবুত, বুক প্রশস্ত, হৃদয়ে সাহস অদম্য। তুমি ইচ্ছা করলে এ সবের সদ্ব্যবহার করে মানুষের অশেষ কল্যাণ করতে পারতে তা না করে তোমার শক্তিকে মানুষের অকল্যাণে নিয়োজিত করলে, মানুষের অন্তরে হাহাকার ও করুণ আর্তনাদ ও ক্রন্দন উত্থিত করলে। যৌবনের আকাঙ্খাকে অন্যায় ও অবাঞ্ছিত ভোগে কলঙ্কিত করে ফেললে। জওয়াব তার দিতে হবে যৌবনের স্রষ্টা ও রব্বকে। যৌবনের উচ্ছসিত জলতরঙ্গে নিজকে ভাসিয়ে দিলে, ধরাকে সরা জ্ঞান করলে, বীর বিক্রমে হাঁটলে উদ্ধত মস্তকে, নিষ্ঠুর বাক্যবাণে মানুষের অন্তরে আঘাত হানলে, কিন্তু যতবড় শক্তিধরই হওনা কেন,

لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا ـ

মাটি তুমি ফেড়ে ফেলতে পারবেনা, আর পাহাড়ের চেয়ে উঁচুও হ'তে পারবেনা! কেবল সিনেমা, বেশ্যালয়, পানশালা গোলজার ক'রে, প্রবৃত্তি পরায়ণতা ও পশুবৃত্তির চরিতার্থতা দিয়ে কোন্ জাতি ধরাপৃষ্ঠে টিকে থাকতে পারেনা। নওজওয়ানরাই জাতির যথার্থ শক্তি, কওম ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা! বৃদ্ধরা অস্তমুখী সূর্য্য, এখনই তারা অন্ধকারের আড়ালে ঢলে পড়বে, তোমাদের উপরেই পড়বে জাতি গঠনের ভার, তোমাদের এই যৌবন জলতরঙ্গ কোন্ পথ ধরে প্রবাহিত হচ্ছে তার—হিসাব নিকাশ একদিন দিতে হবেই!

তৃতীয় ও চতুর্থ:

و عن ماله من اين اكتسبه و فيما انفقه ـ

ধরে উপার্জ্জন ও ব্যয় সম্বন্ধে। কোথেকে ধন উপার্জন করলে আর কোন্ কাজে ব্যয় করলে? টাকা পয়সা অর্থ সম্পদ তোমার নিজস্ব বস্তু নয়, যিনি তোমার সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও অন্নদাতা, যিনি রব্বুল আলামীন—অযুত ধনীর প্রভু ও প্রতিপালক, তিনিই দয়া করে তোমার হাতে ধনসম্পদ দিয়েছেন। এই টাকা দিয়ে তোমার সমাজের, দেশের, জগতের কি কি মঙ্গল সাধন করলে? ইছলাম দুনিয়ার বুকে ছরবলন্দ হয়েছিল কাদের সাহায্যে? ধনবান ছাহাবারা ইছলামের জন্য অকাতরে তাদের ধন বিলিয়ে দিয়ে ছিলেন, শ্রেষ্ঠ ধনী আবুবক্‌র তাঁর সবস্ব ইছলামের খিদমতের জন্য উজাড় করে দিয়েছিলেন, উছ্‌মান তাঁর ধনভাণ্ডার ইছলামের জন্য মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আজ পৃথিবীতে ৭০ কোটি ইছলামের দাবীদার বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করছে, যাদের বদওলতে ইছলামের এই গগণচুম্বী প্রাসাদের ভিত্তি সুদৃঢ় বুন্‌য়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারা ধনের মায়া ও মোহ পরিত্যাগ করেই আল্লাহর

২০৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

www.ahlehadeethbd.org

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

পূর্ব-পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছ

কর্মী সম্মেলনের কার্যবিবরণী

এবং

জমঈয়তের আয়ব্যয়ের রিপোর্ট

পূর্ব-পাকিস্তান জমঈয়তে-আহলেহাদীছের দফতর ঢাকা শহরে স্থানান্তরিত হওয়ার পর হইতে আহলে-হাদীছ কর্মী সম্মেলন আহ্বান করার প্রয়োজন তীব্র-ভাবেই অনুভূত হইতেছিল। কিন্তু একান্ত নূতন ও সহানুভূতিহীন পরিবেশে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাকে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মুষ্টিমেয় কর্মীগণ দুঃসাহসিক কার্য বলিয়া ধারণা করিতেছিলেন। প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা না করিয়াই ঢাকার কতিপয় ব্যস্ত-বাগীশ পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছকে একটি ভুঁইফোঁড় ও অনাথ প্রতিষ্ঠান এবং উহার সেবকদিগকে স্বয়ংসিদ্ধ কর্মী বলিয়া ধারণা পোষণ ও প্রচার করিতে থাকিলেও বিগত দশ বৎসর কালের ভিতর জমঈয়তের প্রভাব জামাআতের, মনে প্রাণে যে গভীর রেখা অংকিত করিয়াছে এবং জামাআতের বাহিরেও ইহা যে শ্রদ্ধা ও আস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে, জমঈয়-তের খাদিমগণের তাহা অবিদিত ছিলনা। সুতরাং অভ্যাগত উলামা, নেতৃবৃন্দ এবং সদস্যমণ্ডলীর ঢাকা সহরে আহার ও বাসস্থানের কি ব্যবস্থা হইবে, ভাবিয়া চিন্তিয়াও কর্মীগণ তাহার কুল কিনারা পাইতেছিলেননা। অকস্মাৎ আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ইংগীতে ঢাকাবাসীদের রুদ্ধ হৃদয় কপাট মুক্ত হইয়া যায়। সহরের যে অঞ্চলে জমঈয়তের সদর দফতর অবস্থিত, উহার সন্নিহিত বিভিন্ন মহল্লার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আহলেহাদীছ ও হানাফী নির্বিশেষে অপ্রত্যাশিত ভাবে কর্মী সম্মেলনকে সফল করিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর হন এবং সকল প্রকার সহায়-তার হস্ত প্রসারিত করেন।

পূর্ব-পাকিস্তানের সমুদয় যিলার মোট ৩ শত ৫ জন পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের জেনারেল কমি-টির সদস্য ও বিশিষ্ট কর্মীবৃন্দ পত্রযোগে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অধিকন্তু উনপঞ্চাশ জন নেতৃস্থানীয় সদস্য, পীর ছাহেবান ও কর্মীদিগকে টেলিগ্রাম করিয়া সম্মেলনে যোগ দিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। আহলে-হাদীছ আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে স্পষ্টতর এবং জম্-ঈয়তের সংগঠনকে বলিষ্ঠতর করার মানসে বাংলা ও উর্দু প্রশ্নপত্র মুদ্রিত করিয়া 'তর্জুমানুলহাদীছ' ও দাও-য়াত পত্রের মাধ্যমে শিক্ষিত আহলে-জামাআতগণের ভিতর বিতরণ করা হইয়াছিল।

অভ্যাগতগণের বিশ্রাম ও রাত্রি বাসের জন্য যিলা ওয়ারী ভাবে ১০টি "মেহমান খানা" নির্ধারিত হয়। জমঈয়তের সহ সভাপতি, প্রবীন উলামা, পীর ছাহেবান এবং বিশিষ্ট দর্শক ও জমঈয়তের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক-দের জন্য সদর দফ্তর ভবনেই স্থান করা হয়। মওলবী আবদুর রহীম ছাহেব উছমানগণি রোডস্থ তাঁহার বাস-ভবনের বৈঠকগৃহ, আলহাজ মোহাম্মদ আকীল ছাহেব মালীটোলা রোডস্থ তাঁহার দ্বিতল বাসভবন সম্পূর্ণ-রূপে এবং নাজিরা বাজারের মোহাম্মদ উমর আলম ছাহেব তাঁহার একটি প্রশস্ত বৈঠক, মওলবী আবুন্ নঈম ছাহেব বি. এল তাঁহার "দারুত, তা'লীম" মাদ্-রাছার গৃহ সম্পূর্ণরূপে এবং মোল্লাজী আলী আহমদ ছাহেব তাঁহার বাসাবাড়ী সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দেন। বংশাল, পুরানা মোগলটুলী, মালীবাগ, নাজিরা বাজার ও সূরীটোলা মছ্জিদসমূহের মুতাওয়াল্লীগণ মেহ্মান-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দের বাসস্থানের জন্ত তাঁহাদের মছ্‌জিদগুলি মুক্ত করিয়া দেন এবং যে মহল্লায় ও মছ্‌জিদে যে যে যিলার মেহমানগণ স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাশ্‌তা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পূর্ণ দায়িত্ব উক্ত মহল্লার অধিবাসীবৃন্দ গ্রহণ করেন। মালীবাগের মোহাম্মদ ইব্‌রাহীমউছ্‌তাগয ছাহেব তাঁহার বাসভবন হইতে তদীয় পরিবারবর্গকে অন্যত্র সরাইয়া দিয়া উক্ত গৃহে হাজী ইউছুফ প্রভৃতি সহ রাধাঁ-বাড়া ও মেহ্‌মানদের খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মেহমানদের সম্বর্ধনা, আহার বাসস্থান, প্যাণ্ডেল-প্রস্তুতি ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পরিচালনায় যাঁহারা বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মওঃ শমছুল হক, মওঃ মোঃ আরিফ এম,এ, আলহাজ মোঃ আকীল, মওঃ মুন্‌তাছির আহ্‌মদ, হাফিয মোঃ উমর, আলহাজ মোঃ আনীছুর রহমান, মোল্লাজী আলী আহ্‌মদ, রাজা পাহ্‌লওয়ান, মোহাঃ উমর আলম, মোঃ মুজিবুর রহ্‌মান, মওঃ মুহীউদ্দীন, হাকীম আব্দুছ্‌ ছালাম, মোহাঃ ইদ্‌রীছ, মোঃ আলাউদ্দীন মিয়া, মোঃ মোঃ মক্‌বুল, মোঃ আব্দুল্লাহ মুতাওয়াল্লী, মোঃ ইব্‌রাহীম ও মোঃ নূর হোছাইনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মওঃ মোঃ আব্দুল্লাহ নদ্‌ভী, মওঃ কাযী কবীরুদ্দীন রহ্‌মানী ও মওঃ আবদুর রহ্‌মান পাঞ্জাবী প্রমুখ নেতৃস্থানীয় আলিমগণ পরামর্শে যোগ দিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে কর্মীদিগকে উৎসাহিত করিতে কুণ্ঠিত হননাই। খুলনার মওঃ মোঃ ইব্‌রাহীম বি, এ, মেহ্‌মান হওয়া সত্ত্বেও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মোঃ ইউনুছ ডঃ নূরুল ইছলাম ও মোহাম্মদ আবদুল হাই স্ব স্ব দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন। তিনটি দলে স্বেচ্ছাসেবকগণের মোট সংখ্যা ছিল ৫১ জন। কোন কোন স্বেচ্ছাসেবক কঠোর পরিশ্রম করিয়া দিবারাত্রি অবিরামভাবে এরূপ খিদ্‌মত আঞ্জাম দিয়াছেন যে, আমরা তজ্জন্য সত্যই গর্ব অনুভব করিতেছি। মওলবী রঈছুদ্দীন তাঁহার মুমূর্ষা জননীকে মৃত্যু শয্যায় ফেলিয়া রাখিয়া সম্মেলনের কার্যে দিবানিশি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই মহীয়সী নারী অবশেষে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসে অনন্তের পথে যাত্রা করেন। তাঁহার মৃতদেহ নারায়ণগঞ্জ হইতে সভাস্থলের সন্নিহিত মছজিদে আনিয়া জানাযার নমায পড়া হয়।

اللهم اغفر لها و ارحمها و عافها واعف عنها

ত্রিপুরার মওঃ আবদুছ্‌ছমদ ও ঢাকা দেলদুয়ার মওঃ আব্দুল হান্নান এই দুই যুবক আলিম মেহমান হওয়া সত্ত্বেও সম্মেলনের কয়েকদিন পূর্ব হইতে নানা ভাবে কর্মীদিগকে সাহায্য করিতেছিলেন। প্রশ্নপত্রের জওয়াব বাছাই করা ব্যাপারে প্রোফেসর মওঃ রুস্তম আলী দেওয়ান এম,এ, প্রোঃ মোঃ অশ্‌রফ ফারুকী এম,এ, মওলানা মোঃ আরিফ এম,এ, মোঃ জমশেদ হোছেন বি,এ ও মওঃ মুনতাছির রহমানী বিশেষ ভাবে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। জমঈয়তের কর্মচারীগণ মোঃ আবদুছ ছালাম মিয়াঁর নেতৃত্বে নানা কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিগণের সংখ্যা চারিশতেরও অধিক ছিল। কতিপয় নাম নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে :

কুষ্টিয়া : মোঃ কাযী আবদুল খালেক, মোঃ

(২০১ পৃষ্ঠার পর)

দ্বীনকে কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিঃস্ব হয়েছিলেন। অর্থের এই সদ্ব্যবহারের পরিবর্তে যারা অর্থকে শুধু নিজেদের সুখ,স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ বিলাস ও ইন্দ্রিয় সেবায় ব্যয় করবে,টাকা জমিয়ে, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ফাঁপিয়ে তুলবে, তাদেরকে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে জওয়াবদিহী করতে হবেই!

পঞ্চম و عن علمه ماذا عمل

যে, যে বিষয়ে বিদ্যার্জন করেছে, যারা কোরআন ও হাদীছের শিক্ষালাভ করেছে অথবা আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মারফতে শিখেছে ও শুনেছে, সে তার অর্জিত বিদ্যা ও জ্ঞানের মর্যাদা কতটুকু রক্ষা করেছে, কোরআনী শিক্ষার আদর্শে নিজের জীবনকে কি পরিমান সে গঠন করতে সক্ষম হয়েছে, তার বিদ্যাবত্তা, পাণ্ডিত্য ও ধর্মবিদ্যার গভীরতা দিয়ে সে বিপথগামী মানব গোষ্ঠির কতদূর চৈতন্য সম্পাদন করতে সচেষ্ট হয়েছে,সন্দেহবাদ,নাস্তিকতা,শির্ক ও বিদ্‌আতের নিরসনকল্পে তার বিদ্যা ও প্রতিভার সে কি পরিমান সদ্ব্যবহার করেছে—এ সমস্তের কৈফিয়ত প্রত্যেক পীর, মওলবী ও গ্রাজুয়েটকে প্রদান করতে হবেই। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোঃ মিজাউর রহমান (মওঃ আফছর হোছেনের পুত্র)।

খুলনা : যিলা জমঈয়তে আহলেহাদীছের সভাপতি মওলানা মুতীউর রহমান, আলহাজ শায়খ আবদুল করীম, মওঃ ইব্‌রাহীম বি,এ।

ঢাকা : সরিষাবাড়ী সিনিয়ার মাদরাছার সুপার মওঃ মোঃ রামাযান, মওঃ তাজুদ্দীন, আলহাজ মোঃ ইউছুফ, আলহাজ মোঃ আবদুছ ছত্তার, আলহাজ মোঃ আবদুর রায্‌যাক, হাফেজ মোঃ আবু ইউছুফ, মুঃ মোঃ ওয়াহেদ আলী, মওঃ আবদুল হান্নান, মওঃ মোঃ ছুলাইমান, মওঃ রঈছুদ্দীন আহমদ, মোঃ আবদুল জব্বার মওঃ মোঃ ফিরোয, মোঃ আবদুছ্ ছালাম মিয়াঁ, ডঃ মোঃ নে'মাতুল্লাহ এম,বি, মোঃ রহমআলী, মাষ্টার ছাআদত-আলী, আলহাজ মোঃ আবদুল কুদ্দূছ, আলহাজ মোঃ ইছমাঈল, মুঃ আলীমুদ্দীন, আলহাজ মওঃ শামছুল হক মওঃ আরিফ, আলহাজ মোঃ আকীল, মওঃ কাযী কবীর-উদ্দীন, মওঃ আবদুল্লাহ নদভী, মওঃ আবদুর রহমান পাঞ্জাবী, মওঃ হেকীম আবদুছ্ ছালাম, আলহাজ মোঃ আনীছুর রহমান, আলহাজ মোঃ আবুল মাজেদ সরদার, মোঃ উমর অলম, মোঃ আবদুল হক বেপারী মোঃ হাবীবুর রহমান সরদার মোঃ আবদুল্লাহ মুতাওয়াল্লী, মোঃ ইউছুফ মিয়া, মওঃ মকবুল হোসেন, হাফেজ মোঃ হাছান, আলহাজ মোঃ আবদুল গফুর, আলহাজ মোহাম্মদ মিয়াঁ, মোঃ ইব্‌রাহীম উছতাগর, মোঃ রহমতুল্লাহ মিয়া, মোঃ নওয়াব চাঁদ, আলহাজ দুধু মিয়াঁ মোঃ আবদুর রহিম, মোঃ আলাউদ্দীন, মাষ্টার শামছু-য্‌যুহা, মাষ্টার আবদুল হাকীম, হাফিয মোঃ উমর, মোঃ ইদরীছ মিস্ত্রী, মোল্লাজী আলী আহমদ, মোঃ আবদুল করীম পাহলওয়ান, মোঃ যমান খান, মোঃ ছৈয়েদ মোঃ আনীছুর রহমান, আলহাজ মোঃ ইউছুফ, মোঃ আঃ খালেক, মোঃ জমশেদ হোছাইন বি,এ, মোঃ নূরহোছাইন মিয়াঁ।

স্বেচ্ছাসেবক এবং যেসকল কর্মী তাঁহাদের প্রতি ন্যস্ত কর্তব্যকর্মে ব্যস্ত থাকায় সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে পারেননাই, অথবা যাঁহাদের নাম রেজেস্টারীভুক্ত করা সম্ভবপর হয়নাই, তাঁহাদের নাম এই তালিকায় উল্লিখিত নাই।

ত্রিপুরা : মওঃ আহছানুল্লাহ; মওঃ আলীমুল্লাহ খান, মওঃ আবদুছ ছমদ, মওঃ ছলিমুদ্দীন, মওঃ আবদুল-আযীয; মওঃ আবুল মুযাফ্‌ফর মোঃ হোছেন।

দিনাজপুর : মওঃ মোঃ রামাযান আলী, মওঃ মোহাঃ ফাযেল।

পাবনা (সদর) :—আলহাজ শায়খ মোঃ আব-দুছ্ছুবহান, আলহাজ মোঃ ছুলায়মান, মোঃ ইউছুফ আলী মালিথা, মোঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, মোঃ ছৈয়েদ আলী খান, মোঃ শাহেদ আলী মিয়া, মওঃ মোঃ যিল্লুর রহমান আনছারী, আলহাজ তোরাব আলী প্রামাণিক, মোঃ আয়েতুল্লাহ মুছল্লী, মোঃ মুহছিন আলী, মোঃ মনছুর আলী মিয়া, মুঃ মোঃ নিয়ামতুল্লাহ, আলহাজ কিয়ামুদ্দিন আহমদ, আলহাজ আবদুর রহমান মালিথা, মোঃ খবিরুদ্দীন আহমদ, মোঃ হাফী-যুর রহমান খান। (সিরাজগঞ্জ) কামারখন্দ সিনিয়র মাদ্রাছার সেক্রেটারী মোঃ মুহীউদ্দীন, ডঃ বুজর্গ আলী আহমদ, মোঃ বয়েতুল্লাহ মিয়া, মোঃ মীর্যা আবদুল হাকীম।

বগুড়া ঃ—বানিয়া পাড়া সিনিয়র মাদ্‌রাছার সুপার মওলানা ছঅদ ওয়াক্কাছ, উক্ত মাদ্‌রাছার সেক্রেটারী মোঃ মোঃ যাকারীয়া, মওঃ উছ্‌মান গণি, সোঁধাবাড়ী মাদ্‌রাছার সেক্রেটারী মোঃ রহীমুদ্দীন মিয়া, মুঃ আব্বাছ আলী, মওঃ মুযাফ্‌ফর হোছেন, মওঃ আবদুল মতীন, মওঃ ওয়াজেদ আলী তরফদার বি, এ, মওঃ আবদুর রহমান, মওঃ মোঃ ইছহাক, হাযী মোঃ বশারতুল্লা সরকার।

রংপুর (সদর) ঃ—মোঃ ইমাদুদ্দীন এম, এল-এ, আলহাজ মোহাম্মদ আনীছুদ্দীন, আলহাজ মোঃ তমীরুদ্দীন ধনী, মওঃ মহ্‌বুবুর রহমান, মওঃ মেহরুল্লাহ, (গাইবান্ধা) মোঃ মোহঃ সিরাজুল হক, আলহাজ মোঃ নায়েবুল্লাহ, মুঃ রহীম বখস, সরদার, মোঃ শাফাআ-তুল্লাহ, মওঃ রহীম বখ্‌শ মওঃ শাফাআতুল্লাহ, মওঃ আবদুল মজীদ, মোঃ আবদুল জব্বার, মওঃ মোঃ ইছ-হাক, মওঃ মীরুল হাছান, হেকীম মুজিবুর রহমান, মোঃ মোঃ আবদুল বছীর, মোঃ ইমাদুদ্দীন মিয়া, মওঃ মোঃ ইছমাঈল, মওঃ মোঃ আবদুল কাফী, মওঃ শমছুর-

www.ahlehadeethbd.org

রহমান, মওঃ আবদুল কাদের, মোঃ আবদুল জব্বার মিয়াঁ, হাজী নইমুদ্দীন আহমদ, মৌঃ মোহাম্মদ আবদুল জলীল ও মওঃ মোঃ আবদুল হামিদ।

ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মৌঃ আহমদ হোছেন এম, এল, এ পথিমধ্যে গুরুতর ভাবে অসুস্থ হইয়া পড়ায় ময়মনসিংহে অবতরণ করিতে বাধ্য হন এবং কিঞ্চিৎ উপশম লাভের পর সম্মেলন শেষে দফতরে আসিয়া তাঁহার অবস্থা বিবৃত করেন।

রাজশাহী : পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের ভাইস প্রেসিডেন্ট পীর ছাহেব আলহাজ মওঃ মোহাম্মদ হোছেন বাসুদেবপুরী, আলহাজ মওঃ হেকীম কুত্‌বুদ্দীন আহমদ, আলহাজ মওঃ হেকমতুল্লাহ, মওঃ আবু ছঈদ মোহাম্মদ; মওঃ মোঃ ইব্‌রাহীম, মওঃ মোহাম্মদ হোছেন রহমানী, মোল্লা মোঃ আবুল কাছেম, আলহাজ মওঃ আবদুল মান্নান, মওঃ গুজাউদ্দীন; মওঃ মোঃ আবদুল কাইয়ুম বি, এ, প্রোফেসর মওঃ রুস্তম আলী দেওয়ান এম, এ।

ময়মনসিং : (জামালপুর) মওঃ বাহাউদ্দীন আহমদ, মৌঃ আবদুল জলীল, মৌঃ নিযামুদ্দীন আহমদ; মৌঃ শামছুদ্দীন খান, মোঃ রিয়াজুদ্দীন সরকার, মওঃ মোঃ মুছতকীম; চিনাডুলি সিনিয়র মাদরাছার সুপার মওঃ ফযলুর রহমান রহমানী, হাজী মোঃ আবদুল কাদের, মওঃ মোঃ ইছহাক মওঃ বেলায়েত হোছেন, প্রোফেসর মোঃ আশরফ ফারুকী এম, এ। (সদর মহকুমা) পীর ছাহেব মৌঃ আবদুল হাকীম মওঃ মোঃ আছগর আলী, জামতলী সিনিয়র মাদরাছার সুপার মওঃ আহমদুল্লাহ রহমানী; কাতালসিন সিনিয়ার মাদরাছার সুপার মওঃ আবদুছ ছমদ, মওঃ রুছতম, মৌঃ মোঃ মযকুর মৌঃ মোঃ ছঈদ (কলিকাতা মুছলিম জুয়েলার্স)। (টাঙ্গাইল)—আলহাজ মওঃ যমীরুদ্দীন আহমদ, মৌঃ আবদুল আলী, মোঃ আবদুছ ছমদ সরকার মোঃ আবদুল করীম, মোঃ নওয়াব আলী সরকার, মওঃ আবু মিয়াঁ (মরহুম মওঃ আবদুছ ছবুর দেলদুয়ারীর পুত্র), আলহাজ মওঃ মুহীউদ্দীন খান, বালিজুড়ি সিনিয়ার মাদরাছার সুপার মওঃ মতীউর রহমান খান, মওঃ মুহীউদ্দীন কাঞ্চনপুরী, আলহাজ মোঃ আবদুল হালীম, মোঃ নূর মোহাম্মদ সরকার, সৌরীভাগ মাদরাছার সুপার মওঃ আবদুছ ছমদ, মওঃ হাবীবুল্লাহ, মওঃ মোঃ আবদুর-রশীদ, মোঃ দারোগ আলী সরকার।

যশোর : মওঃ শমছুদ্দীন আহমদ, মওঃ আবদুর রহমান।

ফরিদপুর : মওঃ আবদুর রযযাক।

শ্রীহট্ট : মওঃ শফীকুর রহমান, হাজী মোঃ লাল মিয়া, মওঃ মোহাম্মদ আলী, আবদুর রহমান, মওঃ মোঃ আবদুছ ছত্তার।

ময়মনসিং জিলার মওঃ কফীলুদ্দীন আহমদ, মওঃ আবদুর রহমান বি, এ বি, টি, দিনাজপুরের মওলানা ফিল্লুর রহমান ছলফী ও মৌঃ আবদুল হামীদ জিলানী রাজশাহীর মওঃ আব্বাছ আলী, কুষ্টিয়ার পীর ছাহেব মওলানা আফছর হোছেন পত্রযোগে আর দিনাজপুরের মওঃ আবদুল মতীন, ঢাকার মওঃ মোঃ আবুল কাছেম ও সিরাজগঞ্জের প্রোফেসর মওঃ হাছান আলী এম, এ, টেলিগ্রামযোগে তাঁহাদের অনিবার্য অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বাণী প্রেরণ করেন।

কর্মী সম্মেলনের কার্যবিবরণী

১৯৫৭ সালের ১৩ই মার্চ মুতাবিক ২৯শে ফাল্গুন ১৩৬৩ বুধবার যুহরের নমাযের কিঞ্চিৎ পর হইতে পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের সদর দফতর ৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোডস্থ ইমারত প্রাঙ্গনে চন্দ্রাতপ, পর্দা ও ফর্‌শ সজ্জিত মণ্ডপে আহ্‌লেহাদীছ কর্মী সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। জমঈয়তের দফতরের বর্তমান ইন্‌চার্জ মওঃ মুনতাছির আহমদ রহমানী কর্তৃক পবিত্র কোরআনের আবৃত্তির পর পূর্ব পাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের স্থায়ী সভাপতি সমাগত মেহমান ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বর্ধনা ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপনপূর্বক বগুড়া জিলার প্রবীন আলেম জনাব মওলানা ছুফী ওয়াক্কাছ রহমানী ছাহেবকে সভাপতির আসন গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। মওলানা ছুফী ওয়াক্কাছ ছাহেব সভাপতির আসন গ্রহণান্তর অতি সংক্ষেপে মৌখিকভাবে তাঁহার প্রাথমিক ভাষণ প্রদান করার পর আছরের নমাযের উদ্দেশ্যে ১৫ মিনিটের জন্য সম্মেলনের কার্য স্থগিত রাখার আদেশ দেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সন্নিহিত নাজিরাবাজার মছজিদে জামাআতের সহিত আছরের নমায সমাপন করার পর পুনরায় সভার কার্য আরম্ভ হয়। চতুর্দশ বর্ষীয় বলেক হাফেজ মোঃ জমীল কর্তৃক কোরআন তিলাওয়াতের পর টাঙ্গাইলের দিলদুয়ার নিবাসী প্রবীন মওলানা মহীউদ্দীন খান ছাহেব ত্রয়োদশ শতকের আহলেহাদীছ যশস্বী কবি কাযী তিলা মোহাম্মদ পেশোয়ারী মরহুমের বিরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। অতঃপর জমঈয়ত প্রেসিডেন্টের ইংগীত ক্রমে মওঃ মুনতাছির রহমানী পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ ও আলহাদীছ প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউসের নিম্নলিখিত রিপোর্ট সকলকে পাঠ করিয়া শুনান।

পূর্ব-পাক জমঈয়াতে আহলেহাদীছ ও আঃ হাঃ প্রিন্টিং হাউস

(১৫-৯-৫৪ হইতে ৩১-১২-৫৬ পর্যন্ত)

২বৎসর ৩ মাস ১৭ দিনের রিপোর্ট

১৯৫৪ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারীখে পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহলে হাদীছের সাধারণ সভা জমঈয়তের সাবেক দফতর পাবনায় অনুষ্ঠিত এবং উক্ত সভায় জমঈতের রিপোর্ট ও বার্ষিক হিসাব প্রদর্শিত ও গৃহীত হইয়াছে। এই রিপোর্ট ও হিসাবের জন্য তর্জুমানুল হাদীছ ৫ম খণ্ড ২৪৫—২৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য। অতঃপর জমঈয়তের সাধারণ সভার আর কোন অধিবেশন হয়নাই সুতরাং উহার রিপোর্টও আরউপস্থিত করিতে পারাযায়নাই।। নয়মতান্ত্রিক ভাবে ১৯৫৫ সালে ও ১৯৫৬ সালে দুইটি বার্ষিক সাধারণ সভা(General Committee meetings) আহ্বান করা উচিত ছিল, কিন্তু নানা অনিবার্য কারণ পরম্পরায় তাহা ঘটিয়া উঠেনাই। ১৯৫৪ সালের শেষভাগে আর ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে দুই দুই বার প্রবল বন্যায় দেশের বহুলাংশ প্লাবিত এবং জনগণ গুরুতর খাদ্যসঙ্কটের সম্মুখীন হন। এরূপ অবস্থায় জমঈয়তের সাধারণ সভায় পূর্ব পাকিস্তানের সকল যিলা হইতে সদস্য মণ্ডলীর সমাবেশ সম্ভবপর ছিলনা।

রিলিফের কাজ

জেনারেল কমিটির সভা আহ্বান করার পরিবর্তে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের কর্মীগণ বন্যাপীড়িত আর্ত নর নারীর যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বদ্ধপরিকর হন। ২৭ শে নভেম্বর ১৯৫৪ সালে এই উদ্দেশ্যে পাবনা বাঁশ বাজার মছজিদে একটি সভা আহ্বান করিয়া কর্মীগণ অর্থ সংগ্রহের কার্যে ব্রতী হন এবং বন্যাবিধ্বস্ত মছজিদ ও ধর্মীয় শিক্ষাগার সমূহের পুনর্নির্মান কল্পে পাবনা, ময়মনসিং, রংপুর, বগুড়া, রাজসাহী, ত্রিপুরা ও ঢাকা যিলায় সাহায্য পাঠাইতে থাকেন। পশ্চিমপাকিস্তানের জমঈয়তে আহলেহাদীছ তাঁহাদের অঞ্চলের বন্যাক্লিষ্টদের জন্য যে সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছিলেন, পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ তাহাতে মঃ এক হাজার টাকা প্রেরণ করিয়াছিল। অবশ্য তাঁহারাও আমাদের সাহায্য ভাণ্ডারে মঃ দুই হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৯৫৫-সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে আবার রিলিফের কাজ শুরু করা হয়। পাবনা টাউনের বিভিন্ন মহল্লায় সভা ও ওয়ায করিয়া জমঈয়তের সভাপতি কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন এবং জমঈয়তের সেক্রেটারী, মুবাল্লিগ ও কর্মীগণ ময়মনসিং, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও রাজসাহীর গ্রামাঞ্চলে গমন করিয়া ধান ও চাউল বিতরণ করিতে থাকেন। জমঈয়তে আহলেহাদীছ দুই দফায় প্রায় ৫ হাজার টাকা বন্যাপীড়িতদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছে এবং সাহায্য ভাণ্ডারের হিসাব যথারীতি জমঈয়তের মুখপত্র তর্জুমানুল-হাদীছে'র পৃষ্ঠায় প্রকাশলাভ করিয়াছে।

বন্যা রিলিফের বিস্তারিত হিসাবের জন্য তর্জুমানুল-হাদীছ ৫ম বর্ষ ৭ম ও ৮ম যুগ্ম সংখ্যা এবং ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯৫৬ সালেও জমঈয়তের সাধারণ সভা আহ্বান করা সম্ভবপর হয় নাই। ভূতপূর্ব সেক্রেটারী ছাহেব তাঁহার পারিবারিক অসুবিধার জন্য আকস্মিক ভাবে জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পদত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় সপ্তাহেই সদর দফতর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার অবসরের অভাবে ১৮ই মে পর্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে হিসাব বুঝিয়া লওয়ার কার্য বিলম্বিত হয়। যোগ্য লোকের অভাবে প্রেসিডেন্ট জমঈয়তের দফতর লইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ তাঁহার চোখের অবস্থা ভয়াবহ পর্যায়ে উপস্থিত হওয়ায় তিনি অস্ত্রোপচারের উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালের ১৬ই জুলাই তারীখে ঢাকা চলিয়া যাইতে বাধ্য হন।

পাবনা হইতে জমঈয়তের দফতর ঢাকায় স্থানান্ত-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রিত করার প্রস্তাব করেক বৎসর পূর্ব্বেই গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু সভাপতির শারীরিক অসুস্থতা ও দেশের আর্থিক দুর্দশার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা সম্ভবপর হয় নাই। সুবিধা মত দফতর ও প্রেসের উপযোগী বাড়ীও মিলিতে ছিলনা। কিন্তু চক্ষু অপারেশন উপলক্ষে ঢাকার বন্ধু বান্ধব বিশেষতঃ মওলানা মোহাম্মদ আরিফ এম, এ ছাহেবের চেষ্টায় ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোডস্থ বর্তমান বাড়ীটি মিলিয়া যাওয়ায় পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের দফতর পাবনা হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

নানারূপ গোলযোগ, অসুবিধা ও কষ্টের ভিতর দিয়া চলিতে হইলেও ১৯৫৪ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীছের কর্মতৎপরতা আল্লাহর ফযলে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই! এই সময়ের মধ্যে জমঈয়ত যে সকল কার্য্য সমাধা করিয়াছে অথবা করিয়া চলিয়াছে, তাহার তালিকা দীর্ঘ হইলেও সংক্ষিপ্ত ভাবে উহার কতকাংশ আলোচিত হইতেছে :—

পুস্তক পুস্তিকার সংকলন ও প্রচার

কোন আন্দোলনকে সজীব ও সক্রিয় রাখিতে হইলে সাহিত্য ও মুখপত্রের প্রয়োজন কিরূপ তীব্র, তাহা জ্ঞানবানদের অবিদিত নাই। আহলেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র তর্জুমানুল হাদীছের নিয়মিত প্রকাশনা ছাড়াও জমঈয়তে আহলেহাদীছ এই সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তক পুস্তিকাগুলি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে : (১) নবুওতে-মোহাম্মদী ১ম খণ্ড, (২) আহ্‌লে-কিবলার পিছনে নামায, (৩) মুছাফাহা, (৪) যুক্ত নির্বাচন ও পূর্ববঙ্গ নামকরণ (৪) জামাতে ইছলামী বনাম আহলেহাদীছ আন্দোলন, (৬) আহলেহাদীছ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, (৭) ইছলামী অর্থনীতির রূপ, (৮) ধনবণ্টনের রকমারী ফর্মূলা, (৯) ইছলামী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যগণের নিকট জমঈয়তে আহলেহাদীছের সভাপতির আবেদন, (১০) ইছলামী ফ্রন্টের অভ্যর্থনা সমিতির অভিভাষণ, (১১) ইছলামী শাসনতন্ত্রের গুরুত্ব (১২) পাক শাসনতন্ত্রের খসড়া সম্পর্কে পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের বিবৃতি।

এতদ্ব্যতীত অনৈছলামিক পূজা পার্বন ও উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান না করার জন্য মুছলমান সমাজের মধ্যে জমঈয়ত ফতওয়া ও আবেদন প্রচার করিয়াছে, সভা-সমিতি ও পিকেটিং ইত্যাদিরও ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। রাজনৈতিক দৃষ্টি ভংগীর দিক দিয়া যাহা ইছলাম ও পাকিস্তানের স্বার্থের প্রতিকূল বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে, প্রচার পত্র ও বক্তৃতাদির সাহায্যে তাহার অকুণ্ঠ প্রতিবাদ জানাইয়াছে এবং দেশবাসীকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে সচেষ্ট হইয়াছে।

রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা

পাকিস্তানে ইছলামী শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কল্পে পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ গোড়াগুড়ি হইতে একক ও মিলিতভাবে জদ্দ ও জিহাদ চালাইয়া আসিতেছে। আলোচ্য দুই বৎসরেও জমঈয়ত এই সংগ্রামকে মন্দীভূত করেনাই। পুস্তিকাদির প্রচার ছাড়াও জমঈয়ত অনেকগুলি সভা আহ্বান করিয়া এবং অপরাপর সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া ইছলামী শাসনের দাবীকে যোরদার করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে জমঈয়তের সভাপতি ১৯৫৫ সালের ৩রা নবেম্বর হইতে ২১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করেন এবং সহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আহুত সভায় যোগদান ও নেতৃবৃন্দের সহিত ইছলামী ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠা কল্পে আলাপ-আলোচনা চালাইতে থাকেন। পাবনা টাউন ও নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে মিলিত ও স্বতন্ত্রভাবে সভাসমিতিতে বক্তৃতাদি প্রদান করেন। এই উদ্দেশ্যে পাবনা টাউন হল, পাবনা বাজার, চাঁদবা ও যছরপুর প্রভৃতি স্থানের সভায় সভাপতিত্ব করেন ও বক্তৃতা দেন। পাকিস্তানের আদর্শ ও ইছলামী শাসনের দাবীকে বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ নিযামে ইছলাম, মুছলিম লীগ, জামাতে ইছলামী, ইছলাহুল মুছলেমীন ও আঞ্জুমানে মুহাজেরীন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহের সমবায়ে পাবনায় এক সর্বদলীয় মুছলিম ফ্রন্টের মহাসভা ১৯৫৬ সালের ৬ই ও ৭ই জানুয়ারী তারীখে বিশেষ সফলতার সহিত সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। ইছলামী শাসনের দাবীর ফলেই জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে কম্যুনিষ্ট ও ইছলাম বিরোধী দলের সহিত জমঈয়তের কর্মীদলের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সংঘর্ষ ঘটে এবং ইছলাম বিরোধী দল জমঈয়তের কর্মীদিগকে অলীক মিথ্যা মামলার সহিত জড়িত করে। ইছলামী নীতির সংরক্ষণ ও শাসন ব্যবস্থার দাবীর জন্য অপরাপর মুছলিম দলের সহিত মিলিত হইয়া আওয়াজ উত্থিত করার অপরাধে জমঈয়তের সভাপতিকে ১৯৫৬ সালের ৭ই অক্টোবর তারীখে ঢাকায় ইছলাম বিরোধী দলের হস্তে নির্যাতিত হইতে হয়। ইছলাম পন্থী দলগুলি একটি সম্মিলিত ফ্রণ্টে সমবেত হইয়া যাহাতে পাকিস্তানে কোরআন ও ছুন্নাহ-ভিত্তিক প্রকৃত ও সঠিক ইছলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা কল্পে সংগ্রাম করেন, তজ্জন্য জমঈয়তে আহ্‌লে-হাদীছের সভাপতি সকল দলের এমন কি আহ্‌লেহাদীছ বিদ্বেষী নেতাদেরও দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান। আলোচ্য দুই বৎসরের ভিতর জমঈয়তের প্রেসিডেণ্ট ঢাকা ব্যতীত পাবনায় সকল দলের সহিত মিলিত হইয়া ১৯৫৪ সালের ৯ই নভেম্বর ২০শে ডিসেম্বর ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫ সালের, ৩১শে জানুয়ারী ২২শে এপ্রিল, ১৫ই জুলাই, ২রা ডিসেম্বর ১১ই ডিসেম্বর ও ২৫শে ডিসেম্বর এবং ১৯৫৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারীখ সমূহে মোট ১১টি জনসভায় যোগদান, সভাপতিত্ব ও বক্তৃতা প্রদান করেন।

কোরআন ও ছুন্নাহর অকুণ্ঠ তবলীগ

কোরআন পাকের প্রচার কল্পে জমঈয়তে আহ্‌লে-হাদীছ শুরু হইতেই প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য বৎসরের মত আলোচ্য দুই বৎসরেও জমঈয়তের সভাপতি তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা ও কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও মৌখিক ও লিখিতভাবে কোরআন প্রচার করার কার্য চালাইয়া আসিয়াছেন। পাবনা অবস্থান কালে আলোচ্য বৎসরে তিনি দুইটি সাপ্তাহিক কোরআন-ক্লাস পরিচালিত করেন, একটি জমঈয়তের দফতর সন্নিহিত জুম্‌আ মছ্‌জিদে আর একটি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে। জামে মছ্‌জিদের ক্লাসে ন্যূনাধিক এক শত জন করিয়া নর-নারী শ্রোতার সমাবেশ হইত, কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের ঔদাসিন্যের ফলে দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি স্থায়ী হইতে পারেনাই। ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পরও 'দর্ছে কোরআনের' এই ব্যবস্থা আংশিক ভাবে বিগত ৯ই নভেম্বর ১৯৫৬ হইতে আগা ছাদিক রোডস্থ জুমুআ মছজিদে চালুকরা হইয়াছে স্থানীয় আহ্‌লেহাদীছ জামাআতের নিরুৎসাহ ভাব এবং মাইক প্রভৃতির অভাবের জন্য কোন আহ্‌লেহাদীছ মছজিদে বা জমঈয়তের দফতরে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে নাই। দারুত্‌ তালীমের কর্তৃপক্ষগণ যে টুকু সুবিধা জমঈয়তকে দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

জমঈয়তের মুবাল্লিগগণ বিভিন্ন যিলার গ্রামাঞ্চলে অনেকগুলি সভা সমিতি আলোচ্য দুই বৎসরে করিয়াছেন। জমঈয়তের সভাপতি একক বা জমঈয়তের ভূতপূর্ব সেক্রেটারী মওলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান বা মুবল্লিগ মওলানা আবদুল হক হক্কানী ও মওলানা যিল্লুর-রহমান আনছারী অথবা অন্য মুবাল্লিগের সাথে আলোচ্য দুই বৎসরের ভিতর পাবনা, রংপুর, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, বগুড়া, ঢাকা, রাজসাহী, কুষ্টিয়া, খুলনা ও দিনাজপুর যিলা সমূহে অন্ততঃ ৪০টি সভা করেন।

আলোচ্য দুই বৎসরে জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটির চারিটি অধিবেশন হয়, যথা ১৫ই অক্টোবর ১৯৫৪, ১২ই এপ্রিল ১৯৫৫, ১৫ই জুলাই ১৯৫৫ ও ৩রা ডিসেম্বর ১৯৫৫। এতদ্ব্যতীত মুছলিমফ্রণ্টের অধিবেশন উপলক্ষে অনেকগুলি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রামাযান শরীফে জমঈয়তের সভাপতি অধিকাংশ রাত্রে তারাবীহর জামাআতে ইমামত করেন।

বর্তমান অবস্থা— অনেক আশা ভরসা হৃদয়ে লইয়া জমঈয়তের দফতর পাবনা হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। জমঈয়তের সুদূর প্রসারী কার্য্যসূচিকে পাবনারমত মফস্বল টাউনে রূপায়িত করা বিশেষ অসুবিধাজনক মনে করিয়াই রাজধানীতে দফতর পরিবর্তন করা হইয়াছে কিন্তু যোগ্য কর্মী ও সহানুভূতির অভাবে জমঈয়ত এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইতে পারিতেছেনা, পুরাতন কাজগুলি বহু কষ্টে চালুরাখা হইতেছে মাত্র। ঢাকা শহরে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের কোন অস্তিত্ব নাই, ইহার প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন সুস্পষ্ট ধারণাও নাই। শহরে মফঃস্বলে সর্বত্র এইজামাআত ভাংগণের সম্মুখীন হইয়াছে। জমঈয়তের পুরাতন কর্মীগণের কেহ কেহ সরিয়া পড়িয়াছেন আর অধিকাংশই অবহেলা ও নিষ্ক্রিয়তার রোগে আক্রান্ত। জমঈয়তের প্রেসিডেণ্ট

www.ahlehadeethbd.org

তাঁহার বার্ধক্য ও রোগজীর্ণ দেহ লইয়া জমঈয়তের জন্য প্রয়োজনীয় কঠোর পরিশ্রমের যোগ্যতা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ বিগত ৯ বৎসরের ভিতর যে পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা নৈরাশ্যব্যঞ্জক নয়। তাহার দফতর, তাহার প্রেস, তাহার বহিপুস্তক তাহার অতীত কর্মতৎপরতা সমাজের পক্ষে গৌরবজনক, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানকে জীবন্ত রাখিতে হইলে এই টুকুকে যথেষ্ট মনে করা সংগত হইবেনা। ইহাকে অধিকতর ব্যাপক, প্রতিনিধিমূলক ও সক্রিয় করিতে হইবে। কেমন করিয়া ইহা সম্ভবপর তাহারই উপায় নির্দেশিত করার জন্য আহ্‌লেহাদীছ কর্মী সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে। এই আহ্বানে যাঁহারা সাড়া দিয়াছেন তাঁহাদিগকে জমঈয়তের কর্মীগণ আন্তরিক মুবারকবাদ জানাইতেছেন। ঢাকার আহ্‌লেহাদীছগণ এই ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত ভাবে জমঈয়তের জন্য উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এক্ষণে আপনারা জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ ও তার প্রিন্টিং হাউসের হিসাব শ্রবণ করুন :—

পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ

ইং ১৯৫৪ সালের ১লা সেপ্‌টেম্বর হইতে ১৯৫৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ষোল মাসের জমার বিবরণ --

১।	ফিত্‌রা—	৩৭৯৪৷৶০
২।	কুরবাণী—	১৯৩৯৷৷০
৩।	যাকাত—	৪৮৬০৲১০
৪।	উশর—	১৩৭৮৶০
৫।	মাসিক চাঁদা—	৫৭৪।০
৬।	সভার আদায়—	৫০৲
৭।	এককালীন—	৬০৭৫৸৫
	রিলিফ—	৩৩৯০।৶০
	অন্যান্য —	৬৮৫।৶৫
৮।	বিবিধ—	১১৮৮।৶১০
		১৮৬৩০৷৷৶৫

মোট আঠার হাজার ছয় শত ত্রিশ টাকা দশ আনা এক পয়সা মাত্র

ইং ১৯৫৪ সালের ১লা সেপ্‌টেম্বর হইতে ১৯৫৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ষোল মাসের ব্যয়ের বিবরণ—

১।	বেতন	৫৩৩৭৶০	৭। আদায় কমিশন ১৫১৷৷৶০
২।	যাতায়ত খরচ	৫২৯৸০	৮। ঘরভাড়া ১৪১৶০
৩।	কাগজ খাতা ইত্যাদি	১৬২৷৷৶০	৯। রিলিফ ৩৩৯৩৷৶০
৪।	মেহমান	৩৪৫৲১৫	১০। প্রিন্টিং হাউসের জন্য দেওয়া ৩১৬৫৸০
৫।	ডাক খরচ	৩৪৮৷৷৶১০	১২। বিবিধ ১৩৯৶১৫
৬।	পুস্তক ও সংবাদপত্র	১৮২৸	১২। কালী ৩৲
		১৩৯০০৶০	

মোট তেরহাজার নয়শত টাকা এক আনা মাত্র।

১৯৫৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারীখে পূর্ব পাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের উদ্‌বৃত্ত তহবীল

মোট	জমা—	১৮৬৩০৷৷৶৫
,,	ব্যয়—	১৩৯০০৶০
	উদ্‌বৃত্ত তহবীল—	৪৭৩০৷৷৶৫

পূর্ব পাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ

ইং ১৯৫৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে সিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১২ মাসের জমার বিবরণ—

১।	ফিতরা—	৩৮৭০।৶১৫
২।	কুরবাণী—	১৬৩৭৷৷০
৩।	যাকাত—	৪২০২৸৶০
৪।	উশর—	১১৮৶০
৫।	এককালীন—	১২৬০৸৶০
৬।	মাসিক চাঁদা—	৮৯৮৲
৭।	বিবিধ—	৩২।৶০
	মোট	১২২৪৭৸১৫

মোট বার হাজার দুইশত সাত চল্লিশ টাকা বার আনা তিন পয়সা মাত্র।

www.ahlehadeethbd.org

ইং ১৯৫৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট বার মাসের ব্যয়ের বিবরণ

১। বেতন —২৬২২৵০ ৯। কালী—১৪৴০
২। যাতায়াত—৯৭৮৶০ ১০। সভার খরচ—১৸৴১০
৩। কাগজ ও খাতা—৩৫৫৴১০
১১। ইলেকট্রিক—১৪১৵০
৪। মেহমান—৫১৸৴১৫ ১২। প্রিন্টিং—১৩৯৵০
৫। ডাক খরচ—১৯১।১০ ১৩। ট্যাক্স—১২৴০
৬। পুস্তক ও সংবাদপত্র—৫৭॥৴০
১৪। খাজানা—১০৲
৭। কমিশন—১০১৸৴০ ১৫। বিবিধ—১৩০॥৴৫
৮। ভাড়া —১০৮৪।৴৫

৬৭৪৫৸১৫

মোট ছয় হাজার সাত শত পঁয়তাল্লিশ টাকা বার আনা তিন পয়সা মাত্র।

১৯৫৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারীখে পূর্বপাক জম্ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের উদ্বৃত্ত তহ্‌বীল

মোট জমা	১২২৪৭৸১৫
মোট ব্যয়	৬৭৪৫৸১৫
উদ্বৃত্ত তহবীল	৫৫০২৲

ইং ১৯৫৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৫৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট আটাশ মাসের জম্ঈয়তের যিলা ওয়ারী আয়ের তালিকা

১। বরিশাল—৬৮৸৴১০ ২। বগুড়া—১৮২৫৵০
৩। চট্টগ্রাম —১৫৲ ৪। ঢাকা—২৩৫৫॥৴১০
৫। দিনাজপুর—৭০৬৸৵০ ৬। ফরিদপুর—৪৩৩৵০
৭। যশোর —২৭।০ ৮। খুলনা—১৮৬৭।৴০
৯। কুষ্টিয়া—১৪৮৪॥০ ১০। ময়মনসিংহ—৪১৪৯॥০
১১। ত্রিপুরা—৮৭।৵০ ১২। পাবনা—৯১২৭৵০
১৩। রাজসাহী—৩৪২৩৸৴০ ১৪। রংপুর—২৪১২।০
১৫। শ্রীহট্ট—২৪।০ ১৬। পশ্চিম পাক জম্ঈয়তে-আহ্‌লেহাদীছ—২০০০৲ ১৭। মুর্শিদাবাদ—২৫৲
১৮। ২৪ পরগণা—১০৲ ১৯। অষ্ট্রেলিয়া—৩৬৸০

৩০৮৫০৴০

মোট ত্রিশ হাজার আট শত পঞ্চাশ টাকা সাত আনা মাত্র।

আল্‌হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস
ইং ১৯৫৩সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৫৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ষোল মাসের জমার বিবরণ

১।	প্রিন্টিং চার্জ	—২০৬৫॥৴০
২।	পুস্তক বিক্রয় ও কমিশন	—৪৯৪৸৵০
৩।	তর্জুমানের বার্ষিক চাঁদা	—৫৫০৪।৴১০
৪।	তর্জুমান নগদ বিক্রয়	—১০৪৵০
৫।	বিজ্ঞাপন	—২৫৲
৬।	প্রেস উপকরণ বিক্রয়	—১৭৭৵০
৭।	জম্ঈয়ত ফণ্ড হইতে গৃহীত	—৩১৬৫৸০
৮।	বিবিধ	—৮॥০
		১০১৪৫॥১০

মোট জমা দশ হাজার পাঁচ শত পঁয়তাল্লিশ টাকা আট আনা দুই পয়সা মাত্র।

আল্‌হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিসিং হাউস

ইং ১৯৫৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ষোল মাসের ব্যয়ের বিবরণ

প্রেস ও বিল্‌ডিং মেরামত	—১৫৸৵১০
ফার্নিচার ও প্রেস আসবাব	—১৪০॥৵১০
টাইপ ও ব্লক প্রভৃতি	—১০৮৮৸৴১৫
কাগজ	—২২৬৫৴০
কালী	—২৪৩।৵০
বেতন	—৫২৩০১০
দফতরীর আজুরা	—৪৩৫।১
ডাক খরচ	—৩৭০।১০
পুস্তক ও সংবাদ পত্র	—১৫৲
স্টেশনারী	—১০৸০
সোডা কেরোসিন	—৯৮৴০
বাসা ভাড়া লাইট চার্জ ও মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স	—১১৭৪।৴১৫
বিবিধ	—১১৩৴০
	১১২৬১।৴১০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৯৫৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারীখে আল্‌হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসের ঘাটতি হিসাব—

মোট ব্যয়—১২২৬ ॥/১০

মোট জমা—১০৫৫৪॥১০

৭০৭/০

মোট ঘাটতি ৩১।১২।৫৫ পর্যন্ত সাত শত সাত টাকা এক আনা মাত্র।

আল্‌হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস

ইং ১৯৫৬সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিঃ পর্যন্ত মোট ১২ মাসের জমার বিবরণ—

১।	প্রিন্টিং চার্জ	—১৬৯০।০
২।	পুস্তক বিক্রয় ও কমিশন	—৩৭৬৶৫
৩।	তর্জুমানের বার্ষিক চাঁদা	—২৮৩৩৸/০
৪।	নগদ বিক্রয়	—২॥০
৫।	এককালীন দান	—৯।০
৬।	বিজ্ঞাপন	—৩৫৲
৭।	প্রেস উপকরণ বিক্রয়	—১৭৭৲
৮।	বিবিধ	—৯৯৫৶০

মোট ৬১১৯৶৫

মোট জমা ছয় হাজার এক শত উনিশ টাকা ছয় আনা এক পয়সা মাত্র।

আল্‌হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস

ইং ১৯৫৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিঃ পর্যন্ত মোট বার মাসের ব্যয়ের বিবরণ—

১।	প্রেস ও বিল্ডিং মেরামত	—৫৩২॥/১০
২।	ফার্নিচার ও প্রেস আসবাব	—৫০২।/১০
৩।	টাইপ ও ব্লক ইত্যাদি	—১০৪৮০
৪।	কাগজ	—১৯৮৬৶১০
৫।	কালী	—৩০৪৶০
৬।	বেতন	—৩৭৪৩।৶১০
৭।	দফতরীর আজুরা	—৫৫০৸৶০
৮।	ডাক খরচ	—২৭০।৶১৫
৯।	পুস্তক ও সংবাদ পত্র	—৩৮।১০
১০।	স্টেশনারী	—৫২॥৶১০
১১।	সোডা কেরোসীন	—৭১॥৶
১২।	বাসা ভাড়া লাইট ও ট্যাক্স	—৪৫১৲
১৩।	বিবিধ	—৬৮৩৸৶১৫

মোট —৯২৯২।৶১০

১৯৫৬ সালের বার মাসের মোট ব্যয় নয় হাজার দুই শত বিরানব্বই টাকা দশ আনা দুই পয়সা মাত্র।

১৯৫৬ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারীখে আল-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসের ঘাটতি হিসাব

মোট ব্যয়	৯২৯১॥৶১০
মোট জমা	৬১১৯।৶৫
মোট ঘাটতি	৩১৭৩।৫

তিন হাজার এক শত তিয়াত্তর টাকা চারি আনা এক পয়সা মাত্র।

যে হিসাব উপস্থিত করা হইল তাহা অতিশয় বিচ্ছিন্ন ছিল এবং সম্পূর্ণ *Up to date*ও নয়। ভূত-পূর্ব সেক্রেটারী ছাহেবের আকস্মিক বিদায়, অফিসের চার্জ গ্রহণ করার মত যোগ্য লোকের অভাব এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা বিক্ষিপ্ত ভাবে হিসাব সংরক্ষণের ফলেই হিসাবকে সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারা যায় নাই তথাপি যে হিসাব আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল তাহাতে কোন ভ্রান্তি বা দোষ নাই। পোস্টাল অডিট অফিসের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জনাব মওঃ উছমান গনী এবং এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের কাশিয়ার জনাব মওলবী জমশেদ হোছাইন অনুগ্রহ পূর্বক এই হিসাব আগা-গোড়া পরীক্ষা করিয়া অডিট রিপোর্ট দিয়াছেন। তাঁহা-দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই এই হিসাব উপস্থিত করা সম্ভবপর হইল। ইহার জন্য আমরা জমঈয়তের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

উপস্থিত হিসাবের সাহায্যে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, প্রেস বিভাগের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। জমঈয়তে-আহলেহাদীছের তহবীল হইতে প্রতি বৎসর ক্ষতি পূরণ করিয়া তর্জুমানুলহাদীছ ও প্রিন্টিং হাউসকে বাঁচা ইয়া রাখিতে হইতেছে। তর্জুমানের গ্রাহক সংখ্যা বর্ধিত এবং বিজ্ঞাপনাদির ব্যবস্থা আর প্রেসের সুষ্ঠু

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বন্দোবস্ত ছাড়া প্রেস ও তর্জুমান চালাইয়া যাওয়া সম্ভবপর নয়।

জমঈয়ত সম্বন্ধেও প্রায় এই কথাই খাটে। পাবনার আহলেহাদীছ জামাআতই এতদিন পর্যন্ত জমঈয়তের মেরুদণ্ড ও প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যদি জমঈয়তকে টিকাইয়া রাখিতে হয়, তাহাদিকে তাঁহাদের এই সহানুভূতি অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে, আর জমঈয়তকে শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ করিতে হইলে পূর্ব পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে অধিকতর নিয়মতান্ত্রিক, ব্যাপক ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। সমস্ত অঞ্চলের আহলেহাদীছগণ জমঈয়তের জন্য আর্থিক, কায়িক ও আন্তরিক ভাবে অগ্রসর হইলেই পূর্ব পাকিস্তানে এই আন্দোলনকে শক্তিমান করিয়া তোলা দুঃসাধ্য হইবেনা।

و صلے الله على سيدنا محمد امام المتقين وعلى آله و اصحابه نجوم المهتدين و آخر دعوانــا ان الحمد لله رب العالمين -

(স্বাক্ষর) মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী, আল্‌কোরায়শী
প্রেসিডেন্ট, পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ।

(স্বাক্ষর) আবুল মকারিম মোহাম্মদ ছঈদ ওয়াক্কাছ
আলী রহমানী।

সভাপতি, পূর্বপাক আহলেহাদীছ, কর্মীসম্মেলন। ১৩।৩।৫৭ইং

১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্বপাক জমঈয়তে-আহলেহাদীছের কার্যবিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব পঠিত হওয়ার পর সর্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হয়। সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক উহা স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পূঃ পাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের স্থায়ী সভাপতি আহলেহাদীছ আন্দোলনের পটভূমিকা এবং উহার আধুনিকতম চিত্রের পর্যালোচনা করেন এবং আন্দোলনের আবশ্যকতা, জমঈয়তের ভাবী কর্মপন্থা ও উহার রাজ-নৈতিক দৃষ্টিভংগী সম্পর্কে সদর দফতর হইতে যে জিজ্ঞাসাপত্র বিতরিত হইয়াছিল, তাহার আভাষ দেন এবং সে গুলির জওয়াব বাছাই ও পরীক্ষা করার জন্য প্রোঃ মওঃ রুস্তম আলী, প্রোঃ মোঃ আশরফ ফারুকী মওঃ মোঃ আরিফ, মওঃ জমশেদ হোছেন বি,এ, মওঃ মোঃ হোছেন বাসুদেবপুরী ও মওঃ মুনতাছির আহমদ রহমানীর সমবায়ে একটি সব কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করেন। মগরিবের পর হইতে এই প্রস্তাব কার্যকরী করা হয়। †

† দুঃখের বিষয়, সব কমিটি তাঁহাদের আরব্ধ কাজ সময়াভাবে সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা মাত্র কয়েক শত প্রশ্নোত্তর পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই উত্তর-গুলি এবং আমাদের হস্তগত অন্যান্য জওয়াবগুলি বৈচিত্রে পরিপূর্ণ! শতকরা নিরানব্বুই জনই আহলেহাদীছ মত-বাদকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন বলিয়া দাবী করিয়া-ছেন, তাঁহারা জমঈয়তে আহলেহাদীছের প্রয়োজনকে পানাহার সামগ্রীর মতই অপরিহার্য বলিয়া ব্যক্ত করিয়া-ছেন, কিন্তু আহলেহাদীছ আন্দোলনের বাস্তব পরিচয় উহার জীবন বিধান এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অধিকাংশ জওয়াব-দাতাগণের সম্বিৎ ও ধারণা এতই অস্পষ্ট, অসং-লগ্ন ও প্রহেলিকাচ্ছন্ন যে, এরূপ দিশাহারা অবস্থায় অগ্রগতির আশা দুরাশা না হইলেও একান্তই যে দুঃসাহ-সিকতার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই আত্মবিস্মৃতপ্রায় এবং দুর্বল মানসিক অবস্থার দরুণেই জামাআতকে ও তাহার কর্মসূচিকে এক কেন্দ্রিগ করা সম্ভবপর হইতেছেনা, ছোড় বড় অনেকেই জামাআতি বন্ধন ও শৃংখলাকে ছিন্ন করিয়া 'সর্বভুতেষু' ও সকল মত-বাদের 'শ্রীচরণ কমলেষু' হওয়া সত্ত্বেও যোর গলায় দাবী হাঁকাইয়া যাইতেছেন যে, তাঁহারাই যথার্থ আহলে-হাদীছ! আবার এই দলেরই অর্থাৎ যাহারা আহলে-হাদীছ মতবাদ ও আদর্শে আস্থাশীল, তাঁহাদেরই কেহ কেহ বিশেষতঃ যুবকদল অন্যান্য সাময়িক ও রাজসিক অন্দোলন সমূহের ন্যায় খৃষ্টান মিশনারী, কাদিয়ানী ও বিভিন্ন সক্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের অনু-করণে আহলেহাদীছ আন্দোলনকেও কলরব-মুখর ও প্রোপাগাণ্ডা চঞ্চল করিয়া তুলিতে চান। তাঁহারা একথা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, স্থায়ী দ্বীনী তহরীকের স্থান মানু-ষের মানসরাজ্যে, উহা সর্বদাই অন্তরমুখী! প্রকৃত ধর্মীয় আন্দোলনে দ্বীনের খিদ্‌মত ও জনসেবাকে ব্যবসা ও তিজারতে পরিণত করার উপায় নাই। সেবা ও খিদ্-মতের পিছনেই যেখানে আছে দলভুক্তি ও ভোটভিক্ষার আবেদন, সেখানেই তবলীগকে প্রোপাগাণ্ডা ও ঝটিকায় পরিণত করা আবশ্যক বিবেচিত হইয়া থাকে। আজ সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন হইয়াছে, আহলেহাদীছ আন্দো-লন সম্পর্কে সঠিক ধ্যান ধারণা সৃষ্টি করা, আহলে-জামা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মগ্‌রিবের জামাআত সন্নিহিত মছ্‌জিদে সম্পন্ন করার পর সম্মেলনের কার্য পুনরায় আরম্ভ হয়। টাঙ্গাইল নিবাসী মওলানা মহীউদ্দীন খান ছাহেব তদীয় বক্তৃতায় এমন কতকগুলি বিষয়ের অবতারণা করেন, যেগুলির জম্‌ঈয়তের স্থায়ী সভাপতি বিরোধিতা করিতে বাধ্যহন এবং তাঁহার মন্তব্যকে জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের মূলনীতির পরিপন্থী বলিয়া ঘোষণা করেন। সম্মেলনে সমাসীন উলামা ও সভ্যবৃন্দও খান ছাহেবের কঠোর প্রতিবাদ করেন। সুখের বিষয়, শেষ পর্যন্ত আপোষ হইয়াযায় এবং জনাব খান ছাহেব অতঃপর পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের অন্তরভূক্ত হইয়া একযোগে দ্বীনের খিদমত করিয়া যাইবেন বলিয়া প্রকাশ্যভাবে প্রতিশ্রুতি দেন।

খান ছাহেবের সহিত যে বিষয়ে জম্‌ঈয়ত-সভাপতির মতবিরোধ ঘটিয়াছিল, আহ্‌লেহাদীছগণের ভিতর অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া উহা জামাআতের বিভক্তি ও বিভেদের কারণ হইয়া রহিয়াছে বলিয়া এ বিষয়ে জম্‌ঈয়তের দৃষ্টিভংগী সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক।

মওঃ মহীউদ্দীন খান ছাহেব সীমান্তের আছ্‌মাছ (যাহা অজ্ঞজনসমাজে খোরাসান নামে কথিত) প্রবাসী মওলানা বিশেষকে (যিনি পাটনার বিখ্যাত গাযী ও স্বনামধন্য আলেম হযরত মওলানা বিলায়েত আলী মরহুমের বংশধর) একচ্ছত্র ইমাম রূপে মান্য করা সমুদয় আহ্‌লেহাদীছের জন্য অবশ্যকর্তব্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন এবং এই প্রসঙ্গে শহীদায়েন (হযরত ছৈয়েদ আহ্‌মদ ও আল্লামা ইছমাঈল) রাহেমাহুমাল্লাহর অনেক গুণগান করিতে থাকেন। জম্‌ঈয়ত প্রেসিডেন্ট বলেন, আছ্‌মাছের কোন ব্যক্তি বিশেষ, যাঁহার সম্বন্ধে আমরা সবিশেষ অবগত নই, আযাদ পাকিস্তানের আহ্‌লেহাদীছ নাগরিকগণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীর দিক দিয়া শরীআতসম্মত ইমাম হইতে পারেন কিনা, সে প্রসংগের আলোচনা বাদ দিলেও এ-কথা অনস্বীকার্য যে, পূর্ব পাকিস্তানে যাঁহারা আহ্‌লেহাদীছ বলিয়া দাবী করেন, তাঁহাদের

২১২ পৃষ্ঠার পর

আতের প্রকৃত সম্বিৎ ফিরাইয়া আনা এবং গোটা জামাআতকে সংগঠিত, সমন্বিত ও এককেন্দ্রিগ করিয়া গড়িয়া তোলা।

জিজ্ঞাসার উত্তর-দাতাগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি জম্‌ঈয়তের প্রয়োজনকেই অস্বীকার করিয়াছে। ইহারাও আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: এক শ্রেণীর কতক ভদ্র সন্তান, যাহাদের দেহের রক্ত, গোশ্‌ত ও মেদমজ্জা আহ্‌লেহাদীছ জামাআতের ভিক্ষায় ও অন্নে গঠিত ও পরিপুষ্ট, তাহারা শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া আহ্‌লেহাদীছ বিরোধী বিভিন্ন দলের খাতায় নাম লিখাইয়া পঞ্চম ছওয়ারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। জামাআতের সাংগঠনিক অভিযানকে তাহারা তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও শোষণ ক্রিয়ার পথে প্রবল অন্তরায় মনে করে। ইহাদের চরিত্র ও চিত্রের প্রকৃত স্বরূপ জামাআত যতশীঘ্র উপলব্ধি করিতে পারিবে, সমাজের পক্ষে ততোধিক মংগলের কারণ হইবে। কিন্তু অপর শ্রেণীটি এরূপ নয়, তাহারা দুষ্টবুদ্ধি প্রনোদিত হইয়া আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন বা জামাআতি সংগঠনের প্রয়োজনকে অস্বীকার করেনাই। ইহাদের বিবেচনায় ইছলামের নাম লইয়া পূর্বপাকিস্তানে যতগুলি আন্দোলন চলিতেছে, সমস্তই আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের নামান্তর মাত্র। সুতরাং ইহাদের বিবেচনায় অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা আর আহলেহাদীছ আন্দোলনকে রুক্ষা করা একই কথা। অতএব ইহারা পৃথক, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জামাআতী প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা বুঝিতে পারে না। আহ্‌লেহাদীছ মতবাদ, দৃষ্টিভংগী ও কার্যক্রম সম্পর্কে মৌখিক ভাবে ও সৎসাহিত্যের সাহায্যে ইহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেই ঘরের এই ছেলেগুলি যে অবশ্যই ঘরে ফিরিয়া আসিবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

আসল কথা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তবলীগ ও জামাআতের সাংগঠনিক তৎপরতাকে সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় করিয়া তোলাই আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনকে সঞ্জীবিত ও বলিষ্ঠ করার একমাত্র উপায় আর ইহার জন্য নীরব, ত্যাগী ও নিয়মানুবর্তী কর্মী বাহিনীর প্রয়োজন—

فهل من مدكر ؟

www.ahlehadeethbd.org

অধিকাংশই আছ্‌মাছ প্রবাসী বা অধিবাসী কোন ব্যক্তি বিশেষকে তাঁহাদের একচ্ছত্র অধিনায়ক (ইমাম) মান্য করেননা। এইরূপ যাঁহারা দিল্লী ছদরবাজার নিবাসী জনাব মওলানা আবদুল ওয়াহ্‌হাব মরহুম এবং অধুনা তদীয় পুত্র করাচীর অধিবাসী মওঃ হাফেজ আবদুচ্ছাত্তার ছাহেবকে ইমাম মান্য করেন, এই প্রদেশের হাজার করা ৯ শত নিরনব্বই জন আহ্‌লেহাদীছ এ-বিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত নন। সমুদয় ব্যবহারিক মছ্‌আলা মাছায়েলেও আহ্‌লেহাদীছ পীর ও উলামা ছাহেবান অভিন্ন নন। বিগত অর্ধশতাব্দীকাল মধ্যে এ-সকল বিষয়ে আহ্‌লেহাদীছ বিদ্বানগন কোন সর্ব-সম্মত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, সুতরাং মতভেদমূলক কোন বিষয়কে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোল-নের স্তম্ভরূপে অপরিহার্য বলিয়া গন্য করা আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র, কারণ এরূপ করিতে হইলে অধিকাংশ আহ্‌লেহাদীছকে বাদ দিতে হইবে। বস্তুতঃ মতভেদ মূলক বিষয় সমূহের স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির সহিত প্রকৃত আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন বা জামাআতের কোন সম্পর্ক নাই। সমুদয় আহ্‌লেহাদীছকে এমন কতকগুলি আকীদা, নীতি এবং নির্দিষ্ট কার্যক্রমে সমবেত হইতে হইবে, যেগুলিতে মতভেদের অবকাশ নাই। আর যে-সকল বিষয়ে মতান্তর রহিয়াছে, ঈমানের সীমা অতিক্রম করিয়া কুফর ও বিদ্‌আতে শরয়ীর সীমানায় দাখেল না হওয়া পর্যন্ত সে সকল মতান্তর ঔদার্যের সহিত বরদাশত করিয়া যাওয়া কর্তব্য। আহ্‌লেহাদীছ বিদ্বানগণের পারস্পরিক মতভেদের কোনটাই এরূপ ধরণের নয়, যাহার ফলে ঈমান ও কুফরের সীমা-রেখায় বিপর্যয় ঘটা সম্ভব আর প্রমাণ সংগত ইখ্‌তেলাফ' ও 'তাবীল' কে কোন বিদ্বানই কোনদিন দোষাবহ মনে করেননা। যাহাদের মধ্যে এতটুকু উদারতা ও ধৈর্য নাই, তাহারা কৃপার পাত্র এবং সম্বোধনের অযোগ্য।

ধর্মীয় সংগ্রাম (কিতাল) সম্পর্কে আহ্‌লেহাদীছগণের নীতি এইযে, সেনাপতি বা ইমামুলজয়েশের পক্ষে আহ্‌লে-হাদীছ হওয়া আবশ্যক নয়। যে কোন মুছলিম ইমাম ন্যায়নিষ্ঠ (আদিল) হউক, অনাচারী (ফাজির) হউক, মিল্লতের শত্রুদলের বিরুদ্ধে উত্থান করিলে তাহার পতাকা-মূলে সমবেত হওয়া মুছলমানগণের অবশ্যকর্তব্য। ভারত-উপমহাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে ইমামুল মুজাহে-দীন হযরত ছৈয়েদ আহ্‌মদ ব্রেলভী শহীদের পতাকামূলে হানফীদের মত আল্লামা শহীদ, মুহাদ্দিছ আবদুল হক বেনারসী, শহীদের প্রিয় ছাত্র মওলানা বিলায়েত আলী প্রমুখ আহ্‌লেহাদীছগণও সমবেত হইয়াছিলেন। অতীতের ন্যায় সেদিনেও পাকিস্তান সংগ্রামে ভারতউপমহাদেশের হানাফী ও আহ্‌লেহাদীছ কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে শিয়া জানিয়াও সমবেত ভাবে নেতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। আজ আছ্‌মছে হউক, চমরকন্দে হউক, আফগানিস্তান, ঈরান, নজ্‌দ, ইন্দোনেশিয়া ইরাক, শাম, তুর্কী, মিছর, আলজেরিয়া মরক্কো, ছাহারা, যেখানেই হোক না কেন, কোন মুছলিম সেনাপতি কুফ-রের বিরুদ্ধে উত্থান করিলে এবং পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক নীতির সহিত সংঘর্ষ না ঘটিলে উক্ত মুছলিম সেনাপতির আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং ধন প্রাণ লইয়া তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হওয়া দূরত্ব অনুসারে ক্রমিক ভাবে সমুদয় মুছলমানের মত আহ্‌লেহাদীছদের জন্যও ফরয হইবে। এ বিষয়ে এ-পর্যন্ত কোন গোলযোগ নাই। কিন্তু আছ্‌মছই হউক আর নজ্‌দই হউক, পাকিস্তানে ইমামতে কুবরার কেহ দাবীদার হইতে চাহিলেই রাষ্ট্রীক সামাজিক ও জামাআতি গোলযোগ, দলাদলি ও বিদ্রোহের সূত্রপাত হইবে।

فافهم ولا تعجل فانه دقيق ولا تكن من القاصرين

আহ্‌লেহাদীছ বলিতে কি বুঝায়? এই প্রশ্নটি বর্তমান সময়ে একটি ধাঁধার আকার ধারণ করিয়াছে। এক দিকে তাছাউওফের নামে প্রচলিত ও অপ্রচলিত ফির্কা সমূহের অনুসারী, শরীআত বিরোধী ইল্‌মে বাতিনের দাবীদার, অদ্বৈতবাদী বা 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' পন্থী, যুক্তিসর্বস্ব মু'তা-যিলা, নাস্তিক, ইবাহী এবং হাদীছবিদ্বেষী ব্যক্তিকে "আহ্‌লে হাদীছ" মানিতে আপত্তি উঠেনা, পক্ষান্তরে কে কাহাকে ইমাম ও আমীর মান্য করিল না করিল, কে কোন পীর ছাহেবের নিজস্ব মছ্‌আলাগুলি স্বীকার করিল না করিল, ইহার সমাধানকেই 'আহ্‌লে হাদীছ' যাচাই করার কষ্টিপাথর বানান হইয়াছে। এই বিভ্রান্তির বিষময় ফল স্বরূপ যাহারা ইমামুলআয়েম্মাহ

আবূহানীফা কুফী (রহঃ) কে 'আহ্লেহাদীছ' স্বীকার করিতে নারাজ, তাঁহারাই আবার কাদীয়ানী, শিয়া, নাস্তিক এবং হাদীছশাস্ত্র ও হাদীছ-অনুসারীদের প্রতি বিদ্বিষ্ট নেতাগন কর্তৃক পরিচালিত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন সমূহে খানসামাগিরী করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছেননা।

و ذلک من اعاجیب الزمن !

তর্ক বিতর্কের পরিসমাপ্তির পর সম্মেলনের সভাপতির নির্দেশ অনুসারে জমঈয়তে আহ্লেহাদীছের স্থায়ী সভাপতি পাকিস্তান সরকারের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। এই প্রস্তাবে সরকারের বর্তমান পর-রাষ্ট্রনীতির প্রতি আস্থা ও সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। পৃথিবীর দ্বিধা বিভক্ত দুইটি ব্লকের কোনটিতে যোগ না দিয়া নিখিল ইস্‌লাম জাহানের সমবায়ে একটি স্বাধীন তৃতীয় মুছ্‌লিম ব্লক প্রতিষ্ঠা করা উত্তম হইলেও আপাততঃ ইহা কার্যকরী করা সম্ভবপর না হওয়া এবং রুষ ভারত যুক্ত ব্লকের পরিবর্তে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকে যোগদান করা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভংগীর দিক দিয়া পাকিস্তানের পক্ষে শ্রেয়স্কর হওয়া সম্বন্ধে প্রস্তাবক দীর্ঘ আলোচনা করার পর সর্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হয়।

পর দিবস সকাল বেলা ৮টা হইতে সম্মেলনের কার্য আরম্ভ হইবে বলিয়া সভাপতি কর্তৃক বিঘোষিত হওয়ার পর রাত্রি ১০টায় সম্মেলনের অধিবেশন স্থগিত করা হয়।

দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন

বৃহস্পতিবার ১৪ই মার্চ সকাল ৮টা হইতে কোরআনে পাকের তিলাওয়াতের পর জনাব মওলানা ছমদ ওয়াক্কাছ ছাহেবের সভাপতিত্বে সম্মেলনের কার্য আরম্ভ হয়। সভাপতির আহ্বান ক্রমে প্রত্যেক যিলা হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ জমঈয়তকে সকল দিক দিয়া অধিকতর শক্তিশালী এবং উহার কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার জন্য সংক্ষিপ্ত ভাবে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সকলেই জমঈয়তের সাহায্য ও উহার সাফল্যের জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন :

ঢাকা, মওলানা কবীরুদ্দীন, মওঃ শামছুল হক, মওঃ আরিফ, মওঃ মোঃ ছুলায়মান, মওঃ রামাযান, হাজী মোঃ আকীল, মওঃ আবদুর রহমান পাঞ্জাবী ছাহেবান।

ময়মনসিং, মওলানা মুহীউদ্দীন খান, মওঃ বাহাউদ্দীন, মওঃ মুছ্‌তকীম, মওঃ যমীরুদ্দীন, মওঃ আবদুল আলী, মওঃ মুতীউর রহমান, মওঃ আবুমিয়াঁ, মওঃ ফজলুর রহমান, মওঃ আছগর আলী, মওঃ আহমদুল্লাহ ছাহেবান।

ত্রিপুরা, মওঃ আহ্ছানুল্লাহ, মওঃ আবুল মুযাফ্‌ফর মোঃ হোসেন ছাহেবান।

শ্রীহট্ট, মওঃ শফীকুর রহমান ছাহেব।

কুষ্টিয়া, কাযী আবদুল খালেক, মওঃ যিয়াউর-রহমান ছাহেবান ছাহেবান।

পাবনা, মওঃ যিল্লুর রহমান আন্‌ছারী, মওঃ আবদুর রশীদ, হাজী আবদু ছুবহান ছাহেবান।

রংপুর, মওঃ, আবদুল মজীদ, মওঃ রহীম বখ্‌শ, মওঃ শামছুর রহমান, মওঃ আবদুল কাফী, মওঃ আবদুল বছীর, মওঃ ইছহাক, মওঃ আবদুল হামীদ মওঃ ইছমাঈল ছাহেবান।

খুলনা-যশোর, মওঃ মতীউর রহমান, মওঃ শামছুদ্দীন।

বগুড়া, মওঃ ওয়াক্কাছ, মওঃ মোঃ ইছহাক ছাহেবান।

রাজশাহী, মওঃ মোঃ হোসেন বাসুদেবপুরী, মওঃ আবু ছঈদ মোহাম্মদ, মওঃ মোহাম্মদ হোছেন রহমানী ছাহেবান।

জমঈয়তের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্বন্ধে বক্তাগণ যে সকল বিষয়ে স্ব স্ব বক্তৃতায় আলোকপাত করেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সমধিক উল্লেখযোগ্য :

(১) একটি কেন্দ্রীয় দারুলহাদীছের প্রতিষ্ঠা।

(২) প্রচারক বাহিনীর সংগঠন ও মুবাল্লিগগণের ট্রেনিং ব্যবস্থা।

(৩) শাখা সমিতি সমূহের প্রতিষ্ঠা।

(৪) গঠনতন্ত্র রচনা করা।

(৫) একখানা সাপ্তাহিক সাময়িকপত্র প্রকাশ করা।

(৬) আহ্লেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কিত সাহি-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ত্যের বহুল ভাবে সংকলন, অনুবাদ ও প্রচার।

(৭) জমঈয়তের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন।

(৮) প্রত্যেক অহলেহাদীছের নিকট তাহার সাপ্তাহিক উপার্জন হইতে মাত্র ⁄০ এক আনা হিসাবে আদায় করা।

(৯) বয়তুলমাল তহবীল হইতে জমঈয়তের জন্য সর্বাধিক অংশ নির্ধারণ করা।

(১০) জমঈয়তে আহলেহাদীছকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

(১১) আলীয়া মাদ্‌রাছার পাঠ্যতালিকা সংশোধিত করার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

(১২) প্রাদেশিক ভিত্তিতে আহলেহাদীছ কন্‌ফারেন্স আহ্বান করা।

সম্মেলনের সভ্যগণ তাঁহাদের বক্তৃতায় জমঈয়তের উন্নতি কল্পে যেসকল বিষয়ের অবতারনা করিয়াছিলেন, জমঈয়তের স্থায়ী সভাপতি সেগুলির সহিত তাঁহার সমর্থন জ্ঞাপন করিতে গিয়া জমঈয়তকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার ঘোর বিরোধিতা করেন।

জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী ও পলিসি

জমঈয়ত-প্রেসিডেন্ট বলেন, কবরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত রাজনীতির প্রভাব এড়াইয়া চলার উপায় নাই, অধিকন্তু ইছলামী রাজনীতি ঈমান ও আমলে ছালেহেরই অপরিহার্য অংশ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে শুধু পার্লামেন্টারী তৎপরতাকেই রাজনীতি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। এই সংজ্ঞা সূত্রে বর্তমানে যতগুলি রাজনৈতিক পার্টি রহিয়াছে, সকলেই পার্লামেন্ট বা মন্ত্রিসভা দখল করার উদ্দেশ্যেই পৃথক পৃথক পার্টি গঠন করিয়াছে, নতুবা জাতীয় কল্যাণের প্রোগ্রাম এবং সত্য ও সঠিক পথ এত সংখ্যাবহুল হইতে পারেনা। এক্ষণে জমঈয়তে-আহলেহাদীছকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার অর্থ কি? সেও কি মুছলিম লীগ, নিযামে ইছলাম, কৃষক-প্রজা, জামাতে-ইছলামীর মত পৃথক ভাবে জমঈয়তে আহলেহাদীছের পক্ষ হইতে ইউনিয়ন বোর্ড, ডিঃ বোর্ড ও ব্যবস্থা পরিষদের জন্য প্রার্থী দাঁড় করাইবে এবং কোরআন ও হাদীছের নাম লইয়া মুছলিমলীগ, ইছলামী জামাআত প্রভৃতির মনোনীত প্রার্থীর সহিত ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে? ইহা নীতি ও বাস্তবতার দিক দিয়া অচল। নীতির দিক দিয়া অচল এই জন্য যে, ইহার ফলে অকারণে একটা পার্লামেন্টারী মযহবের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে মাত্র এবং শেষপর্যন্ত নীতিনৈতিকতার বালাই পরিহার করিয়া দলপরস্তি ও প্রোপাগাণ্ডার নাপাক নর্দমায় অবতরণ করিতে হইবে। বিশেষতঃ পাকিস্তানে এরূপ নির্বাচন কেন্দ্রের সংখ্যা বিরল, যেস্থানে শুধু আহ্‌লেহাদীছ ভোটদাতাগণের ভোটে কাহারও পক্ষে নির্বাচন দ্বন্দ্বে জয়লাভ করা সম্ভবপর হইতে পারে। আর যদি দু একটি জায়গায় সম্ভবপর হয়ও, তাহাতে শ্রেণী বিদ্বেষ, জাতিভেদ ও কলহ বিবাদ বাড়িয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনলাভ হইবে না এবং তাহাতে তবলীগের মূল কার্য ব্যাহত হইবে। পক্ষান্তরে যদি জমঈয়তকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পরিবর্তে অন্য কোন স্বাধীন রাজনৈতিক পার্টির আজ্ঞাবহ লেজুড়ে পরিণত করিয়া উহার স্বাতন্ত্র্য বিলীন করিয়া দেওয়া হয়, তাহাহইলে এই কাজে অগ্রসর হওয়ার পূর্বই জমঈয়তের কফন দফন শেষ করিয়া ফেলা অধিকতর যুক্তিসংগত।

জমঈয়তের সভাপতি বলেন, যেসকল আহ্‌লেহাদীছ যদৃচ্ছভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহাদের কাছে আহ্‌লেহাদীছদের আদর্শগত এবং জামাআতী স্বাতন্ত্র্য বলিয়া কিছুই নাই, তাঁহারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আহ্‌লেহাদীছদের সংহতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছেন মাত্র। একান্তই যদি কোন রাজনৈতিক দলে কেহ ভিড়িয়া যাইতে চান, শুধু নির্বাচনী স্বার্থের খাতিরে এরূপ করা বিশ্বাসঘাতকতামূলক হইবে, অবশ্য জামাআতের পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে এরূপ করা চলিতে পারে।

জমঈয়ত-সভাপতি বলেন, পার্লামেন্টারী কোন পার্টি গঠন করা অথবা এরূপ অন্য কোন পার্টিতে বিলীন হওয়ার পরিবর্তে আমরা কোরআন ও ছুন্নতে-খালিছা ভিত্তিক রাজনীতির আদর্শ ও লক্ষ্য অকুতোভয়ে প্রচার করিতে থাকিব, ইছলামী আদর্শের প্রতিকূল সমুদয় স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতিও কার্যকলাপের প্রতিবাদ করিব। জমঈ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

য়তে আহ্‌লেহাদীছকে এরূপ সংগঠনে পরিণত করিতে হইবে, যাহাতে কেহ প্রলুব্ধ ও প্রতারিত করার সুযোগ না পায়। যে বা যাহারা অথবা যে পার্টি ইছলাম ও পাকিস্তানের সত্যকার সেবক হইবে, আহ্‌লেহাদীছ-গণ দলনিরপেক্ষ ও পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাহাদিগকেই সমর্থন করিবে। যাহারা কোরআন, ছুন্নাহ ও পাকিস্তান সম্পর্কে জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের শ্রদ্ধালাভ করিবেনা, তাহারা জমঈয়তের বিবেচনায় কোন ক্রমেই ভোট-লাভের যোগ্য বিবেচিত হইবেনা।

জমঈয়ত-সভাপতির উপরিউক্ত মন্তব্যে সভ্যমণ্ডলী সন্তুষ্টি ও সমর্থন প্রকাশ করার পর তিনি জমঈয়তের গঠনতন্ত্র পাঠ করিয়া বলেন, "জমঈয়তের গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী শুরু হইতেই মওজুদ রহিয়াছে এবং দারুলহাদীছ, মুবাল্লিগ-ট্রেনিং এবং সাময়িক পত্রিকাদি ও সৎসাহিত্যের সৃষ্টি ও প্রকাশনা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের পরিকল্পনা উক্ত গঠনতন্ত্রে লেখা রহিয়াছে, কিন্তু সকলপ্রকার পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার জন্য "অর্থ ও কর্মীদল" অপরিহার্য ভাবে আবশ্যক। "বয়তুলমাল তহবীলের সর্বাধিক অংশ" দূরের কথা উহার জন্য প্রতিশ্রুত মাত্র সিকি অংশই দশ বৎসর কালের মধ্যে অধিকাংশ স্থান হইতে আদায় করা সম্ভবপর হইলনা। যদি শুধু এই প্রতিশ্রুতিটাই কর্মীগণপুরণ করাইতে পারেন, অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তানের সমুদয় আহ্‌লেহাদীছ অঞ্চলে যে টাকা বয়তুলমাল ফণ্ডে সংগৃহীত হয়, তাহার মাত্র সিকি অংশ পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহলেহাদীছকে দেওয়াইতে পারেন, তাহাহইলে এক বৎসর কালের মধ্যে দুখানা সাপ্তাহিক, দারুলহাদীছ, মুবাল্লিগ ট্রেনিং এবং স্বেচ্ছাসেবক ও প্রচারক বাহিনী এবং অন্ততঃ বার্ষিক ২৫ খানা হিসাবে সৎগ্রন্থের প্রকাশনার দায়িত্ব জমঈয়তে আহলেহাদীছ গ্রহণ করিতে পারে। সাংগঠনিক কাঠাম দুরস্ত করিতে হইলে সহর ও গ্রামাঞ্চলে দ্বিবিধ কর্মীবাহিনীর আবশ্যক। (পার্ট-টাইম অনারারী) আংশিক সময়ের জন্য অবৈতনিক কর্মী আর সমস্ত সময়ের জন্য বেতনভোগী কর্মী। কিন্তু লজ্জার কথা এইযে, আমাদের জামাআতে অনারারিকর্মী দূরে থাক,দ্বীনী খিদমতের জন্য বেতনভোগী যোগ্য কর্মীও একান্ত দুর্লভ।

বিগত ৭ বৎসরের মধ্যে প্রাদেশিক কনফারেন্স আহ্বান করা সম্ভবপর হইলনা। জমঈয়তের গঠনতন্ত্র অনুসারে (দু একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত) যিলা কমিটিও গঠিত হইলনা। বহু ইলাকা সমিতি গঠন করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও একটি প্রতিষ্ঠানও সুচারু রূপে পরিচালিত হইতেছেনা। স্বার্থত্যাগ ও নিয়মানুবর্তিতা ব্যতীত কোন আন্দোলনকেই যোরদার করা সম্ভবপর নয়।

প্রত্যেক যিলায় এক একটি যিলা কনফারেন্স আহ্বান করিয়া যাহাতে অগৌণে যিলা জমঈয়তে আহলে-হাদীছ গঠন করা সম্ভবপর হয়, তজ্জন্য নিম্নলিখিত অ্যাড্‌হক কমিটিসমূহ গঠন করিয়া দেওয়া হয়:

ত্রিপুরা—আহ্বায়ক :	মওঃ মোঃ আহ্‌ছাযুল্লাহ মওঃ অবদুছ, ছামাদ
বগুড়া— ,, :	মওঃ মোঃ ছঈদ ওয়াক্কাছ ,, ওয়াজেদহোসেন বি,এ
ময়মনসিং— ,, :	মওঃ ,, আছগর আলী ,, মোঃ মহীউদ্দীন খান
পাবনা— ,, :	মওঃ যিল্লুররহমান আন্‌ছারী ,, আবুল কাছেম
শ্রীহট্ট— ,, :	মওঃ মোহাম্মদ আলী
গাইবান্ধা— ,, :	মৌঃ আহমদ হোসেন বি,এল, এম,এল,এ ,, আবদুল মতিন চৌধুরী এম, এ
রাজশাহী ,, :	মওঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম ,, মোহাম্মদ হোছেন বাসুদেবপুরী

উল্লিখিত অ্যাডহক কমিটিগুলির কর্মতৎপরতার উপর জমঈয়তের কর্মসূচির সাফল্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। অ্যাডহক কমিটিগুলি যিলা কন্‌-ফারেন্স সমূহের প্রস্তুতি ছাড়া একটি স্বল্পমিয়াদী কার্য-ক্রমও গ্রহণ করিতে পারেন। সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে আগামী তিন মাস কালের মধ্যে যাহাতে যেলা বা মহ-কুমার সর্বত্র শাখা কমিটিগুলি গঠিত হয়, তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

প্রেসের ঘাট্‌তি হিসাব শ্রবণ করিয়া খুলনা পাথর-ঘাটার আলহাজ শেখ আবদুল করীম ছাহেব মঃ ১শত টাকা সাহায্য করেন। তাঁহার উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া সম্মেলনের কর্মীগণ ইহার জন্য অর্থ সাহায্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিতে থাকেন। দেখিতে দেখিতে উপস্থিত ক্ষেত্রে সর্বশুদ্ধ মঃ ৭ শত চৌদ্দ টাকা সংগৃহীত হইয়াযায়।

প্রকাশ থাকে যে, মধ্যাহ্নের খানা এবং যুহর,আছর ও মগ্‌রিবের জন্য যথাসময়ে সম্মেলনের কার্য স্থগিত ছিল।

শেষ অধিবেশন

মগরিবের নমাযের পর সম্মেলনের শেষ অধিবেশন আরম্ভ হয়।

সভাপতির নির্দেশ মত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পর্যায়ক্রমে সম্মেলনে উপস্থাপিত, সমর্থিত এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের গুরুত্ব ও প্রয়োজনকে স্বীকার করিয়া লইয়া উহাকে আর্থিক ও কায়িকভাবে এবং বিদ্যা ও প্রতিভার সাহায্যে শক্তিশালী করিয়া তোলার জন্য আহলেহাদীছ জামাআতের শিক্ষিত, নেতৃস্থানীয় এবং ছর্দার ছাহেবানকে আবেদন জানান হয়।

২। কাশ্মীর সমস্যার সমাধানকে বিলম্বিত করার জন্য উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয় এবং স্বস্তি পরিষদের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা নিন্দনীয় আচরণ বলিয়া অভিহিত হয়। স্বাধীন গণভোটব্যতীত রাষ্ট্রসংঘ বা স্বস্তি পরিষদের অপর কোন আপোষ প্রস্তাব পাকিস্তানের নাগরিকবৃন্দ মানিয়া লইবেনা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হয়।

৩। খাদ্যশস্যের উত্তরোত্তর দুর্মূল্যতার জন্য সম্মেলনে বিশেষ আশংকা প্রকাশ করা হয় এবং ইহাকে বর্তমান পূর্বপাক সরকারের শাসননীতির ব্যর্থতা ও অযোগ্যতার প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং অনতিবিলম্বে খাদ্যমূল্য কমাইবার যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলা হয়।

৪। কাগমারীতে নাচ গানের আসর, নরনারীদের অবাধ সমাবেশ এবং পাকিস্তান বিরোধী শত্রুদলের সমাগম এবং পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম বাহুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের তীব্র নিন্দা করা হয়। রাষ্ট্র বিরোধী ক্রিয়াকলাপে বাধা জন্মাইবার পরিবর্তে পূর্বপাক সরকার যে ভাবে জনগণের অর্থ দ্বারা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ আর ইছ্‌লাম বিরোধী আমোদ প্রমোদকে কাগমারীতে কামইয়াব করিয়াছেন, তজ্জন্য সম্মেলনে বিস্ময় ও ঘৃণা প্রকাশ করা হয়।

৫। কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর নামে সমস্ত প্রদেশে নানারূপ লজ্জাকর ইছ্‌লাম বিরোধী নাচগান, জুয়া ও নরনারীর অবাধ মিশ্রণের ঘৃণাব্যঞ্জক কার্যকলাপের প্রশ্রয় বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হওয়ার জন্য গভীর ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

৬। পাকিস্তান ইছ্‌লামী গণতন্ত্রে আতশবাজী, ফটকাবাজী, বেশ্যাবৃত্তি, মদ্যপান ও ঘোড়দৌড় প্রভৃতিকে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপ বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোওয়ার ও লাহোর প্রভৃতি স্থানে সরকার এ-সম্পর্কে যে আংশিক তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রশংসা করা হয়।

৭। ঢাকা মাদ্‌রাছায় আলীয়ার পঠন প্রণালী ও পাঠ্য তালিকা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, সরকারী আরাবী শিক্ষাগার সমূহকে মুছলমান সমাজের শ্রেণী বিশেষের জন্য একচেটিয়া করিয়া রাখা সংকীর্ণতা ও একদেশদর্শিতার পরিচায়ক। সমাজের সকল শ্রেণীর উপযোগী পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা আবশ্যক এবং পঠন ও পাঠনের পদ্ধতি ঔদার্য ও প্রশস্ত দৃষ্টিব্যঞ্জক হওয়া কর্তব্য।

৮। জমিদারী উচ্ছেদের পর ভূমি সংস্কার বিলে প্রকৃত চাষী প্রজা যাহাতে জমি হইতে উচ্ছেদ না হয় এবং যান্ত্রিক কৃষি অথবা কোঅপারেটিভ নিয়মে কৃষি করিলেও মধ্যস্বত্ব প্রজাগণ অধীনস্থ প্রজাগণের জমি যাহাতে দখল করিয়া লইতে না পারে এবং সাধারণের ব্যবহার্য জলাশয় এবং ধর্মার্থে উৎসর্গীকৃত স্থান সমূহ নিষ্কর অবস্থায় সাধারণের সম্পত্তি রূপে পরিগণিত থাকে, তদনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়।

৯। জম্‌ঈয়তে-আহ্‌লেহাদীছের সংগঠনী ব্যবস্থাকে দ্রুততর করার জন্য প্রত্যেক যিলায় অবৈতনিক ও বেতন ভোগী মুবাল্লিগ নিযুক্ত করার অধিকার জম্‌ঈয়তের প্রেসিডেণ্টকে দান করা হয়।

যাঁহাদের পরিশ্রমে ও কর্মদক্ষতায় আহ্‌লেহাদীছ কর্মী সম্মেলনের অধিবেশন সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইল

www.ahlehadeethbd.org

এবং যাঁহারা প্রদেশের দূর ও নিকটবর্তী স্থান হইতে জমঈয়তের ডাকে সাড়া দিয়া কর্মীসম্মেলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করিলেন, সেই সকল সাহায্যদাতা, কর্মী, স্বেচ্ছা সেবক এবং মেহমানদিগকে জমঈয়তের স্থায়ী সভাপতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সম্মেলনের সভাপতি ছাহেবকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দেওয়ার পর মুনাজাত অন্তে রাত্রি দ্বিপ্রহরে কর্মীসম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

পূর্বপাক আহলেহাদীছ কর্মীসম্মেলন

আয় ব্যয়ের হিসাব

জমার বিবরণ

আলহাজ্জ শেখ আবদুল ওয়াহ্হাব—১০০৲ রাজা পাহলওয়ান—২৫৲ মওঃ শমছুল হক—২৫৲ মোহাম্মদ উমর আলম—২৫৲ মোহাম্মদ ইদ্রীছ—১০৲ মওঃ কবীর উদ্দীন—১৫৲ মোল্লাজী আলী আহমদ—১০৲মোঃ রফী ১০৲ মওঃ আনীছুর রহমান—১০৲ মোঃ ইব্রাহীম উস্তাগর —১০৲ হাফেয মোঃ উমর—২৲হাকীম আবদুছ ছালাম —৫৲ মোঃ মুজীবুর রহমান—৩৲ মওঃ মোঃ আরিফ—৫০৲ আলহাজ মোঃ আকীল—১০০৲ আলহাজ্জ মওঃ আনীছুর রহমান—২৫৲ আলহাজ মোঃ আবদুল গফুর—২৫৲ মওলানা মোঃ আবদুল্লাহ নদভী—১৫৲ হাফেয মোঃ হাছান—৫৲ মওঃ আবদুর রহীম—১০৲ আলহাজ্জ দুধু মিয়া—২০৲ মোঃ আবদুর রহীম বেপারী —১০৲ মওঃ ইব্রাহীম বি,এ নারায়নগঞ্জ —৩০৲ মোঃ আবদুল মতীন বেপারী—৫৲ মোঃ আবদুল হক বেপারী—২৫৲ বল্লা আহলেহাদীছ জামাআত মাঃ মওঃ আবদুল আলী—৪৬৲ পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ　　৪৭।৴৫

৬৬৮।৴৫

সর্বশুদ্ধ জমা ছয়শত আটষট্টি টাকা পাঁচ আনা এক পয়সা মাত্র।

খরচের বিবরণ

দাওয়াৎ পত্রের কাগজ ও ডাক খরচ	২৯৴১০
পরামর্শ সভার খরচ—	২৫॥৴০
দফে ৩৩.৫৭　১৩৶০	
দফে ৮।৩।৫৭　১৶০	
দফে ১২।৩।৫৭　১০॥৶০	
	২৫॥৴০

কষ্টিপাথর

রহীক (উর্দ্দু মাসিক)(رحیق (علمی وتبلیغی ماهنامه)

معل وصول : مکتبۂ سلفیه' شیش محل روڈ، لاهور-

সাইজ: রয়াল ⅛, ৪৮ পৃষ্ঠা। কাগজ ও ছাপাই উৎকৃষ্ট। প্রতি সংখ্যার মূল্য ॥০ আনা। বার্ষিক চাঁদা ছয়টাকা। প্রাপ্তিস্থান: মকতাবায় ছলফীয়া,শিশ্‌মহল রোড, লাহোর, পশ্চিম পাকিস্তান।

এই মাসিক খানা উর্দু সাহিত্যে আহালহাদীছ আন্দোলনের মূল্যবান অবদান। এরূপ একখানা সাহিত্য-পত্রের অভাব দীর্ঘকাল হইতে অনুভূত হইতেছিল। মকতাবায় ছলফীয়া সে অভাব বিদুরিত করিয়া সত্যই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সুপরিচিত আলেম ও সাহিত্যিক মওলানা হানীফ ভুজিয়ানী ছাহেবের যোগ্য সম্পাদনায় খ্যাতনামা লেখকদের প্রবন্ধ সম্ভারে সজ্জিত হইয়া প্রতি-মাসে নিয়মিত রূপে প্রকাশ লাভ করিতেছে। আমরা সহযোগীর স্থায়িত্ব ও বহুল প্রচার কামনা করি।

দাওয়াতি টেলিগ্রাম	— ৩৭৶৫
মেহমানদের খাওয়া খরচ	— ৪৭২৲
সভা অন্তে কতিপয় মেহমান ও — ভলন্টিয়ারদের চা প্রভৃতি	— ২২॥৴০
স্পিরীট, মেণ্টাল ইত্যাদি	— ১৩॥৵১০
ধামরাই হইতে সতরঞ্জী শামিয়ানা আনা ও, পৌছান	— ৮॥৶০
রন্ধন শালা ও পেণ্ডালের জন্য জিনিষ— পত্রের ভাড়া	— ৫৯৲
	মোট ৬৬৮৷৴৫

মোট ব্যয় ছয়শত আটষট্টি টাকা পাঁচ আনা এক পয়সা মাত্র।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী
আল্‌কোরায়শী।
প্রেসিডেণ্ট, পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ।
১৫।৪।৫৭

www.ahlehadeethbd.org

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাক রাজনীতি. পাকিস্তান হাছিল হইয়াছে যেরূপ দুর্বোধ্য ও অভূতপূর্ব উপায়ে, উহা টিকিয়াও আছে ততোধিক দুর্জ্ঞেয় ও আশ্চর্যজনক ভাবে। ইহার অনুসৃত রাজনীতির হকীকত উপলব্ধি করা অত্যন্ত দুরূহ হইলেও একথা অনস্বীকার্য যে, উহাকে রাজনীতি নামে আখ্যাত করা সত্যের অপলাপ মাত্র! যে দলেরই নেতা হউননা কেন এবং মুখে মুখে তাঁহারা যে বুলিই আওড়ান না কেন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থবুদ্ধি সকল সময়ে সকল প্রকার নৈতিকতা, ঐছলামিকতা, ও গণতান্ত্রিকতা, দেশাত্মবোধ ও জাতীয় কল্যাণকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াই চলে। প্রাদেশিকতার কুম্ভীরাশ্রু প্রবাহিত করিয়া ইঁহারা প্রদেশবাসীর চিত্তজয় করিতে সচেষ্ট থাকিলেও গরজের ভাগীদ মুহূর্তে তার গলাতেও ছুরি বসাইতে ইঁহাদের আপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়না। এই নাপাক রাজনীতির কল্যাণে আজ যাঁদের সংগে কাট-কাট, মার মার, কাল তাঁরা গ্লাসের ইয়ার! কাল যিনি প্রাণের বন্ধু ছিলেন, আজ তাঁহার সহিত দা আর মাছের সম্পর্ক! কোন পার্টিতে স্থায়িত্ব নাই, কোন বন্ধুত্বে বিশ্বস্ততা নাই। স্বার্থপরতা, অসন্তোষ আর অবিশ্বাস পাক-রাজনীতির বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইয়াছে। খাদ্য-সমস্যা, প্যারিটি, পূর্ববঙ্গের স্বার্থ, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন, কেন্দ্র ও প্রদেশের অধিকারের সীমা, আসন ভাগাভাগি, ইউনিটের সংখ্যা—সমস্তই রিলেটিভ! হাতি কি দাঁত! কোন প্রশ্নেই বাস্তবতা ও আন্তরিকতা নাই। গদ্দীনশীন নেতাদের মত অপোজিশনের কর্তারাও শেয়ানা আর সুযোগসন্ধানী! **Principle** ও নীতির কাহারই কোন বালাই নাই, প্রদেশের যে অবস্থা, কেন্দ্রেরও তাই! সর্বাপেক্ষা বড় কথা নিজেকে ভুস্বর্গের আসনে সমাসীন করা আর প্রতিপক্ষকে পরাজিত ও মিছ্‌মার করিয়া ফেলা। ইহার জন্য আইন, শৃংখলা, গণতান্ত্রিকতা ও ন্যায়নীতির বুকে পদাঘাত করিতে, নিজের পার্টির জন্য সলীল সমাধি রচনা করিতে, অর্থাৎ কোনটাতেই কোন আপত্তি নাই! এই বিচিত্র রাজনীতি সম্প্রতি এমন একটি ত্রিভুজের আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, যাহার এক বাহুর সহিত অন্য বাহুর কোন মিল নাই। পশ্চিম পাকিস্তান ইউনিটের বিরোধ করিয়া জি,এম, সৈয়েদের ন্যাশ্‌ন্যাল পার্টি যখন আওয়াজ তুলিলেন, অমনি মুছ্‌লিমলীগ সুযোগ বুঝিয়া পুরাতন বন্ধু (!) জি, এম, সৈয়েদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া পশ্চিম পাক ইউনিট ভাঙ্গিয়া ফেলার ধ্বনি উত্থিত করিলেন আর ডাঃ খান ছাহেবের মন্ত্রীসভাকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বসিলেন। ডাঃ খান প্রেসিডেন্ট মীর্যার স্মরণাপন্ন হওয়ায় তিনি চোখের নিমিষে শশ্চিম পাক অ্যাসেম্বলীকেই রহিত করিয়া দিলেন। প্রেসিডেন্ট মীর্যা এই গোলমালের সুযোগ গ্রহণ করিয়া "আমেরিকান প্রেসিডেন্টের অনুরূপ অধিকার উপভোগ করিতে সমুৎসুক" হইলেন। উযীরে আ'যম এতদিন পর্যন্ত শাসনতন্ত্র সংশোধনের পক্ষপাতিই ছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ তিনি দেখিলেন যে, পাক-শাসনতন্ত্র এইভাবে পরিবর্তিত হইতে থাকিলে কাহারো পাতে কিছুই অবশিষ্ট রহিবেনা, আমেরিকান প্রেসিডেন্টের অনুরূপ শাসনই পাকিস্তানে পুরাপুরিভাবে বলবৎ হইবে। সুতরাং জনাব ছহুরাওয়ার্দীও তাঁহার পুরাতন অভিমত বর্জন করিয়া পাক শাসনতন্ত্রের হিফাযতের ধ্বনি উত্থিত করিলেন। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানে 'যুক্ত নির্বাচন' পদ্ধতি পরিগৃহীত হওয়ার দ্বিতীয় কিস্তি স্বরূপ পূর্বপাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী আওয়ামী লীগ কাউন্সিল গ্রহণ করিয়াছেন। ছবীর উল্‌টা পিঠে দেশের খাদ্য সমস্যা, কাশ্মীর সমস্যা খাঁড়ার মত অবিচলভাবে জাতির মস্তকে ঝুলিয়াই রহিয়াছে। পাকিস্তানের আইনকে ইছলামী রূপ দান করার প্রস্তাব স্বপ্নপুরীতে প্রবেশ করিয়াছে। ধর্মঘট আর পুলিশের লাঠিচার্জ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে, কালোবাজারী আর শাসন সৌকর্যে বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইয়াছে। দেশের চিন্তাশীল সমাজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় আর জনগণ বেপরওয়া! আল্লাহ আমাদের উপর রহম করুন। এই নাপাক রাজনীতি পাকিস্তানকে যে কোন্ পথে টানিয়া লইয়া যাইবে, কে বলিতে পারে?

তর্জুমানের জমঈয়ত সংখ্যাঃ এবারকার 'তর্জুমান' অত্যন্ত বিলম্বে প্রকাশিত হইতেছে। তর্জুমান সম্পাদকের জমঈয়তের কার্যে অধিকাংশ সময় মফঃস্বলে কাটাইতে বাধ্য হওয়া আর কর্মীসম্মেলনের প্রস্তুতি ও আয়োজনে ব্যস্ত থাকা এই বিলম্বের প্রধান কারণ! শুধু প্রকাশনাই বিলম্বিত হয় নাই, সম্পাদনাও এবারে অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটি বিচ্যুতিপূর্ণ হইয়াছে। জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের নিজস্ব সংবাদপত্র নাই এবং অপরাপর সাময়িক পত্রে ইহার সংবাদের জন্য স্থানাভাব! ফলে অধিকাংশ সময়ে অনেক যরূরী সংবাদও আমাদের পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়না। কিন্তু কর্মী সম্মেলন ও জমঈয়তের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ না করিয়া উপায় ছিলনা। তর্জুমানের অধিকাংশ পৃষ্ঠা বর্তমান সংখ্যায় এই সকল সংবাদেই পূর্ণ হইয়া গেল। আশা করি প্রিয় পাঠক পাঠিকা অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমাদের ত্রুটি উপেক্ষা করিবেন।

www.ahlehadeethbd.org